ক্ষত্রবীর

পৌরাণিক বিয়োগান্ত নাটক

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩২

মূল্য ১৲ এক টাকা
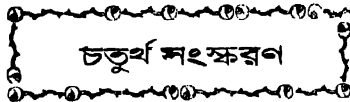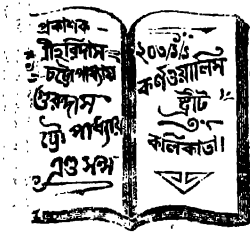
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নাট্যোক্ত চরিত্র

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ	দ্রোণাচার্য্য
মহাদেব	কৃপাচার্য্য
যুধিষ্ঠির	কর্ণ
ভীম	জয়দ্রথ
অর্জ্জুন	অশ্বত্থামা
নকুল	শকুনি
সহদেব	লক্ষ্মণ
অভিমন্যু	সঞ্জয়
ধৃতরাষ্ট্র	গর্গমুনি
দুর্য্যোধন	প্রবর
দুঃশাসন	সোমদাস

গোলোকবাসিগণ ও সৈন্যগণ

স্ত্রীগণ

লক্ষ্মী	সুভদ্রা
কুন্তী	দ্রৌপদী
রোহিণী	উত্তরা

যোগবালাগণ, গোলোকবাসিনীগণ ও সখীগণ
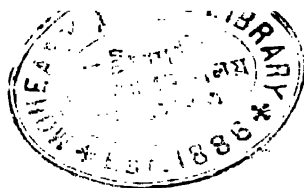
ক্ষত্রবীর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগারণ্য

ধ্যানমগ্না রোহিণী

যোগবালাগণের

গীত

শান্তিনির্ঝরিণী, করিয়ে মধুরধ্বনি—
দিবসযামিনী ওই বহিছে।
জরামরণভয়, নাশিয়ে রিপুচয়,—
কল্পতরু ওই শোভিছে॥
রঙ্গে কুরঙ্গিণী, কেশরীসঙ্গিনী,
আমোদপ্রমোদে ওই নাচিছে।
হিংসারহিত ঠাঁই, অহি-নকুল তাই
মিলি প্রাণে প্রাণে ওই খেলিছে॥
পূতদেহমনে, মুক্তিকামীজনে,
সমাধিভবনে ওই পশিছে।
যোগ-নয়নে হের, যোগনাথ হর,—
যোগমায়াসনে ওই রাজিছে॥

ক্ষত্রবীর

[মহাদেবের আবির্ভাব]

মহাদেব। কেবা তুমি সুলোচনে !
যোগাসনে মুদিত নয়নে—
আকুল পরাণে স্মরিলে আমায় ?
মিল' আঁখি, বালা, কর নিরীক্ষণ,
মনোবাঞ্ছা তব করিতে পূরণ,
কৈলাসভবন ত্যজি এসেছি হেথায় !
মন যাহা চায়—লহ বর বরাননে !

রোহিণী। প্রণিপাত শ্রীচরণে দেব দিগম্বর !
অন্তর্যামী তুমি প্রভু—
অবিদিত কি আছে তোমার ?
চন্দ্রপ্রিয়া আমি,—শশধর স্বামী মম,—
পতিবিরহিণী এবে প্রাণহীনা ;
কি কহিব দেব বিধিবিড়ম্বনা,—
একদিন চন্দ্রলোকে পতিপত্নী মিলি,
মাতিলাম মদন-উৎসবে ;—
অকস্মাৎ গর্গমুনি উপনীত সেথা।
ব্রাহ্মণ অতিথি,—
কিন্তু হায়—মদনে উন্মত্ত পতি—
যথারীতি মুনিবরে পূজা না করিল।
মহারুষ্ট দ্বিজ,
দিল অভিশাপ স্বামীরে আমার,
"জ্যোতির্ম্ময় দিব্যদেহ করি পরিহার,

ধরি নরাকার,
ধরাতলে কর বাস নরের সমাজে।"
তদবধি কাঙ্গালিনী আমি—
অশ্রুজলে ভাসি দিবাযামী ;
স্বামী বিনা রমণীর কিবা আছে গতি ?
মাগি বর পশুপতি !
মিলাইয়া দেহ প্রাণেশ্বরে ;
দয়াময় ! রক্ষা কর সতীর জীবন !

মহাদেব। শুন সুবদনি !
বিলাপে নাহিক' প্রয়োজন ;
অদৃষ্টলিখন কভু খণ্ডন না হয় ;
কর্ম্মফল অবশ্য ফলিবে,—
সাধ্য কা'র রোধিবে তাহায় ?
কর্ম্মস্রোতে তৃণখণ্ড প্রায়—
ভাসিছে সতত—
সুরাসুর আদি প্রাণীবর্গ যত ;
কর্ম্মফেরে দক্ষযজ্ঞে সতীহারা হয়ে,
স'য়েছিনু অশেষ দুর্গতি !
কর্ম্মসূত্রে বাঁধা—
রাধানাথ গোলোকবিহারী,—
ত্যজিয়ে বৈকুণ্ঠপুরী,
নরদেহধারী ভ্রমে ছার মর্ত্ত্যভূমে।
কর্ম্মসনে আবদ্ধ-কারণ,
উপলক্ষ সূত্র মাত্র তা'র।
ধরায় ভ্রমিছে তব পতি,—

জেনো সতি—
কর্ম্মফল ভুঞ্জিবার তরে।
ভদ্রাগর্ভে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন-ঔরসে—
শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়—অভিমন্যুরূপে,
বিরাজেন শশধর পাণ্ডবের কুলে।

রাহিনী। কহ দেব করুণা প্রকাশি,
কবে তাঁর ধরাকার্য্য হবে অবসান?
শাপবিমোচনে,—কবে পাব প্রাণধনে মম?

হাদেব। অধীরা হ'য়ো না বালা—
মনোজ্বালা দূর হবে তব!
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—
বাধিয়াছে মহারণ কৌরবপাণ্ডবে;
ধরাপরে কালপূর্ণ পতির তোমার,—
সে আহবে প্রাণ দিবে অভিমন্যু বীর!
রহ স্থির ধৈর্য্য ধরি, কয়দিন আর,
পতিসনে ত্বরায় মিলিবে। [মহাদেবের অন্তর্ধান।

াহিনী। মনস্কাম পূর্ণ এতদিনে;
মহেশবচনে—
মৃতদেহে প্রাণ যেন হইল সঞ্চার।
ধরামাঝে যাব ছদ্মবেশে—
নিবসে যেথায় মম প্রাণধন।
বিরহদহন আর নাহি সয়,—
যুগ মনে হয় প্রতিপল।

[সোমদাসের প্রবেশ]

কি সংবাদ সোমদাস?

প্রথম অঙ্ক

সোমদাস। কিসের?

রোহিণী। কিছু সন্ধান ক'রতে পাল্লে?

সোমদাস। কা'র?

রোহিণী। তুমি যে উন্মাদের মতন কথা ক'ইছ সোমদাস!

সোমদাস। তা ক'ইছি। যেখান থেকে আসছি—সেখানে সবাই উন্মাদ মাথার ঠিক কা'রও একেবারে নেই বল্লেই চলে। কাজেই, সেখানকার হাওয়া লেগে, আমারও ঐ ভাব দাঁড়িয়েছে।

রোহিণী। কোথাকার কথা ব'লছ?

সোমদাস। কোথায় যেতে বলেছিলেন?

রোহিণী। পৃথিবীতে, তোমার প্রভুর সন্ধানে!

সোমদাস। সেখানেই তো গিয়েছিলুম ঠাকরুণ! তবে আর আপনা সামনে এত আবোল তাবোল ব'কছি কেন?

রোহিণী। বল সোমদাস—আমার প্রভুর সন্ধান পেয়েছ?

সোমদাস। রাধামাধব! সে কি সেই জায়গা গা—যে, টপ করে গি প্রভুর সন্ধান পাব?

রোহিণী। কেন?

সোমদাস। আরে বাপ রে! সে পৃথিবীতে সবাই প্রভু! শুধু প্রভু বা কেন—সব ব্যাটাই মহাপ্রভু! বাপ! ঐ ওর নাম পৃথিবী ঐখানে লোক সাধ ক'রে থাকতে চায়?

রোহিণী। কেন? কি রকম দেখলে?

সোমদাস। গাছপালা—পাহাড় পর্ব্বত—নদ নদী—বাঘ ভল্লুক হা ঘোড়া,—আমাদের চন্দ্রলোকেও যেমন—সেখানেও ঠি তেমনি। তবে একটা বেয়াড়া জিনিষ দেখে—প্রাণটা আমা বেজায় ঘাবড়ে গেছে!

রোহিণী। কি বল দেখি?

সামদাস। মানুষ। বড় ভয়ঙ্কর জীব। দিন রাত্তির কেবল কাটাকাটি —মারামারি—রাগারাগি—গালাগালি—কাড়াকাড়ি—ছুটো-ছুটি—হুটোপাটি ক'চ্ছেই! সোজা কথা—ভাল কথা—কেউ কইতে জানে না! কেবলই মুখ খিঁচিয়ে আছে।

রাহিনী। বল কি সোমদাস? তুমি এই অল্পদিনেই পৃথিবীর সমস্ত দেখে শুনে বুঝে এলে?

সামদাস। সব দেখ্তে হবে কেন? একটা ভাত টিপে দেখ্লেই যেমন বুঝ্তে পারা যায়—হাঁড়ীশুদ্ধ ভাতের কি অবস্থা,—তেমনি দুটো একটা মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রেই সমস্ত মানুষের ব্যাপার আঁচ করে নিয়েছি।

রাহিনী। তোমার সঙ্গে কি কেউ অসদ্ব্যবহার ক'রেছিল?

সোমদাস। তা জানি না। পৃথিবীতে পৌঁছেই একটা রংচংএ কাপড়-চোপড়-আঁটা—আমাদের মতন দু'পেয়ে প্রাণীকে হেলে দুলে চলে যাচ্ছে দেখে, অপরাধের মধ্যে গেই বলেছি "হ্যাগা! তুমি কি মানুষ গা?"—ব্যাটা এমনি একটি থাপ্পোড় ঝেঁকে গেলে, আমি আর নিজেকে খুঁজে পেলুম না। এটা তাদের অসদ্ব্যবহার কি প্রেমালাপ—তারাই জানে!

রোহিনী। কি আশ্চর্য্য! তুমি মানুষ চিন্তে পার্লে না?

সোমদাস। উঃ—বড্ড সোজা কাজটা কিনা? বলে, পৃথিবীর মানুষই মানুষকে সারাজীবনটার ভেতোর চিনে উঠ্তে পারে না,—তা আমি তো আর এক রাজ্যের লোক, তার ওপর গেছি দু'-দিনের জন্যে। আর চিন্বই বা কি করে? মানুষ তো আর এক রকমের দেখ্লুম না! ঘরের ভেতর এক রকম, ঘরের বাইরে এক রকম। মাটীতে এক রকম—গাছের ডালে এক রকম। ঐ শেষের গুলোর দেখ্লুম—পেছনদিকে

একটা ভারিক্কির মতন কি ঝুল্‌ছে! চেহারা অনেকটা ঐ মাটিতে-চলা মানুষেরই মতন বটে; তফাৎ এই, এগুলো প্রায়ই গাছে গাছে বেড়ায়—আর হাত দুটোকে পায়ের মতন ক'রে চার পায় হাঁটে। কিন্তু থাপ্পোড় মারা—দাঁতখিঁচুনি,—এদেরও যেমন, তাদেরও তেমনি।

রোহিণী। চল সোমদাস! আমিও পৃথিবীতে যাবো; বিশ্বনাথের কৃপায় আমি আমার প্রাণেশ্বরের সন্ধান পেয়েছি; তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

সোমদাস। চলুন! আমি তো গিয়েই আছি। কিন্তু দেখ্‌বেন—কারও সঙ্গে যেন বাক্যালাপ করবেন না। ফস্‌ ক'রে একটা চড় লাগ্‌লে—আপনার পক্ষে সাম্‌লানো বড় দায় হয়ে উঠ্‌বে।

রোহিণী। আমি তোমার মতন মূর্খ নই। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীতীর

দুর্য্যোধন ও কর্ণ

দুর্য্যোধন। দুরদৃষ্ট কি কহিব সখা—
কৌরব-গৌরবরবি বুঝি রাহুগ্রাসে।
ত্রাসে মম কম্পিত পরাণ;
সর্ব্বজয়ী মহাশূর ভীষ্ম পিতামহ—
ইচ্ছামৃত্যু রথী,—
কৌশলে পাণ্ডবহিংসা করি পরিহার,
সর্ব্বনাশ সাধিল আমার।
ধনঞ্জয়শরে আহত হইয়ে.

ক্ষত্রবীর

আছে শুয়ে রণস্থলে শরশয্যা পাতি।
তেঁই, আসিয়াছি করিতে মিনতি,
মম প্রতি হয়ো না বিমুখ,—
থেকো না অন্তরে আর ত্যজি অভাগারে।
সাধি করে ধরি,—
কর ত্রাণ এ বিপদে হইয়ে সহায়!
হায় সখা—কেমনে বা কর বিস্মরণ,
সে সখ্যতা মমতাবন্ধন!
হে রাজন্! অনুরোধে কিবা প্রয়োজন?
অনলের সনে অনিল যেমন,
দেহে প্রাণে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ যেরূপ,
ভূপশ্রেষ্ঠ সুযোধনপাশে—
বদ্ধ সেইরূপ কর্ণ—সদাজঘৃণিত!
হইনি বিস্মৃত সখে,—
মহাদুঃখে নিপতিত যবে,
ভ্রমিতাম নিরাশ্রয় নিঃসহায় ভবে;
সূতপুত্র অধিরথ-রাধার তনয়,—
ছিল মাত্র মম পরিচয়;
দীন হীন অস্পৃশ্য জগৎচক্ষে,—
বক্ষে ল'য়ে তুমি সখা দিলে আলিঙ্গন—
বিস্মরণ কেমনে করিব?
হব তাহে,
অনন্তনিরয়গামী কৃতঘ্নতাপাপে।
আজীবন তব অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,—
পিতৃসম তুমি হে সুধীর,

অঙ্গরাজ্য-অধীশ্বর তোমারি কৃপায়,—
কেমনে হে ভুলিব তোমায় ?
কিন্তু মহারাজ !
জ্ঞাত তুমি পূর্ব্ববিবরণ,—
যে কারণ আছিলাম নিবৃত্ত সমরে ;
বার বার কুরুসভামাঝে—
নৃপতিসমাজে,
ভীষ্মপাশে হ'য়ে অপমান,—
ব্যথিত পরাণ মম ;
কঠোর সে বিসদৃশ পরিহাসবাণী,
শুনি নিরন্তর পিতামহমুখে,
বড় দুঃখে করিলাম প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
ভীষ্মের সহায়ে রণে অস্ত্র না ধরিব।
বিশ্বজয়ী শায়কে তাঁহার,
অপাণ্ডবা হয় যদি এ পাপ ধরণী,—
নিরাপদ জানিয়া তোমারে,
চিরতরে বনবাসে করিব প্রয়াণ।
কিন্তু যদি কভু হয় এ ঘটন—
ভীষ্মের নিধন পাণ্ডুসুতশরে,
দম্ভভরে সেই দিন পশিয়া সমরে,—
ধরি করে শাণিত কৃপাণ,
পঞ্চপাণ্ডবের শির করিয়া ছেদন—
চরণকমলে তব দিব উপহার !

দুর্য্যোধন। বীরত্ব তোমার বীর বিখ্যাত ভুবনে,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে—

রাখ আজি কৌরববাহিনী।
নাহি জানি কি আছে কপালে!
ভীষ্মবলে ছিনু বলবান্ সবে,
এবে, নিরুৎসাহ সমরে হারায়ে তাঁরে।
কে জানিত হায়!
অসহায় বনবাসী পাণ্ডুপুত্রগণ,—
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা করি সমবেত,—
পুনঃ আসি কুরুক্ষেত্রে রণে দিবে হানা?
কভু কি ভেবেছি মনে,
ছার অর্জ্জুনের বাণে—
রণাঙ্গনে দেবব্রত হইবে শায়িত?
কৌরব-ঈশ্বর!
অসার এ অনুতাপে কিবা প্রয়োজন?
অচলা বিজয়লক্ষ্মী তব চিরদিন।
পুণ্যবান্ ধৃতরাষ্ট্র পিতা,
শত ভ্রাতা শূরশ্রেষ্ঠ সহায় তোমার,
পঞ্চপাণ্ডুপুত্রভয়ে ভীত তব চিত,
উচিত নহে তো সখা!
অনিত্য জগতে—
মৃত্যুপথে নিরন্তর ধাবিত সকলে,
স্থায়ী কিছু নহে চিরদিন।
নহে, কেমনে কৌরবদলে—
অমিতবিক্রম যত রথী বিদ্যমানে,
রণে ভীষ্ম হ'ল নিপাতিত,—
গগনবিচ্যুত দিবাকর যথা!

কিন্তু বৃথা অতীত জল্পনা ;
কি হেতু ভাবনা সখা—
আছে কর্ণ তোমার সহায় !
জানিহ নিশ্চয় --
শত্রুনিবারণে স্বপক্ষরক্ষণে—
রণ-আশে উত্তেজিত অন্তর আমার !
অগাধসলিলমগ্ন তরণীসমান,
বিপদবারিধি হ'তে,
উদ্ধারিব একা আমি সৈন্যগণে তব ;
রক্ষিব সমরে সবে,
রক্ষে পিতা তনয়ে যেমতি !
কুরুপতি !
সম্প্রতি বিদায় মাগি ক্ষণেকের তরে,
দেখা হবে কৌরব-শিবিরে।

দুর্যোধন। আসি সখা, ভুলো না আমারে !

[দুর্যোধনের প্রস্থান।

কর্ণ। রে দাম্ভিক দুর্যোধন !
এখনও জয়-আশা পোষ তব প্রাণে ?
রাজ্যভোগ অভিলাষ—
এখনো প্রবল এত কুটিল-অন্তরে ?
কত অত্যাচারে—নিষ্ঠুর প্রহারে,—
কালসর্পে পদতলে করেছ দলিত ;
মুক্ত এবে সেই বিষধর,
উত্তেজিত নিদারুণ ক্রোধে,
কালফণা করিয়া বিস্তার,

ছারখারে দিবে কুরুকুল।
অহংজ্ঞানে পূর্ণ তুমি ধৃতরাষ্ট্রসুত—
নাহি জান ধর্ম্মের প্রভাব ?
নাহি জান মূঢ়—
ধর্ম্মের রক্ষণে পাপবিনাশকারণে,
পাণ্ডবের সনে,
মিলিত সে বিশ্বপতি আপনি শ্রীহরি ?
যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক-প্রবর,
হইয়ে কাতর,—
মাত্র পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা মাগিল যখন,—
সখ্যতাস্থাপনবাঞ্ছা করিল প্রকাশ,
করি উপহাস—
অপমানে ব্যথিলে সবারে ?
অধর্ম্মেরে সাধ করি করিলে আশ্রয়,
জান না কি বিষময় ফল তার ?
হায়! এ অসার দেহে মন,—
সহেনাকো পাপভার আর!
যাতনা অপার কারে বা কহিব—
রব কতকাল আর পাপ-সহবাসে ?
অন্ধকার অধর্ম্ম-আবাসে,—
বিশুদ্ধ ধর্ম্মের স্বাদ কভু কি পাইব ?
কিন্তু ওহে সর্ব্বপাপহারি!
কার্য্যভার সকলি তোমার ;
জীবে ভবে যন্ত্র সম তোমারি চালিত,
বল প্রভু কি দোষ আমার ?

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ। কি দোষ তোমার অঙ্গরাজ ?
বীর ধীর ধার্ম্মিক সুজন,—
কর্ত্তব্যপালন জীবনের লক্ষ্য তব !
এ সংসারে কে দোষে তোমারে ?

কর্ণ। একি—একি—স্বপ্ন দেখি আমি ?
কিম্বা অন্তর্য্যামী !
প্রাণে প্রাণে বুঝি প্রাণের বেদনা,—
নিভাইতে নিদারুণ যাতনা-অনল,
হে ভক্তবৎসল !
কৃপা করি দেখা দিলে দাসে !
নীরদবরণ ! যথার্থ ই বুঝিনু এখন,
একা শুধু পাণ্ডবের সখা নহ তুমি,
ত্রিভুবনে সবাকার সাধনার ধন।
পতিতপাবন ! প্রণমি ও পদাম্বুজে !

শ্রীকৃষ্ণ। সাধুত্তম !
তব দরশনে হয় পুণ্যের সঞ্চার ;
নমস্কার লহ হে আমার !

কর্ণ। একি হরি—কি নব ছলনা !
একি বিড়ম্বনা—
ঘটাইলে শ্রীমধুসূদন ?
ধর্ম্মসনে করি বিদ্রোহাচরণ,
আজীবন নিমগন পাপ-পঙ্কমাঝে,
পাপ-কাজে যায় বৃথা দিন,
তনু ক্ষীণ পাপ-সাধনায়,

অচিরায় যাব প্রভু নিরয়-নিবাসে !
পুনঃ দাসে একি হে নিগ্রহ ?
মঙ্গলনিধান !
অকল্যাণ আর কেন সাধ' অভাগার ?
ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে—পঞ্চাননে ভোলা,
বিভোলা যাঁহার নামগানে,
বাসুকী সহস্রশিরে—
প্রণত যে চরণকমলে,—
সেই বিশ্বপতি ভবভয়হারী,
বুঝিতে না পারি,
কিবা হেতু সূতপুত্রে করে নমস্কার ?

শ্রীকৃষ্ণ। বীরবর লোকাচার রক্ষণীয় সদা,—
সঙ্কুচিত তাহে কিসের কারণ ?
করহ শ্রবণ যে হেতু এসেছি হেথা।
জন্মকথা তব নাহি জান বীর,—
অস্থির সে হেতু চিত্ত তব,
নীচবংশোদ্ভব নহ তুমি সূতের নন্দন !

কর্ণ। জনার্দ্দন ! ধরি শ্রীচরণ—
নাহি প্রয়োজন পূর্ব্ববিবরণে আর !
জানি প্রভু জনম আমার,
কুন্তীগর্ভে আদিত্য-ঔরসে,
জননীর কুমারীদশায় ;
তেঁই মাতা—শঙ্কিতা লজ্জিতা,
মমতা বাৎসল্য ভুলি—
কুসন্তানে দিলা জলাঞ্জলি,

পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ।
জানি নারায়ণ!
দৈবাধীনে স্থতের ভবনে,
পালিত এ নরাধম পাণ্ডব-সোদর।
দামোদর! কি কব তোমায়,—
যেই দিন দেবর্ষি নারদমুখে,
শুনেছিনু এ গুহ্য কাহিনী,
জীবনে বিতৃষ্ণা মম সেই দিন হ'তে।
অশান্ত এ চিত্তে—
ধূ ধূ ধূ ধূ জ্বলে তীব্র বিষাদ-অনল!
জীবন দুর্ভর—ধরা কারা হয় জ্ঞান;
ছি—ছি—ধরি প্রাণ কোন্ প্রয়োজনে?

শ্রীকৃষ্ণ। ত্যজ খেদ রথীন্দ্র সুজন!
জান যদি বিবরণ—
পাণ্ডব সোদর তব—তুমি কুন্তীসুত,
কি হেতু কৌরবপক্ষে—বিপক্ষে ভ্রাতার?
চল মম সনে পাণ্ডবশিবিরে,
সাদরে সোদরসনে হইবে মিলিত।
বিহিত সম্মানে পাণ্ডুসুতগণে—
সুনিশ্চয় তুষিবে তোমায়।
একত্রিত ছয় সহোদরে,
সমরে কৌরবকুল করিয়া নিধন,
হস্তিনার রাজসিংহাসন—
জ্যেষ্ঠ তুমি কর অধিকার।

কর্ণ। ক্ষমা কর শ্রীনিবাস!

রাজ্য-আশ নাহি মম প্রাণে।
এ'জীবনে একমাত্র আছে এই সাধ,
পাদপদ্ম জননীর পূজি একদিন,
"মা মা" বলি তাঁরে করি সম্ভাষণ,
জীবন জনম ধন্য করিব আমার।
কিন্তু হায়—নাহি আশা তার
ছার দেহ বাঁধা মম দুর্য্যোধনপাশে,
কৌরবসকাশে—
অচ্ছেদ্য প্রতিজ্ঞাডোরে বদ্ধ চিরদিন।

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি কথা কহ বীরমণি!
পরের কারণ—
বর্জ্জন কে করে কোথা আত্মপরিজনে?
যুধিষ্ঠির তব সহোদর,
প্রিয়তর নহে কি সে দুর্য্যোধন হ'তে?

কর্ণ। যা কহিলে সত্য হৃষীকেশ!
কিন্তু হরি—কহ কৃপা করি,
পরিহরি কি বিচারে রাজা দুর্য্যোধনে—
যাঁর অন্নে বর্দ্ধিত এ কলেবর?
বিপদে সম্পদে সহায় সে মম,
পিতৃসম করিছে পালন;
করিয়া যতন,
অসময়ে দিয়েছে আশ্রয়;
ত্যজিলে তাঁহারে,—নরকদুস্তরে—
অনন্ত—অনন্তকাল রব নিমজ্জিত।
সরল অন্তরে,—মিত্র বলি জানে সে আমারে

সে মিত্রতা কেমনে ভুলিব ?
হব বিজড়িত মহাপাপে !
মিত্রদ্রোহী সম পাপী কে আছে ধরায় ?
প্রাণ নাহি চায়—বিশ্বাসঘাতক হ'তে,
জগতে কলঙ্ক-গাথা গাবে চিরকাল।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ভেবেছ কি সূর্য্যের কুমার,
কা'র জয় হবে এই কুরুক্ষেত্ররণে ?
কৌরব কি জিনিবে পাণ্ডবে ?

কর্ণ। কিবা নাহি জান ওহে শ্রীমধুসূদন !
অন্তর্য্যামি তুমি নারায়ণ —
হেন প্রশ্ন কিসের কারণ,
অক্ষম বুঝিতে দাস !
রুক্মিণীবিলাস !
পাণ্ডবে কে জিনিবে আহবে,—
দীনবন্ধু বন্ধু তুমি যার ?
ভবে হেন শক্তিমান কেবা আছে প্রভু—
পাণ্ডুসুতে বিমুখিবে রণে ?
যথা তুমি ধর্ম্ম সেই স্থানে,
ত্রিভুবনে অবিদিত কা'র ?
ছার দুর্য্যোধন—তুচ্ছ কুরুবল,
ধর্ম্মবলে প্রবল পাণ্ডব,—
পরাভব কে করিবে বল হে মুরারি ?
ওহে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি !
কুরুক্ষেত্রে এ ভীষণ রণে,
যে যজ্ঞের ক'রেছ সূচনা,

পুরোহিত তুমি দেব, পার্থ হোতা তার ;
ছার ধৃতরাষ্ট্রসুতগণ যত
সে যজ্ঞে অভীষ্ট বলি ;
অধর্ম্মের প্রিয় সহচর আমি—
যজ্ঞভূমি ধূমাচ্ছন্ন রাখিব নিয়ত,
অনলে ইন্ধন-কার্য্য করি সম্পাদন।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য সুধীবর !
ধন্য শিক্ষাদীক্ষা তব মহৎ অন্তর !
তোমা সম গুণবান্ নাহি স্বর্গলোকে !
অলৌকিক হেন আচরণ,
নরে না সম্ভবে কভু।
উদারহৃদয়—ভক্তিময় প্রাণ,
এ হেন কর্ত্তব্যজ্ঞান কে দেখেছে কোথা ?
কহি সত্য কথা—শুন অঙ্গরাজ !
বীরত্বে মহত্ত্বে তব সনে,
পাণ্ডুসুতগণে নহে তুলনীয় কভু।
ব্রাহ্মণের পরিতৃপ্তি হেতু,
বৃষকেতু—একমাত্র বংশের দুলাল,
অবহেলে ছেদিলে তাহার শির ;
ধর্ম্মবীর !
সে ভক্তির পুরস্কার পাবে একদিন।
এবে সাধ যদি হয় কহিনু তোমায়,
অচিরায় পাবে দেখা মাতার তোমার,
প্রাণভরে পূজিতে চরণ তাঁর !
বিদায় মাগি হে এবে !

কর্ণ প্রণিপাত শ্রীপদকমলে,
দীন ব'লে থাকে যেন মনে!

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

আশ্রম

গর্গ ও প্রবর

গর্গ। অদ্ভুত তোমার আচরণ প্রবর! এতকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে যোগাভ্যাস ক'রে, শাস্ত্রবেদ অধ্যয়ন ক'রেও তোমার চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হ'ল না? এখনও তুমি শান্তিসুধার আস্বাদন পেলে না?

প্রবর। আজ্ঞে প্রভু! সে তো আমার দোষ নয়! আমি যত্ন ক'রে তো সুধা পান ক'র্‌তে যাই, কিন্তু পোড়া অদৃষ্টে সে সুধা যে একবারে জিবে ঠেকেই কাঁচা তেঁতুলগোলা হ'য়ে যায়। এতে আর আমি কি ক'চ্ছি বলুন?

গর্গ। কেন তোমার এরূপ চিত্ত বিভ্রমের কারণ কি?

প্রবর। কারণ আমার চিত্ত মহাপ্রভুই জানেন। আমার যা কর্‌বার, আমাকে নিয়মমত যা' ক'র্‌তে বলেছেন, প্রাণপণ যত্নে আমি ঠিক তাই ক'চ্ছি, এক চুল এদিক্ ওদিক্ হবার যো নেই; কিন্তু আজও কিছু ফল তো পেলুম না। কাকপক্ষী ডাক্‌বার পূর্ব্বেই কাঁচা ঘুম জোর ক'রে ভাঙ্গিয়ে শয্যাত্যাগ ক'রে উঠ্‌ছি! ভৌতিক দেহের স্বাভাবিক কার্য্যগুলি পরম যত্নে সম্পাদন ক'রে —স্নানাদি সেরে সন্ধ্যাবন্দনায় ব'স্‌ছি। স্বরলয় ঠিক ক'রে বেদ-ধ্বনিও ফাঁক দিচ্ছি না। কাঠ পুড়িয়ে হোম ক'রে ক'রে তো চক্ষু দুটীর মাথা খাবার উপক্রম ক'রেছি—

গর্গ। ব্রাহ্মণের কার্য্য এই তো যথারীতি সম্পন্ন ক'চ্ছো—তোমার কর্ত্তব্য পালন ক'চ্ছো, তবে আর দুঃখ কিসের বৎস?

প্রবর। দুঃখ এই যে ক'চ্ছি কর্ম্মাচ্ছি সব, কিন্তু ফলের বেলায় অষ্টরম্ভা! বিশ বছর পূর্ব্বেও যা ছিলুম, এখনও ঠিক তাই আছি,—তা থেকে একচুলও বদ্‌লাইনি। আরে বদ্‌লাবে কোথা থেকে? মনিষ্যির শরীর তো বটে গা? মশার তাড়নায় সমস্ত রাত একরকম অনিদ্রায় কাটে ব'ল্লেই হয়; যে টুকু আরাম কর্‌বার সময়—শেষরাত্রি, সেই সময় গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌তে হবে। তা না হয় যেন উঠ্‌লুম! চক্ষু বুজে ধ্যান ক'রতে বস্‌লেই তো মহাবিপদ। প্রথম চোটেই এমন বিকট অন্ধকার—যেন প্রাণটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে! তারপর কিছুক্ষণ চোখের পাতাগুলোকে চেপে চুপে রাখ্‌লে,—অমনি ধীরে ধীরে তন্দ্রাকর্ষণ—সঙ্গে সঙ্গে বিকট নাসিকা-গর্জ্জন! এমন অবস্থায় বিরাটরূপ দর্শন কিসে সম্ভব বলুন!

গর্গ। প্রবর! দেখ্‌ছি তোমার শিক্ষাদীক্ষা কিছুই লাভ হয়নি! বৃথাই কি এতদিন তবে আমার শিষ্য হ'য়ে অবস্থান ক'র্‌লে? যাক্—এখন কি চাও—বল! আমি তোমার জন্য ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি!

প্রবর। আচ্ছা ঠাকুর! আপনি যে বলেন—চক্ষু বুজে ধ্যান ক'ল্লে ভগবানের বিরাটরূপ দেখতে পাওয়া যায়, আমি সেটা কিছুতেই বাগাতে প্যাচ্ছি না কেন বলুন দেখি? চক্ষু মুদে ভগবান্ কি প্রভু —আমি একটা নেংটী ইঁদুরের চেহারাও ঠাওর ক'র্‌তে পারি না!

গর্গ। প্রবর! এ সমস্ত মনের চাঞ্চল্য—হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভগবানের রূপ চ'ক্ষে কি দেখ্‌বে? অন্তরে তিনি বিরাজ ক'চ্ছেন—অন্তরে তাঁকে দর্শন কর!

প্রবর। তা কা'র অন্তরে তিনি আছেন—কেমন ক'রে জান্‌ব ঠাকুর? ভগবান্ যার অন্তরে গিয়ে বাসা নিয়েছেন,—সে কি আর আমাকে প্রকাশ ক'র্‌বে! চেপে চুপে রেখে দিয়েছে,—দরকার হ'লে নিজেই দেখ্‌ছে!

গর্গ। তিনি সর্ব্বজীবে—সবার অন্তরে বিরাজমান।

প্রবর। আমার?

গর্গ। শুধু তোমার কি? পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ নরনারী—সবাকার অন্তরে তাঁর বসতি!

প্রবর। বটে? এমন ধারা! উঃ—দেখেছ আমার অন্তরের কি নষ্টামি! এত রকম কথা ব'ল্‌ছে ক'ইছে—আর আসলটী লুকিয়ে রেখেছে? উঃ—বিশ্বাসঘাতকতাটা দেখ একবার! ঠাকুর, তাহ'লে অন্তরটার কি করা যায় বলুন দেখি?

গর্গ। যাও বৎস! নির্জ্জনে বসে—নিজের অন্তরকে সাধ্যসাধনা কর,—তাকে বিশুদ্ধ কর্‌বার চেষ্টা কর। তন্ময় হ'য়ে ধ্যানে প্রবৃত্ত হও—তা হ'লেই তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হবে!

প্রবর। যাচ্ছি,—এখনি একটা ফাঁকা জায়গা দেখে নিচ্ছি। হায় হায়—জ্ঞাতি নয়—গোত্র নয়,—নিজের অন্তর এত শত্রু? হাত্তোর অন্তরের নিকুচি ক'রেছে!

[বক্ষে চপেটাঘাত করিতে করিতে প্রস্থান।

গর্গ। উৎকট ব্যাধি! এর ঔষধ নিদানে পুরাণে পাওয়া অসম্ভব। ধ্যানজ্ঞানের অতীত যে পরমব্রহ্ম মহাপুরুষ—অসার শিক্ষাদীক্ষায় বাহ্যিক কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁকে কি তুষ্ট ক'র্‌বে? অন্তরে বিশ্বাস ও ভক্তি—মুক্তির একমাত্র সোপান! এ ভিন্ন দেহীর গত্যন্তর নাই!

[রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী। প্রভু—প্রণাম!

গর্গ। একি? স্ত্রীলোক? আমার আশ্রমে? কে তুমি? এখানে কি জন্য এসেছ?

রোহিণী। কে আমি? হায় ঠাকুর—আর কোন্ মুখে ব'ল্‌ব—কে আমি? আর কি সাহসে পরিচয় দেবো—কে আমি! কেমন ক'রেই বা বল্‌ব' কে আমি—কি জন্য এখানে এসেছি? এখন তো চিন্‌তে পার্‌বেন না! এখন তো স্ত্রীলোক বলে মুখদর্শন কর্‌বেন না! যখন সুদিন ছিল,—যখন সুখসমৃদ্ধির সমুন্নত শিখরে অবস্থান ক'চ্ছিলেম,—তখন তো কা'রও অপরিচিতা ছিলেম না,—তখন তো কারও কাছে যেচে সেধে গিয়ে পরিচয় প্রদান ক'র্‌তে হয়নি! তখন চতুর্দ্দশভুবনবাসী আমার সঙ্গে আত্মীয়তা সখ্যতা ক'রেছিল—তখন আপনিই একদিন স্বয়ং অনাহূত হ'য়ে আমার নিকট গিয়ে আতিথ্য স্বীকার ক'রেছিলেন! এখন যে আমি পথের কাঙ্গালিনী। আর তো রাজরাণী নই যে চিন্‌তে পার্‌বেন! এখন যে বড় দুঃখিনী—আর কেন আমার মুখের দিকে চাইবেন?

গর্গ। এ্যা—সেকি? তুমি চন্দ্রদেবের মহিষী? চন্দ্রলোক ত্যাগ ক'রে তুমি মা এখানে এসেছ?

রোহিণী। হ্যাঁ—প্রভু! এসেছি—প্রাণের জ্বালায় এসেছি। অসহ্য স্বামী-বিরহানলে দগ্ধ হ'য়ে—যন্ত্রণায় ছুটে ছুটে কঠিন মর্ত্ত্যভূমিতে এসে প'ড়েছি। দেব! অজ্ঞানে—মোহের বশে—না হয় পতিপত্নীতে শ্রীচরণে একটা অপরাধ ক'রেছিলুম! তা ব'লে কি—ব্রাহ্মণ ব'লে—ক্ষমতা আছে ব'লে,—অকস্মাৎ ক্রোধে অভিভূত হ'য়ে দুর্ব্বলকে এত শাস্তি দিতে হয়? আপনারাই না শাস্ত্রকার? আপনারাই না লোককে শিক্ষা দিয়া থাকেন—আপনারাই না নীতিসূত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে ক্ষমার চেয়ে গুণ নেই—

শত্রুকেও মার্জ্জনা ক'র্‌তে হয়? সে শাস্ত্র—সে উপদেশ—সে নীতি কি তবে পরের জন্য—নিজেদের পালনের জন্য নয়?

গর্গ। অবশ্য পালনীয়! শত সহস্রবার আমি স্বীকার ক'চ্ছি। সাধ্বি! আমায় বাক্যবাণে বিদ্ধ করো না। যথার্থই আমি তোমাদের নিকট মহাপরাধী! ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে অভিশাপ প্রদানে তোমাদের পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ সংঘটন ক'রে সত্য সত্যই আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা—খলতার পরিচয় প্রদান ক'রেছি। তদবধি আমি যে তীব্র অনুতাপানলে দগ্ধ হ'চ্ছি,—তা তোমায় কি ব'ল্‌ব'? আশ্বস্তা হও; অনেক সহ্য ক'রেছ—আর কিছুদিন মাত্র অপেক্ষা কর! এই কুরুক্ষেত্ররণে শীঘ্রই তোমার হারানিধি পুনরায় লাভ ক'র্‌বে!

রোহিণী। প্রভু দয়া ক'রে তবে আমাকে হস্তিনায় পাণ্ডবশিবির দেখিয়ে দিন,—আমি ছদ্মবেশে একবার স্বামীর চরণ দর্শন ক'রে কতকটা শান্তিলাভ করি।

গর্গ। চল মা—যথাসাধ্য তোমার কার্য্যের সহায়তা ক'রে—আমার অসদনুষ্ঠানের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করি। [উভয়ের প্রস্থান।

[প্রবরের পুনঃ প্রবেশ]

প্রবর। যাক্—ঠাকুরও চ'লে গেছেন—জনপ্রাণীও নেই এখানে—দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এইখানটাতে একটু ধ্যানে বসা যাক্। ঐ বনবাদাড়ে কি বসা যায় গা? রাজ্যের কাক জড় হ'য়ে ঐক্য-তানবাদন সুরু ক'রেছে,—ব্যাটাদের একটু বিরাম নেই। একটু চক্ষু বুজে ব'সেছি,—এ পাশ দিয়ে সড়াৎ ক'রে একটা ধেড়ে ইঁদুর যাচ্ছে, পেছোন দিয়ে সুড়ুৎ ক'রে একটা ছুঁচো ছুটছে-কোলের ওপোর দিয়ে ফুড়ুৎ ক'রে নেংটী দৌড়ুচ্ছে,—মাথার উপর চড়ুইগুলো তো কিচ কিচ ক'চ্ছেই! এতে আমিই ভড়কে

যাই—তো আমার অবলা "অন্তর"! তার তো সাড়াও পাই না—শব্দও পাই না। এই হ'ল বেশ নিরিবিলি জায়গা—

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানোপবিষ্ট)

[সোমদাসের প্রবেশ]

সোম। ছাখ একবার ঠাক্রুণের আক্কেলখানা। আশ্রমে পাছে ব্যাঘাত হ'ন বলে,—আমাকে এক খেজুরতলায় দাঁড় করিয়ে—সেই যে এখানে ঢুক্‌লেন,—আর খোঁজ খবর নেই। ঐ জন্যেই তো আমি এ পৃথিবীতে আস্‌তে চাইনি বাবা! এখানকার সবই বেয়াড়া! তাই তো,—এখন খুঁজি কোথায় বল দিকি? একা স্ত্রীলোক—তায় এসেছে পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে! খুঁজে দেখা যাক্! উঃ—বনের ভেতরটা কি অন্ধকার! এইটুকু আস্‌তে কত গাছের সঙ্গেই যে মাথা ঠোকাঠুকি ক'রেছি—তা আর বলা যায় না! (অগ্রসর ও প্রবরের ঘাড়ে পতন)

প্রবর। উঃ—কেরে বেল্লিক? চোর নাকি?

সোম। হ্যাঁ—চোর বৈকি!

প্রবর। আ মর্! এখানে কি ক'র্‌তে এসেছিলে?

সোম। গ্যাছে উঠে টোপা কুল পাড়তে!

প্রবর। তা আমার ঘাড়ে প'ড়লে কেন? কাণা নাকি? একজন মানুষ ব'সে র'য়েছি—দেখ্‌তে পাও না?

সোম। এটা কি ঠিক্ কথা হ'লো দেবতা? এই এত বড় একটা গাছ-পাতার সমুদ্রের ভেতোর তুমি আধহাতখানেক একটা মানুষ—অচল অটল গজগিরিটী হ'য়ে ব'সেছিলে,—তোমাকে কোন্ চণ্ডাল মানুষ ব'লে ঠাওর ক'র্‌তে পারে? আমি মনে ভাবলুম্, বুঝি একটা কোন রকম রসাল ফলের গাছ—মাটাতে গজিয়ে

উঠেছে! তা—সে কথা যাক্—কোথাও আঘাত লেগেছে কি? এস একটু হাত বুলিয়ে দিই!

প্রবর। নাঃ—দেখছি আশ্রম ত্যাগ করতেই হ'লো! জপ তপ আর হ'য়ে উঠল না! ইঁদুর বেরাল গিয়ে কোথা থেকে এক ব্যাটা চোর এসে ঘাড়ে পোড়ল দেখ না! হ্যাঁ হে! তোমার তো সাহস কম নয়! তুমি আশ্রমে চুরি ক'র্তে ঢুকেছিলে?

সোম। ঠাকুরঘরে চুরির বড় সুবিধে, তা বুঝলে না ঠাকুর? কিন্তু বলি-হারি তোমাকে দেবতা—প্রথমেই তো আমাকে ঠিক চিনে নিয়েছ? কাজের কাজী কি না। তা—আমি এখনও ও বিদ্যাটা ভাল ক'রে শিখতে পারিনি—আমাকে একটু শেখাবে ঠাকুর? আমাকে চেলা ক'রে নাও না!

প্রবর। কে তুমি? এখানে কি চাও?

সোম। বড় কিছু চাই না। এই দিক্‌টা পানে আমাদের মা-ঠাকরুণ তোমাদের গড়্-গড়্ ঋষি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'র্তে এসেছেন—

প্রবর। এঁ্যা—সে কি?—মা-ঠাক্‌রুণ? আশ্রমে? ঋষির কাছে? বটে? মা-ঠাক্-রুণ্?

সোম। হাঁ। তারপর ঠাক্‌রুণ্‌কেও দেখ্‌তে পাচ্ছি না—ঋষিরও তো কোন সন্ধান পেলুম না!

প্রবর। এঁ্যা—ঋষিবরের তো আচ্ছা কাণ্ডকারখানা? সংসার ত্যাগ ক'রে,—মাগ্ ছেলে মেয়ে পিসী মাসী জ্যাঠাই খুড়ী সকলকে ছেড়ে আমরা বনের ভেতোর প'ড়ে রইলুম,—আর তিনি আবার এক মা-ঠাক্‌রুণকে এনে জোটালেন? উঠ্‌তে ব'স্‌তে আমা-দের উপদেশ দেওয়া হয়,—স্ত্রীলোকের মুখদর্শন ক'র না। তা বলনা হ্যাঁ ভাই—মা-ঠাক্‌রুণ কি পুরুষ-মানুষ?

সোম। আমাদের দেশে তো স্ত্রীলোকই মা-ঠাক্‌রুণ্ হয়,—এখানে কি রকম তা তো জানি না!

প্রবর। তোমাদের দেশ কোথা ভাই?

সোম। চন্দ্রলোক!

প্রবর। বটে? চন্দ্রলোক? আহা—বেশ মোলায়েম ঠাণ্ডা জায়গা! একদিন নিয়ে যাবে ভাই?

সোম। চল না—এক্ষুনিই যাই!

প্রবর। এখন থাক্—আমি একটু কাজে ব্যস্ত আছি!

সোম। তবে তাই থাক্—আমিও একটু ঝঞ্ঝাটে আছি!

প্রবর। তোমার কি কাজ দাদা?

সোম। তোমার কাজ্‌টা আগে বল ভাই!

প্রবর। তবে তোমার সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হ'ল—তখন তোমাকে সব কথা খুলে বলাই ভাল। আমি ভাই আজ বিশ বৎসর ধ'রে এই গর্গমুনির শিষ্য হ'য়েছি। এখানে তপ জপ হোম যাগ যজ্ঞ—যত রকম বুজ্‌রুকি আছে, সবই কল্লুম—কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না!

সোম। ফল আবার কি হবে?

প্রবর। বলি—কিসের জন্য এ'সব করা? ভগবানকে দেখ্‌বার জন্যে তো?

সোম। এ্যাঁ—সেকি? ভগবানকে দেখ্‌তে হ'লে—এই এত কাণ্ড ক'র্‌তে হবে? ওরে বাবা—তা হ'লেই তো গেছি!

প্রবর। তা কি আবার? ভগবান্ কি অম্‌নি দেখা দেবে না কি? তার পর শোন না; আজ চেপে চুপে ধ'রে যখন ঠাকুরকে বল্লুম যে ভগবান্‌কে তো কিছুতেই দেখ্‌তে পাচ্ছি না,—তখন আমাকে ব'ল্লেন কিনা—'তোমার অন্তরে ভগবান্ লুকিয়ে আছেন!' এ'সব দম্‌বাজি—কি বল?

সোম। নিশ্চয়! তুমি ও তল্পী-বওয়া ছেড়ে আমার সঙ্গে চল,— ভগবান্‌কে আমি দেখিয়ে দেবো! ওসব কিছু ক'র্ত্তে হবে না! ভগবান্ যে আজকাল এইখানেই কোথা আছেন! আমিও তো তাঁকে দেখ্‌তে আছি!

প্রবর। বটে! সত্যি কি?

সোম। তোমাকে মিথ্যাকথা ব'লে আমার লাভ কি বল? চল— দুজনে মিলে খুঁজিগে! সত্ত সত্ত চোখের ওপোর—ভগবানের চোদ্দ-পুরুষকে দেখিয়ে দোবো!

প্রবর। চল। একটা রকমফের ক'রেই দেখা যাক্! এ বনে ব'সে আমার কিছু সুবিধে হবে না—বেশ বুঝিছি!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডবশিবির—কক্ষ

সুভদ্রা ও অভিমন্যু

অভিমন্যু। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত আমার জননি!
শুনি তব উপদেশবাণী!
ভগবদ্গীতা-সুধাপানে,
প্রাণে যে আনন্দরাশি উথলে আমার,--
কি ভাষে প্রকাশি মাতা!
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—
সমবেত হেরি যবে সমরের আশে,
বিপক্ষের বেশে যত আত্মীয়স্বজনে,

পিতার সমান—মনে হ'ত ক্ষণে ক্ষণে
কিবা ছার প্রয়োজনে,
বিনাশিব রণে যত আপনার জনে ?
কিন্তু বুঝিনু এখন
ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মীয়ঘাতন—
নহে পাপ—নহে নিষ্ঠুরতা।
বুঝিয়াছি মাতা,
ধর্ম্মগ্লানি নিবারিতে পবিত্র ভারতে,—
রোধিবারে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান,
কুরুক্ষেত্রে রণ-আয়োজন !
তেঁই শ্রীহরির সারথ্য-গ্রহণ,
সাধুগণে করিতে রক্ষণ—
বিনাশি দুষ্কৃতজনে ;
তেঁই নরনারায়ণ কৃষ্ণধনঞ্জয়—
সংহারমূরতি ধরি এক রথোপরে,
ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিতে ধরায় !

সুভদ্রা। ভক্তিভরে পোড়ো বৎস—অবসরমত,
নিত্য এই গীতামৃত জ্ঞানের ভাণ্ডার !
কোটীকল্প যুগ-যুগান্তরে—
বিশ্বচরাচরে—আজিও অবধি—
যেই মহাধর্ম্মে সবে হ'তেছে চালিত,
দীক্ষিত যে ধর্ম্মে তব পিতা—
বিশ্বজেতা পার্থ মহারথী,
ভিত্তি তার জেনো পুত্র এই গীতামৃত
পাপভারে অবনত পতিত মানব.

ঘুরে ফিরে অন্ধ দিশেহারা,
এই ধর্ম্ম-ধ্রুবতারা হেরি কর্ম্মাকাশে,
অনায়াসে পাইবে দেখিতে,
পুলকিত-চিতে আপন গন্তব্য পথ।
বনবাসী যোগী ঋষি তপস্বী সন্ন্যাসী,—
দিবানিশি যা'র করে আকিঞ্চন,
সেই মোক্ষ ফল—
করতলগত এবে সবাকার!

অভিমন্যু। শিক্ষাদীক্ষাজ্ঞানধাত্রী তুমি গো জননি!
নাহি জানি কোন্ পুণ্যফলে—
তব গর্ভে লভেছি জনম!
ভ্রম হয় মনে,
কহি সত্য তোমার সদনে মাতা—
আজি কি গো মম—
জীবনের প্রথম প্রভাত?
অকস্মাৎ নবদেহ যেন লাভ করি,
পরিচয় বিশ্বসাথে আজি কি নূতন?
কি অমূল্যধন দেবী—
সযতনে পুত্রে তব দিলে উপহার,
কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আলোকে—
আলোকিত করিলে এ তমাচ্ছন্ন হৃদি!
নিরবধি সেই মহাগীতি—
ধ্বনিত এ কর্ণমূলে!
পাঠসমাপনে—শিবিরগবাক্ষপথে,
চাহিলাম যবে আকাশের পানে,

মনে হ'ল মাতা—
আরোহিত যেন আমি মহাজ্ঞানরথে,
চ'লেছি অনন্তপথে—স্তম্ভিত বিস্মিত !
উপনীত শেষে—কল্পনার বশে,
সুন্দর সজ্জিত এক অপূর্ব্ব মন্দিরে !
শুনিলাম বিমোহন সুরে,
সমস্বরে গাহে চারিধারে—
"আমা হ'তে শ্রেষ্ঠতর—পার্থ ! কিবা আছে কোথা !
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব—সূত্রে মণিগণ যথা !"
শুনি সেই গীতি মহাপ্রীতিভরে,
শতধারে—
কি আনন্দ-মন্দাকিনী বহিল নয়নে,
উথলিল প্রাণে—
কি পূর্ণ আনন্দসিন্ধু,
কেমনে তা' নিবেদি চরণে !
আশীর্ব্বাদ কর মা তনয়ে,
হ'য়ে যোগ্যপুত্র অর্জ্জুন পিতার,
ছার প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন—
রণাঙ্গনে স্বধর্ম্মপালনে,
বংশের গৌরব রক্ষা করিগো জননি !

সুভদ্রা। কিবা আশীর্ব্বাদ করিব তোমারে পুত্র !
যত্র ধর্ম্ম—তত্র জয় জানিহ' নিশ্চয় ;
গোবিন্দ মাতুল যার, পিতা ধনঞ্জয়,
জয়লক্ষ্মী বাঁধা তার পাশে।
সম্পদে বিপদে—

রাখ দৃঢ়মতি গোবিন্দের পদে ;
অবিচারে কর নিজ কর্ত্তব্যসাধন।
করি প্রাণপণ—
কর, বৎস, স্বধর্ম্মপালন,
ত্রিভুবন কীর্ত্তি তব গাবে চিরদিন।
কামনাবিহীন এ সংসারে যেই জন,
করি সমর্পণ ব্রহ্মে কর্ম্মফল,
সর্ব্বভূতহিতে কর্ম্মে হয় রত,
সার্থক জনম তার অবনীমণ্ডলে।
বীরপত্নী আমি অর্জ্জুনের দাসী—
বড় অভিলাষী বৎস—বীরমাতা হ'তে!
জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি করহ স্থাপন,
সনাতন মহাধর্ম্ম রক্ষি সযতনে।
রেখো সদা মনে,
ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য প্রধান।

অভিমন্যু। শিরোধার্য্য তব উপদেশ মাতা!
গাঁথা রবে প্রাণে—রব ভবে যতদিন।
দীনহীন আমি নরাধম—
জন্মিয়াছি দেবপিতা অর্জ্জুন-ঔরসে,
সুভদ্রাদেবীর গর্ভে—পাণ্ডবের কুলে,
ক্ষুদ্র শুক্তি জন্মে যথা রত্নাকরে।
শুন, দেবি, প্রতিজ্ঞা আমার,
ধর্ম্ম সার এ ছার জীবনে মম,
প্রাণ গেলে—ধর্ম্মপথচ্যুত নাহি হব।
অবধান করি গো জননী!

স্নভদ্রা। বৎস! ধর্ম্ম সদা রক্ষিবে তোমায়,—
রণে বনে কি ভয় তোমার? [শিরশ্চুম্বন ও প্রস্থান

অভিমন্যু। একি শান্তি—কি আনন্দ জ্ঞানের উন্মেষে,
নিমেষে টুটিল যেন মোহ অন্ধকার!
কিন্তু অকস্মাৎ—একি ভাবান্তর?
সহসা কাতর মন কিসের অভাবে?
কি জানি কি ভাবে মগ্ন করিল আমায়!
যেন বা কোথায়—প্রাণ যেতে চায়—
কারে যেন দেখিবারে হয় আকিঞ্চন?
যেন মনে হয়—
নয় হেথা আপন আলয় মম।
প্রবাসে প্রবাসীসম,
ভ্রম হয় আছি শুধু কয়দিন তরে।
অদ্ভুত মনের আচরণ,
এ রহস্য উদ্ঘাটন কেমনে করিব?
সুধাইব কারে—বাতুলের প্রশ্ন হেন?
সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে হাসিছে রজনী,
মেদিনী মোদিনী যার অমৃতসিঞ্চনে,
চাহিলে সে শশধরপানে,
দেখি যেন ম্লানজ্যোতিঃ তা'র!
অন্ধকার পৌর্ণমাসী নিশি—
কাঁদে শশী বিষাদে মলিন।
দীপ্তিহীন অনুজ্জ্বল তারকামণ্ডল—
ছল ছল নেত্রে যেন চায়,
নীরব ভাষায়—

কি যেন জানায় মোরে মরমের কথা !
যাই দেখি কোথা উত্তরা আমার !
তিলেক বিচ্ছেদে তার,—
চিত্তের বিকার হেন করি অনুমান। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির—কক্ষান্তর

ভীম ও দ্রৌপদী

ভীম। বৃথা অনুরোধ মোরে কোরো না পাঞ্চালি !
অগ্রসর বহুদূর কুরুক্ষেত্র রণে,—
কেমনে নিবৃত্ত হ'ব তায় ?
কৌরবসহায়—ভীষ্ম পিতামহ,
দুর্ব্বিষহ বল বিক্রম যাঁহার,—
প্রখর সে ক্ষত্ররবি এবে অস্তমিত।
নিমজ্জিত হতাশা-আঁধারে—
একাধারে দুর্য্যোধন আদি শত্রুগণ।
হয় মনে আমার আশার সঞ্চার,
মনোবাঞ্ছা একদিন পূরিবে নিশ্চয় !
পিতৃরাজ্য অধিকার হবে,
মিটিবে দারুণ প্রতিহিংসাতৃষ্ণা—
দুর্য্যোধন-দুঃশাসনে দণ্ডিয়া দ্বৈরথে।
দ্রৌপদী। ক্ষমা কর বৃকোদর !
কাতর অন্তর মম এ ভীষণ রণে।

দিনে দিনে জ্ঞাতিহিংসা করিয়া সাধন,
নাহি প্রয়োজন—
পিতৃরাজ্য করিয়া উদ্ধার।
আত্মপ্রসন্নতা সুখ এ ছার জীবনে;
মানসিক শান্তি বিনা—
কেমনে লভিবে তাহা বল বীরবর!
ব্রহ্মবধ—গুরুবধ—স্বজননিধন,
ছার রণে করি অগণন,
সুখশান্তিহারা মন,—
হইবে দহন তীব্র অনুতাপানলে।

ভীম। শান্তি? শান্তি কোথা হৃদয়ে আমার?
ধু ধু ধু ধু জ্বলে অহরহঃ,
দুঃসহ এ প্রতিহিংসানল,
শীতল হইবে তাহা অরাতি-শোণিতে।
জাগে চিতে দিবানিশি অপমানগাথা,
কোথা তার—কিসে বা সান্ত্বনা?
সহে না—সহে না কৃষ্ণা সে যন্ত্রণা আর!
কিন্তু এ কি তব অদ্ভুত আচার?
হেন ভাবান্তর কি হেতু তোমার—
বুঝিতে না পারি আজি!
শক্তিস্বরূপিনী দ্রুপদনন্দিনী তুমি,—
ভগ্নপ্রাণ পাণ্ডবেরে,
সমরে উৎসাহ কত দে'ছ চিরদিন,—
সে শক্তিবিহীনা এবে কেন বীরাঙ্গনা?
কি হেতু ভাবনা এত কহ লো ভাবিনী?

দ্রৌপদী। পাণ্ডবের হিতচিন্তা সতত আমার,
তাই অকল্যাণ ভেবে ভয়ে মরি।
হে বীরকেশরী!
আমি তুচ্ছ নারী—আমার কারণে—
কৌরবের সনে বাদ নাহি প্রয়োজন।
পিতামহ ভীষ্মদেবে করিয়া নিধন—
ধনঞ্জয় বিষাদে মগন—
রণ-আকিঞ্চন তাঁর নাহি আর প্রাণে।
মিলি ধর্ম্মরাজসনে—
সন্ধির প্রস্তাবে পার্থ এবে যত্নবান্;
অনুমতি অপেক্ষায় আছে মাত্র তব।
করি অনুরোধ—ক্রোধ করহ বর্জ্জন,
এ সন্ধি-স্থাপন-কার্য্যে বাধা নাহি দেহ!

ভীম। সন্ধি? মিত্রতা মিলন কৌরবের সনে?
এ জীবনে আমা হ'তে কভু না হইবে।
অন্যায় এ ঘৃণিত প্রস্তাবে,
নাহি পাবে কভু মম সমর্থন।
জ্ঞাতিশত্রু—চিরশত্রু—মহাশত্রুগণ,
বক্ষঃ রক্তপানে যাহাদের
লোলুপ রসনা মম বহুদিন হ'তে,
পদাঘাতে চূর্ণিতে যাদের শির
অস্থির এ উত্তেজিত হিয়া;
দিয়া বিসর্জ্জন,
বীরগর্ব্বদর্পমান ক্ষত্রিয়-ধরম,
সরমবিহীন কুক্কুরের মত,

পদানত হব গিয়ে সে কুরুকুলের ?
তুষানলে প্রাণ বিসর্জ্জন—
তার চেয়ে নহে তো কঠিন !
এত হীন ঘৃণ্য মোরে ভেবো না পাঞ্চালি !
এ বাহু যুগল—
এখনও ধরে বল সহস্র করীর !
বজ্র হ'তে কঠিন শরীর—
অযুত সিংহের শক্তি প্রতি লোমকূপে !
শুন মম এ কঠোর পণ,
যদবধি কুরুগণ না হবে নিধন,
রণে ক্ষান্ত কভু নাহি হব !
ভগ্ন-উরু কুরুপতি পড়িবে সমরে,
প্রাণভরে করি দুঃশাসনরক্তপান,
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ—
কৌরব-পাণ্ডবে বাদ তবে অবসান !

দ্রৌপদী — ক্ষমা কর হে বীরপুঙ্গব !
তৃতীয় পাণ্ডব, সহোদর ধনঞ্জয় তব,
পাঠাইলা মোরে,
সবিনতি জানাতে তোমারে—
ক্ষান্ত হতে কুরুক্ষেত্র ভীষণ সমরে !
ভীষ্মের পতনে—
ক্ষোভিত ব্যথিত প্রাণে বিষণ্ণ অর্জ্জুন,
ধনুঃশর ক'রেছে বর্জ্জন,
অধর্ম্ম-অর্জ্জনে সাধ নাহি আর তাঁর !

ভীম — কিবা ক্ষতি তায় কহ বরাননে ?

অর্জ্জুনবিহনে—
বৃকোদর ভীত হবে সমর-প্রাঙ্গণে ?
পার্থের সমরসাধ পূর্ণ যদি প্রাণে,
রণাঙ্গনে যেতে কে সাধে তাহায় ?
ভীম নাহি চায় কভু সাহায্য কাহার !
নাহি যার অর্জ্জুন সোদর—
এতই কাতর সে কি আপনা রক্ষিতে ?
যাও—কহ গিয়ে পার্থে সমাচার,
তার সহায়তা নাহি যাচি রণে,—
একাকী বিপক্ষগণে ভেটিব আপনি !
প্রমত্ত মাতঙ্গ একা অবাধে যেমন,
কদলীকানন করে বিদলিত,
সেই মত একা রণে মথিব অরাতি !

[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। ক্ষমা কর, দেব, অধমের অপরাধ,
নাহি সাধ আর বাড়াইতে পাপভার !
পূজ্য গুরু ধৃতরাষ্ট্র—জ্যেষ্ঠ জনকের,
পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা দুর্য্যোধন,
সন্ধিসংস্থাপন তাঁহাদের সনে,
নহে কভু হীনতাস্বীকার ,
অপমান কিসে তাহে আমা সবাকার ?

ভীম। যাও ভাই—বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন,
কর যাহা চায় নিজ মন,
সুধায়ো না—বোলো না আমারে।

যাও অনুরক্ত হও অরাতিগণের,—
অন্তরের বাসনা পুরাও!
ত্যজ মোরে—নাহি করি ভয়!
শুন ধনঞ্জয়—
দুর্ভেদ্য হিমাদ্রিবৎ অচল অটল,
প্রতিজ্ঞাপালনে ভীম জেনো চিরদিন।
যতক্ষণ রক্তস্রোত বহিবে শিরায়,
সক্ষম ধরিতে গদা বাহু যতক্ষণ—
রণে ক্ষান্ত হব না নিশ্চয়!
শতপুত্রহারা কাঁদিবে গান্ধারী,
হাহাকার কুরুকুলে—
ভীমরোলে হইবে উত্থিত;—
কুরুনারী যত,
ভাসিবে সতত নয়নের জলে,—
নির্ব্বাপিত হবে তাহে হৃদয়-অনল!
মহাপাপী নীচ দুর্য্যোধন—
পাঞ্চালীরে দেখাইয়া উরু,
কুরুসভামাঝে করিলা ইঙ্গিত;—
গদাঘাতে ভঙ্গ করি সেই উরু তার,
দ্রৌপদীর ধার শোধিব নিশ্চয়।
ভীষণ শার্দ্দূলসম প্রবেশি আহবে,
যবে দুষ্ট দুঃশাসনে করি নিপাতিত,
বিদারিত করি বক্ষ নখর আঘাতে,
পারিব করিতে তার তপ্ত রক্ত পান;—
সেই শোণিতের ধারা মাখি দুই করে,

লাঞ্ছিতা কৃষ্ণার ঐ এলোকেশরাশি,—
হাসিমুখে যবে করিব বন্ধন,
নিভিবে তখন—দারুণ হৃদয়জ্বালা।

অর্জ্জুন। পদে ধরি বীরবর—
শান্ত কর ক্রোধ মানহ প্রবোধ,
অবোধ অনুজে ক্ষমা করহে ধীমান্।
ওহে মতিমান্—
তোমার সমান বীর কে আছে ধরায় ?
কেবা নাহি জানে হে তোমায়—
একা তুমি বিমর্দ্দিতে পার শত্রুকুলে।
কিন্তু প্রভু—করহে বিচার,
অসার ঐশ্বর্য্যসুখ—ছার রাজ্যভোগ,—
জ্ঞাতিহত্যাপাপভোগ—
পরিণামে কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক !
শাণিত শায়ক—বিন্ধি ভ্রাতৃবন্ধুবুকে,
শোকে নিমজ্জিত করি কুলনারীগণে,
কোন্ প্রাণে—কি সুখাস্বাদনে,
শ্মশানে করিব লাভ রাজ্য-সিংহাসন ?
কি জানাব দেব হৃদয়বেদন,—
পিতার অধিক বীর ভীষ্মপিতামহ,
স্নেহ ভালবাসা যাঁর ভোলা নাহি যায়,
হায়—হায়—চণ্ডালের প্রায়,
শরের শয্যায় তাঁরে করিনু শায়িত !
বিহিত কি প্রায়শ্চিত্ত ভাবিয়ে না পাই।
ভাবি তাই—

ব্রহ্মহত্যা গুরুহত্যা কত বা করিব ?
ছি ছি ঘৃণা ধরে না অন্তরে,—
এরি তরে ধনুর্ব্বাণ শিক্ষা কি আমার ?
চিরদিন মহাপাপ করিতে সাধন,
জননী জঠরে মোরে করিলা ধারণ ?

ভীম। হে ফাল্গুনি !
জননীর নাহি দোষ তায় !
বীরমাতা—বীরপুত্র প্রসবে সতত,
ভীরু কাপুরুষ মেষশাবকেরে যত,
স্তন্যদানে কভু নাহি পালে বীরনারী !
ভাল শিক্ষা পাইয়াছ ভ্রাতা—
গীতামৃতকথা শুনি নারায়ণমুখে !
বড় দুঃখে দুঃখিত অন্তর তব—
ভীষ্মদ্রোণ গুরুব্রহ্মবধভয়ে !
কিন্তু—বল দেখি মোরে,
কোথা ছিল তব ভীষ্ম পিতামহ—
দ্রোণাচার্য্য পূজ্য গুরুজন,—
কৃষ্ণার কোমল কেশ ধরিয়া যখন,
দুঃশাসন নরাধম—
আকর্ষণ করিয়া সবলে—
সভাস্থলে এনেছিল সমক্ষে সবার ?
রাহুগ্রাসে হেরি পূর্ণশশী,
অধোমুখে রহিলাম বসি—
সুপ্ত ভুজঙ্গের প্রায় পঞ্চ সহোদর,—
পড়ে নাকি মনে বীরবর ?

সহায়বিহীনা—দুর্ব্বলা রমণী—
অত্যাচার-প্রপীড়িতা—
অভিষিক্তা অশ্রু-শতধারে,—
উচ্চকণ্ঠে করযোড়ে সাধিল সবারে,
"রক্ষা কর অবলা বালায়"—
কহ ধনঞ্জয়—কোথা ছিল সে সময়,
স্নেহময় পিতামহ—দ্রোণগুরু তব?
যবে জতুগৃহে করি অনলসংযোগ,
করিল উদ্যোগ নাশিতে পাণ্ডবে—
জননীসহিত—নিদ্রিতাবস্থায়,—
কোথায় ছিল হে তব ভীষ্ম দ্রোণ গুরু?

দ্রৌপদী। ক্ষান্ত হও বীরবর, ধরি শ্রীচরণ!
ধনঞ্জয় চিরদিন তব অনুগত,
ব্যথিত কোরো না তাঁরে কহি কটুবাণী।
জনমদুঃখিনী—আমি অভাগিনী,
চিরদিন জানি সহিতে সকলি প্রভু!
কভু যদি যায় প্রাণ ছার দেহ হ'তে,
এ জগতে শান্তি পাব সেই দিন।
আছিলাম দাসী বিরাট-আলয়ে,
স'য়েছিনু কীচকের পদাঘাত.
বজ্রাঘাত যেন,—
তবু প্রাণ রহিল এ দেহে!
কত সহে রমণীর—বুঝ বীরগণ!
নাহি তিলমাত্র আকিঞ্চন মনে,
সিংহাসনে বসি হব রাজরাণী।

দুর্য্যোধন—দুঃশাসন সবে,
কি করিবে আর অপমান?
কঠিন পাষাণ প্রাণ—
বেদনা বাজে না আর তায়।

ভীম। ছি—ছি—ধিক্—শত ধিক্ এ ছার জীবনে!
তপ্ত লৌহশলাকার মত,
অবিরত বিঁধে প্রাণে স্মরণে সে কথা!
বৃথা শক্তি ভুজদ্বয়ে,—
গদা ল'য়ে বৃথা ঘুরি ফিরি রণস্থলে।
এখনো অরাতিকুল জীয়ে ধরাতলে?
কুলের বনিতা—
অপমান চিহ্ন লয়ে কাঁদিছে সম্মুখে,
প্রতিশোধ এখনো হ'ল না?
চিরবিষাদিনী কাঙ্গালিনী মাতা,
মহাবল বীর্য্যবান্ পঞ্চপুত্র যাঁর—
বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত সদাই,—
হেন বীরপুত্রপ্রসবিনী পাণ্ডবজননী—
এখনো তাঁহার—নয়নের ধার নারিনু মুছাতে?
ধিক্ বীরনামে—
জনমে-করমে ধিক্—মোরা কুলাঙ্গার!

[প্রস্থান।

দ্রৌপদী। দেখ প্রভু—
উন্মত্ত ভীষণ ক্রোধে বীর বৃকোদর,—
অবসর নাহি এবে বুঝাতে তাঁহায়।
প্রতিহিংসাতরে লালায়িত চিত,

হিতাহিতজ্ঞান—স্থান কোথা পাবে তায় ?
ধায় মন অরাতিসংহারে সদা।

অর্জ্জুন। শুন ভদ্রে।
সত্য যাহা কহিলেন মধ্যম পাণ্ডব !
বৃথা জন্ম এ সংসারে মম,
গাণ্ডীবধারণ বৃথা—ব্যর্থ ভুজবল,
দুর্ব্বল-হৃদয় এত কেবা মম সম ?
ছি-ছি—এ কি ভীরুতা আমার ?
বার বার করি বিস্মরণ—
ভগবত-উপদেশ অমৃতবচন !
আত্মীয়তা মিত্রতা অরাতিসনে
রণাঙ্গনে এ হেন মমতা—
দুর্ব্বলতা-পরিচয় কাপুরুষহৃদে।
শত্রুবধে কিবা পাপ—কেন মনস্তাপ ?
মহাজ্ঞানী বৃকোদর—বীর অবতার,—
পদে ধরি তাঁর—যাচিব মার্জ্জনা !

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুষ্পোদ্যান—লতাকুঞ্জ

সখীগণ

গীত

বোসো না বোসো না কোমল কুসুমে, সাধি হে নিঠুর অলি।
শুধু দূরে থাক—শুধু চেয়ে দেখ, অঙ্গে পোড়ো না ঢলি!
নয়নে নয়নে জানাইয়ে প্রেম,
নীরবে দাও হে প্রাণ,—
তুলিয়া ললিত গুন্ গুন্ ধ্বনি,
আড়ালে গাও হে গান;
ওসে, আপনার মনে সুখে আছে,
কেন হে জ্বালাতে যাবে কাছে;—
(অতি) ভালবাসাবাসি, বড় প্রাণনাশী,
মধু লুটে যাবে পায়ে দলি॥

[প্রস্থান।

[অভিমন্যুর প্রবেশ]

অভিমন্যু। কৈ—পুষ্পোদ্যানে তো উত্তরা নাই! বোধ হয় সঙ্গিনীদের সঙ্গে পুতুলখেলায় উন্মত্তা হয়েছে! আহা—সরলা বালিকা উত্তরা আমার;—সৌন্দর্য্যকাননে লাবণ্যলতা উত্তরা আমার,—সংসাররহস্য কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না,—এখনও নিশ্চিন্তে পুতুল খেলা করে! প্রীতির স্বপ্নে সদাই বিভোরা,—নির্ম্মল অন্তরে সুখশান্তিভরা,—চারুচন্দ্রাননে বিমল জ্যোৎস্নার

হাসি,—কমলনয়নে আনন্দ-নির্ঝর,—রক্তিম বিম্বাধরে অমৃত-ধারা,—অভিমন্যুর জীবন-তোষিণী উত্তরা,—ধরাতলে বিধাতার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আদর্শ প্রতিমা!

[ফুলের সাজি ও মালা হস্তে উত্তরার প্রবেশ]

অভিমন্যু। একি? এ আবার কি নূতন সাজে প্রাণেশ্বরি?

উত্তরা। (নিরুত্তর)

অভিমন্যু। আবার অভিমান? আবার নীরব? কিন্তু এ যে আমার পক্ষে বড় ক্লেশদায়ক উত্তরা! স্বভাবে বিভাব—প্রকৃতিরাজ্যে বিপ্লব দেখে প্রাণে যে আতঙ্কের উদয় হয় প্রাণেশ্বরি!

উত্তরা। আতঙ্ক? বীরপুরুষের প্রাণে আতঙ্ক? এ যে বড় আশ্চর্য্যের কথা—বড় লজ্জার কথা। সারাদিন রণক্ষেত্রে থাক্‌তে যাঁর ভয় হয় না,—জীবহত্যারঙ্গে যাঁর আনন্দ,—পদাশ্রিতা দাসীকে দারুণ বিচ্ছেদশরে নিধন কর্‌তে যাঁর মমতা হয় না,—তাঁর প্রাণে কিসের আতঙ্ক প্রাণধন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—আজ কুরুক্ষেত্র কি অপরাধ করেছে যে, তা'কে অন্ধকার ক'রে অসময়ে উত্তরার তুচ্ছ লতাকুঞ্জে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হ'ল? কা'র সুন্দর মুখচ্ছবি বীরপুরুষের পাষাণপ্রাণে জাগরিত হয়ে যোদ্ধার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ভুলিয়ে দিলে?

অভিমন্যু। জান না কা'র? অভিমানিনি! সে কথা কি আবার আমায় মুখে প্রকাশ ক'রে ব'ল্‌তে হবে? যার সুধামাখা মুখখানি শয়নে স্বপনে ও তমসাবৃত অন্তরে নিরীক্ষণ করেও তবু অতৃপ্ত-নয়নে দিবানিশি চেয়ে থাকি,—সে যে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! তাকে কি তোমায় চিনিয়ে দিতে হবে প্রিয়তমে?

[চিবুক ধারণ]

উত্তরা। এ কি রঙ্গ বীর? রণক্ষেত্রে শত শত নরহত্যা ক'রেও হৃদয়ের সাধ পূর্ণ হয়নি,—আবার নারীহত্যা ক'র্‌বার বাসনা?

অভিমন্যু। এমন কথা তোমার সাজে না প্রাণেশ্বরি! যে নারী পলকে পলকে আঁখির ঝলকে আমার মতন দুর্ব্বল নরকে হত্যা ক'রে রঙ্গ করে, এ বিদ্রূপ তার মুখে শোভা পায় না প্রিয়তমে! কিন্তু অদ্ভুত বটে তোমার এ নরহত্যা! দিনে শতসহস্রবার হত্যা কর,—আবার শতসহস্রবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর! কিন্তু বড় সাধ উত্তরা—তোমার স্বর্গীয় প্রণয়ের অনন্তশয়নে চিরনিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে থাকি,—আর জাগরণে যেন সে সুখ-ভঙ্গ না হয় -

উত্তরা। দাও—আমায় ছেড়ে দাও!

অভিমন্যু। কেন—কোথায় যাবে?

উত্তরা। ইষ্টদেবের পূজা ক'র্‌ব মানস ক'রেছি,—আমায় বন্দী কল্লে কেন বল দেখি?

অভিমন্যু। ইষ্টদেবপূজা ক'র্‌তে যাচ্ছ? তাই কি এ ফুলের রাশি—ফুলের মালা?

উত্তরা। হ্যাঁ—তা নইলে কি আমি গলায় প'রে ব'সে থাকবো ব'লে নিজের হাতে ফুল তুলেছি, মালা গেঁথেছি?

অভিমন্যু। চল—কোথায় তোমার ইষ্টদেব দেখি!

উত্তরা। যেতে হবে না—এইখানেই আমার ইষ্টদেব বিরাজমান!

অভিমন্যু। কই?

উত্তরা। দেখ্‌বে? তবে স্থির হ'য়ে দাঁড়াও! (জানু পাতিয়া অভিমন্যুর পদতলে উপবেশন) এই যে—এই যে আমার ইষ্টদেব পাণ্ডুকুল-পূর্ণ-শশধর! এই যে তুমি পরম ইষ্টদেব আমার সম্মুখে!

প্রণমি প্রাণপতি, অবলাজনগতি, নারী-হৃদয়প্রীতি প্রিয়বর হে!

গুরু ইষ্টদেবতা, অকূলে কুলদাতা বিরহভয়ত্রাতা মনোহর হে !!
কোমল কোকনদ, যুগল রাঙ্গাপদ, অতুলন সম্পদ ধরা'পর হে !
সতীশিরোভূষণ, জীবনের জীবন, বনিতাবিনোদন সুন্দর হে !!
প্রেমপ্রণয়াধার, পূজ্য সারাৎসার, ভীষণ ভবপার-ত্রাণকর হে !
নিগুর্ণা জ্ঞানহীনা, সেবিকা দাসী দীনা, পদতলে বিলীনা
নিরন্তর হে !!
সঁপি কায়প্রাণমন, সেবি স্বামীচরণ, করি জয় শমন ভয়ঙ্কর হে !
চেতনে ধ্যানে জ্ঞানে, স্বপনে জাগরণে, মূরতি গাঁথা প্রাণে
পাপহর হে !!

অভিমন্যু। উত্তরা ! হৃদয়েশ্বরি ! বল তুমি দেবী না মানবী ! এত গুণ কি মর্ত্ত্যের মানবীতে সম্ভব ? হাস্যময়ী চঞ্চলা জীবনসঙ্গিনী আমার,—ব'ল্‌তে পারি না – কি পুণ্যফলে আমি আমার জীবনের যোড়শবৎসরব্যাপী বাল্যযজ্ঞ সমাপন ক'রে তোমাকে মহাদক্ষিণা লাভ ক'রেছি ! নীরস তরুর মত শুষ্ক কঠোর এ অসার পুরুষজীবনে,—লাবণ্যলতিকারূপে অমূল্য নারীরত্ন তুমি বিরাজ ক'রে—সত্যিই আমার জীবন জনম ধন্য ক'রেছ !

উত্তরা—

গীত

হে হৃদয়দেবতা !
জীবনে মরণে গতিমুক্তি, রমণীভাগ্যবিধাতা !
কোটিজনমপাপতাপ, নাশি ঐ পদপরশে,
ধন্য পুণ্যময় জীবন সেবি চরণ হরষে !
ভক্তিকুসুমচন্দনভারে,
সাজায়ে প্রণয়ফুলহারে,
ভাসি সুখসরে পূজি প্রাণভরে, স্বামী ইষ্টদাতা ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুরুক্ষেত্র।

গর্গ ও রোহিণী

রোহিণী। প্রভু! এই কি সেই মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র ?

গর্গ। হ্যাঁ বৎসে! এই সেই কুরুক্ষেত্র! যেখানে লক্ষ লক্ষ বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয়গণ অকাতরে জীবন উৎসর্গ ক'রে জগতে বীরত্বের ইতিহাসে অক্ষয় নাম অঙ্কিত ক'রে যাচ্ছেন,—এই সেই কুরুক্ষেত্র! যেখানে দিবারাত্র ভীষণ রক্তসিন্ধু ভীমগর্জ্জনে প্রবাহিত,—যে শোণিতসিক্ত প্রান্তরের রক্তময় প্রতিবিম্ব—সান্ধ্যরবিকিরণে গগনে প্রতিফলিত হ'য়ে—জগৎবাসীর হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে,—এই সেই কুরুক্ষেত্র! যুদ্ধকালে এই কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের কি ভয়াবহ মূর্ত্তি! অগণন প্রাণনাশী ভয়ঙ্কর অস্ত্রে গগন আচ্ছন্ন,—রাশি রাশি যমরূপী শরাসনের কালানল উদ্গীরণ,—যোদ্ধৃগণের ভীষণ জয়োল্লাস,—পরাজিতের হাহাকার, মুমূর্ষুর কাতর চীৎকার,—বীরের সিংহনাদ! এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে যেন শমনের অনন্তরাজ্যের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করে!

রোহিণী। প্রভু এ কি ভীষণ রণস্থল! নীরব শ্মশানের বিভীষিকামূর্ত্তি দর্শন করে আমার ক্ষুদ্র প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ছে! ব'ল্‌তে পারেন,—যারা যুদ্ধ করে—তাদের দেহ কি রক্তমাংসে গঠিত ? কোন্ প্রাণে—কেমন ক'রে—কি সুখে মানুষ হ'য়ে মানুষকে হত্যা করে ঠাকুর ? এ নিষ্ঠুরতা—ভীষণ পাপ তো কেবল হিংস্র পশুতেই সম্ভব!

গর্গ। অবোধ বালিকা! পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার তুমি আমি কি ক'র্‌ব? এ দুরূহ তত্বের মীমাংসা কি যার তার দ্বারা সম্ভব? এই কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের যিনি এক মাত্র নায়ক,— তিনিই যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের বিধানকর্ত্তা! ধনঞ্জয়ের সারথ্য গ্রহণ ক'রে যিনি স্থিরচিত্তে এই ক্ষত্রিয়নিধনকার্য্য সাধন ক'চ্ছেন,—আত্মপরিজনকে বিনাশ ক'র্‌তে উপদেশ দিচ্ছেন,— সেই বিশ্বপতি শ্রীহরিই যে সমস্ত পুণ্যধর্ম্মের একমাত্র আধার।

রোহিণী। ঠাকুর! আপনার কৃপায় আমার সন্দেহভঞ্জন হ'য়েছে! আমি যথার্থই বুঝ্‌তে পেরেছি যে, ভগবানের কার্য্যে সন্দিহান হ'য়ে আমি ঘোরতর মহাপাতক ক'রেছি। আমি দয়াময়ের শ্রীচরণোদ্দেশে বার বার—কোটী বার প্রণাম করে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'চ্ছি! আশীর্ব্বাদ করুন ঠাকুর—যেন ভগবান্ আমার প্রতি বিরূপ না হন!

গর্গ। কিছু ভয় নেই মা। মঙ্গলবিধান প্রভু অবশ্যই তোমার মঙ্গলসাধন ক'র্‌বেন। তুমি স্বকার্য্যসাধনে যত্নবতী হও! আমার আশীর্ব্বাদে তোমার মনোবাঞ্ছা ত্বরায় পূর্ণ হবে। ঐ অদূরে পাণ্ডবশিবির,—তোমার যা' অভিরুচি হয় কর! আমি এক্ষণে বিদায় হই!

রোহিণী। অভাগিনীর প্রণাম গ্রহণ করুন! আমি এক্ষণে পাণ্ডবশিবিরে চ'ল্লেম। অবকাশমত আপনার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌ব।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

[সোমদাস ও প্রবরের প্রবেশ]

সোমদাস। ইস্—ইস্—আর একটু পা চালিয়ে এলেই ঠাক্‌রুণের নাগালটা পেতুম্ গা! তাই তো—বড্ড চ'লে গেল! তা যাক্—আপনার

কাজে এসেছে—কাজেই যাক্; মোদ্দাৎ তো একটু খবরাখবর দিতে হয়! ঠাকৃরুণের সঙ্গে ঐ যে দাড়ীওয়ালাটী,—ঐটী বুঝি তোমার গড়্গুড় মুনি—কেমন হে?

প্রবর। কে জানে! আমি ও সব জানি না—যাও!

সোমদাস। এই আরম্ভ ক'রেছ? দু'দিন আলাপ না হ'তেই মুখ খিঁচুতে সুরু ক'ল্লে? বলি,—চ'ট্‌লে কেন বন্ধু?

প্রবর। তোমার রকম দেখে চ'ট্‌লুম! তোমার ব্যবহারটা দেখে আমার কি আর মাথার ঠিক্ আছে? সব ছেড়ে ছুড়ে যে কাজে বেরুলুম,—তা চুলোয় গেল,—কেবল মনিব-ঠাকৃরুণের জন্যে ছোঁক্ ছোঁক্ ক'রে বেড়াচ্ছ;—তোমার বিবেচনাটা তো খুব হ্যা!

সোমদাস। বিবেচনাটা কি বড় অন্যায় হ'ল না কি? হাজার হোক্—মনিব—অন্নদাতা,—তাঁকে অমনি এক কথায় ছাড়া যায় না কি? একলা বিদেশে আমার সঙ্গে এসেছেন,—তাঁর একটু খোঁজখবর নেবো না? তুমি তো বেড়ে কথা ব'ল্‌ছ দেখ্‌ছি!

প্রবর। তা ক্রমাগত যদি মনিবেরই খবর নেবে—তা হ'লে ভগবানের সন্ধান কি ক'রে হয় বল দিকি? তোমারই মনিব-ঠাকুরুণ আছেন,—বলি আমার কি কেউ নেই? আমি যে এক কথায় আমার গুরুদেবকে ছেড়ে চ'লে এলুম,—কে—আমি কবার তার নাম ক'রেছি? আমার তো আর একদিনের সম্পর্ক নয়;—আজ বিশ বৎসর তাঁর আশ্রমে রাজার মত বাস করেছি—তা জান? আমার তো একবারও তাঁর জন্যে মন আঁচড়পাঁচড় ক'চ্ছে না!

সোমদাস। সেটা পৃথিবীর লোকের গুণ দাদা! আজন্ম একজনের অন্ন খেয়ে—এক কথায় নিজের স্বার্থের জন্য তা'কে ত্যাগ ক'র্‌তে,—উপকারীর উপকার ভুল্‌তে,—পরের নুন খেয়ে সদ্য সদ্য হজম

ক'র্‌তে,—সে কেবল এই পৃথিবীর লোকেরাই পারে দাদা! আমাদের চন্দ্রলোকের প্রাণীরা এখনও ততটা সভ্য হয়নি! বুঝ্‌লে বন্ধু?

প্রবর। আবার ঠাট্টা? আচ্ছা আমি চ'ল্লুম—আর তোর মুখদর্শন ক'র্‌ব না— [প্রস্থান।

সোমরাজ। দোহাই প্রাণেশ্বরি! নাগরকে ফেলে লম্বা দিও না! আমি হাম্বা হাম্বা রবে তোমার পেছনে পেছনে ছুট্‌ব'— [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চিত্রশালা

[চিত্রলিখনে নিযুক্ত অভিমন্যু]

অভিমন্যু। সাধ্য কি আমার,
যথাযথ করিব অঙ্কিত,
শরসমাবৃত-অঙ্গে—শরের শয্যায়—
রণক্ষেত্রে ভীষ্মদেব—বীরেন্দ্রকেশরী!
বিরাট গগনস্পর্শী হিমাদ্রির মত,
সে বিশাল বীরবপু—
রিপুশস্ত্রাঘাতে হ'য়ে শোণিতে আপ্লুত,
পুষ্পিত— পূজিত যেন অসংখ্য জবায়!
স্বর্গীয় সে চিত্র—হৃদে মম আঁকা,
অযোগ্য তুলিকা তাহা কেমনে লিখিবে?
ধন্য বীর—ধন্য তব পবিত্র জীবন!
এ হেন বীরত্বগাথা,
রবে দীপ্ত জ্বলন্ত অক্ষরে;—

জগতের ইতিহাসে—প্রতিছত্রে তা'র!
দশ দিবসের যুদ্ধ করিয়া স্মরণ,
বিমুগ্ধ বিস্মিত হবে জগজন সবে!
পিতৃভক্তি—আত্মবিসর্জ্জন—
দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়জয়—প্রতিজ্ঞা ভীষণ,—
ত্রিভুবনে হইবে ঘোষিত,
অনন্তকালের কণ্ঠে প্রবাদের মত।

(চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ—
ধীরে ধীরে উত্তরার প্রবেশ ও চিত্র কাড়িয়া লওন)

একি—একি—আরে আরে চোর!
চিত্তচুরি মম করিয়াছ বহুদিন,
পুনঃ চিত্রচুরি আসিয়া গোপনে!

উত্তরা। দুরন্ত তস্কর!
এত স্পর্দ্ধা—চোর হ'য়ে চোর বল মোরে!
জীবনযৌবন—প্রাণমন,
সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আমার,
দিবানিশি অন্তরালে রহিবারে সাধ,—
দিয়ে চোর অপবাদ—সাধু হও তুমি?
কোথা তব মন?
রেখেছ কি আপনার কাছে—
ছলে ভুলাইয়ে হরিবে উত্তরা?
নানাস্থানে রেখেছ ছড়ায়ে,
অবলা সরলা হ'য়ে—কোথা পাব খুঁজে?
র'য়েছে কতক কুরুক্ষেত্রে পড়ে,
চিত্রশালে চিত্রে দেঁছ কিছু,

প্রকৃতিরাজ্যের মনোহর শোভা,
গগনের পূর্ণশশী তারাবধূগণ—
ভাগাভাগী করি নিয়েছে সকলে ;
অবশিষ্ট আছে কি এ অভাগীর তরে ?

অভিমন্যু। অবশিষ্ট আছি আমি সশরীরে,
দাস হ'য়ে পদপ্রান্তে রব প্রিয়তমে !
অধমের অপরাধ ক্ষম প্রাণেশ্বরী—
লইনু মস্তকোপরি চোর-অপবাদ।
ত্যজ বাদ বিসম্বাদ ;
পুরুষের সনে দ্বন্দ্বে রমণীর জয়,
ত্রিভুবনময় জানে সর্ব্বজন।
এবে—দেখলো কেমন—
বিশ্ববিমোহন চিত্র আঁকিয়াছি আজি !

উত্তরা। একি নাথ—একি দৃশ্য নিদারুণ !
কি সাধে নিষ্ঠুর ছবি করিলে অঙ্কিত ?

অভিমন্যু। সুলোচনা !
তুলনা কি এ ছবির আছে এ জগতে ?
দেখ—দেখ, স্থিরনেত্রে চাহি চিত্রপানে,
প্রসন্ন আননে বীর দেবব্রত—
শায়িত শায়কশয্যা'পরি !
দেখ প্রাণেশ্বরি—
চারিদিক হ'তে অগ্নিমুখী শরাসন,
কি ভীষণ বিন্ধিয়াছে বুকে,—
অকুঞ্চিত মুখে বীর স'য়েছে কেমন !
দেখ—দেখ, পৃষ্ঠভাগে নাহি অস্ত্রলেখা !

উত্তরা। ক্ষমা কর প্রাণেশ্বর !
এ কঠোর দৃশ্য আর দেখা নাহি যায় !
হায়—হায়—বীরত্বের এই পরিণাম ?
ধরাধাম কি কঠিন স্থান—
কি নিষ্ঠুর প্রাণ মানবের !
বুঝিতে না পারি—
নর হ'য়ে নরহত্যা করে বা কেমনে ?

অভিমন্যু। সত্য কথা হৃদয়-ঈশ্বরি !
বীরধর্ম্ম ধরাতলে অতীব কঠোর !
বীরবক্ষ পাষাণে নির্ম্মিত,
বিগলিত নাহি হয় মমতায় !
নিষ্ঠুর হত্যায় পায় উত্তেজনা ;
রণক্ষেত্রে শোণিতদর্শনে—
শতগুণে উৎসাহিত বীরের অন্তর !

উত্তরা। জান যদি নাথ—নিষ্ঠুর এ বীরধর্ম্ম,
হেন কর্ম্ম কেন কর তবে ?
কেন বর্ম্মচর্ম্মসাজে ফের দিবানিশি ?
কেন প্রাণনাশী অসি লয়ে করে—
রণক্ষেত্রে যাও ছুটে নরহত্যা তরে ?

অভিমন্যু। জান না কি প্রাণেশ্বরি—ক্ষত্রধর্ম্ম কিবা ?
নিশিদিবা যুদ্ধচিন্তা—যুদ্ধের জল্পনা,—
জান না কি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য প্রধান ?
বীরহস্তে তরবারি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোভা,
অসিত্যাগে ধর্ম্মভ্রষ্ট হব প্রিয়তমে !

উত্তরা। বল প্রাণেশ্বর—জানিতে বাসনা,

বিনা হত্যা—বিনা রক্তপাতে,
রণক্ষেত্রে যুদ্ধ নাহি হয় ?

অভিমন্যু। অজ্ঞান বালিকা!
জান কি লো "যুদ্ধ" কা'রে কয় ?

উত্তরা। প্রাণেশ্বর !
ক্ষত্রিয়কুমারী আমি বিরাটনন্দিনী,
বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর পার্থপুত্রবধূ,—
অভিমন্যুপ্রণয়িনী,—
আমি নাহি জানি "যুদ্ধ" কা'রে কয় ?
অবাধে মানব-হত্যা উন্মুক্তপ্রান্তরে,
শূন্যক্রোড়—বংশহীন—
হয় যাহে স্নেহাধার জনকজননী,
পতিব্রতা সতী অভাগিনী,
স্বামীহারা হয় যে কারণে,
হত্যাকারী বীরগণে "যুদ্ধ" বলে তারে।
যাই—কহি সুভদ্রামাতারে,
বুঝায়ে তোমারে—
ভুলাইবে কুরুক্ষেত্রকথা !
নিষ্ঠুর এ নরহত্যা পাপকার্য্য আর—
তুমি না করিতে পাবে !

অভিমন্যু। উত্তরে—উত্তরে···

উত্তরা। নরহত্যাসাধ প্রাণে যার,
তার বাক্যে না দিই উত্তর !

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। কি প্রেমবন্ধনে—
বাঁধা এ কঠিন প্রাণ উত্তরার পাশে !
মনে পড়ে যবে—
অই মুখভরা হাসি—প্রেমভরা আঁখি,
থাকি যেন বিভোর হইয়ে—
আপনা হারায়ে ;
ভুলে যাই ক্ষাত্রধর্ম্ম—কর্ত্তব্যপালন !
অদ্ভুত এ মনের গঠন !

[রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী। একি বীরবর !
একি ব্যাকুলতাপূর্ণ বীরের অন্তর ?
কেন প্রাণ কাঁপে থর থর—
স্ফুলিঙ্গ-নিঃশ্বাসী—হোমাগ্নি-শিখার মত ?
এত মত্ত হ'য়েছ কি প্রেমে ?
ছি ছি—হেন দুর্ব্বলতা—
দেখি নাই কোথা ক্ষত্রিয়কুমারে !

অভিমন্যু। কে তুমি সুন্দরী ?
ত্রিদিবলাবণ্যময়ী বিশ্ববিমোহিনী—
দুর্লভ এ রূপরাশি ল'য়ে,
কোথা হ'তে এসেছ এখানে ?

রোহিণী। হে কুমার !
কিবা দিব পরিচয়—কি আছে আমার ?
নাহি পিতামাতা—আত্মীয়-স্বজন,
নাহি মম গৃহবাস,—নাহি জানি কোথা জন্মভূমি !

জনমদুঃখিনী আমি,
ভিখারিণী—কাঙ্গালিনী জানে সর্ব্বজন !

অভিমন্যু। কহ সুবদনি—
কি কারণে আসিয়াছ পাণ্ডবশিবিরে ?

রোহিণী। আশ্রয়লাভের তরে এসেছি হেথায় !
বীরমণি !
কি কহিব দুঃখের কাহিনী,—
আশ্রয় লভিতে—সমগ্র ভারতে,
ফিরিয়াছি যত রাজদ্বারে ;
কুরুযুদ্ধে মহাব্যস্ত সবে—
দুঃখিনীরে কেহ হায় দয়া না করিল।
বড় আশা ক'রে—গিয়াছিনু কৌরবশিবিরে,
দর্পী দুর্য্যোধন—কহি কত কুবচন,
দূর করি দিল গো আমায় !
শেষ আশা—ভরসা পাণ্ডব ;
করুণায় হেথা হইলে বঞ্চিত,
সুনিশ্চিত আত্মহত্যা বিধান আমার !

অভিমন্যু। ত্যজ বিধুমুখি—অলীক ভাবনা !
জান না ললনা পাণ্ডবের উদারতা ?
পরম শত্রুতা যার সনে,
পাণ্ডব-সদনে যদি যাচে লো আশ্রয়,
বঞ্চিত না হয় কভু সেইজন।
করি প্রাণপণ—সর্ব্বস্ব অর্পণ,
বিপন্নে আশ্রয়দান—আশ্রিতে রক্ষণ
পাণ্ডুসুতগণ করে চিরদিন।

চল সুলোচনে—ল'য়ে যাই অন্তঃপুরে !
তনয়ার অধিক আদরে—
রবে তুমি মম সুভদ্রামাতার কাছে ।
জীবন-সঙ্গিনী উত্তরা আমার—
ভগ্নীসমা হবে তুমি তার !

রোহিণী । পাণ্ডব-গৌরব-কথা ভুবনবিখ্যাত—
হে কুমার ! অবিদিত নহে এ দাসীর ।
জানি হেথা পাইব আশ্রয়,
নাহি কোন ভয়,—
দয়ার্দ্রহৃদয় যত পাণ্ডুপুত্রগণ !
কারুণ্যরূপিণী—সুভদ্রাজননি তব,—
জানি হে সে সব কথা !
কিন্তু, বড় ব্যথা পেয়েছি হে আসিয়া হেথায় !

অভিমন্যু । কহ বরাননে—
কেন প্রাণে পেয়েছ বেদনা ?
কেহ কি ক'রেছে অপমান ?
বল তার প্রতিকার হইবে নিশ্চয় !

রোহিণী । ধৈর্য্য ধর বীরবর—
কাতর অন্তর মম নহে অপমানে !
আশ্রয়প্রার্থিনী হ'য়ে—
গিয়েছিনু যত নৃপতিসদনে ;
দেখিলাম এ ভারতে ক্ষত্রবীরগণে,
জনে জনে মত্ত সবে যুদ্ধের উদ্যোগে !
আহারবিহারনিদ্রা করিয়া বর্জ্জন,
যত্নবান্ শুধু যুদ্ধ-আয়োজনে

কিন্তু, আসি হেথা পাণ্ডব-আবাসে,
হেরি লাজে মরি—আসন্ন সমরে—
ধনঞ্জয়পুত্র মগ্ন প্রেমের সাগরে !

অভিমন্যু। অদ্ভুত রমণী তুমি !
হেরি জ্ঞানময়ী—বিদুষী তোমারে বালা ;
নাহি ছলাকলা বচনে তোমার,—
অসার নহে তো তব শ্লেষপূর্ণ বাণী !
সত্য সুহাসিনি ! নাহি জানি কেন—
অকস্মাৎ হেন প্রণয়ের দুর্ব্বলতা,
এল কোথা হ'তে অন্তরে আমার !
নহ তুমি পরিচিতা মম,
তবু যেন ভ্রম হয় দেখেছি তোমায় !
কণ্ঠস্বর তব যেন কত শোনা,—
যেন—জানাশুনা ছিল কত—কত আগে ;
কি জানি কি স্মৃতি জাগিছে হৃদয়ে,
হেরিয়ে তোমারে বিমোহিনি !

রোহিণী। আশ্চর্য্য কি আছে এ ধরায় ?
তোমায় আমায়—
হয় তো বা কোন দিন ছিল পরিচয় !
সময়ের গুণে,
ভুলে গেছি দোঁহে দোঁহাকারে।

অভিমন্যু। কিবা নাম তব ?

রোহিণী। এ ধরায় কে আছে আমার—
নাম রেখে—নাম ধ'রে ডাকিবার তরে ?
"ভিখারিণী"—এই নামে পরিচিতা দাসী !

অভিমন্যু। নহ ভিখারিণী—
রূপে গুণে তুমি রাজরাণী!
এস যাই অন্তঃপুরে!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কৌরব-মন্ত্রণাগার

দুর্য্যোধন, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, ও কৃপাচার্য্য

জয়দ্রথ। মহারাজ!
ব্যথিত এ চিত মম তব আচরণে!
বুঝিতে না পারি কিসের কারণে—
বিষণ্ণ বদনে রহ দিবানিশি।
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা সমরপ্রাঙ্গণ,
ভাগ্যবান্—রণে মৃত্যু যার।
প্রাণ দিতে—প্রাণ নিতে,
রণক্ষেত্রে ধায় বীরগণ;
কবে কার হইবে পতন—
কে করে নির্ণয়?
জয়-আশা পরিহার্য্য নহে হে রাজন্!
যতক্ষণ শেষ প্রাণী রহিবে জীবিত।

দুর্য্যোধন। বুঝেও বোঝে না মন শুন সিন্ধুরাজ!
শক্তিহারা ভাবি মোরে এতকাল পরে,
সমরে হারায়ে ভীষ্মদেবে!

কে হবে সহায়,—আশ্রয় লব বা কার ?
হিমাচল-অন্তরালে আছিনু নির্ভয়ে,
এবে দেখি চেয়ে,
মিলাইয়ে গেছে কোথা সে অটল মেরু ;
বিস্তারিত বিপদ-বারিধি,
গর্জ্জিছে ভীষণ রোলে গ্রাসিতে আমায় !

অশ্বত্থামা। ক্ষান্ত হও কুরুনাথ—
বজ্রাঘাত সম বাজে তব শোকগাথা ;
অযথা ভীষ্মের হেন গৌরব-বর্দ্ধন।
মতিমান্ ! কি হেতু এ অসম্মান—
ক্ষত্রিয়প্রধান বীরবৃন্দে যত।
কেবা নহে অবগত—
যদিও কৌরবপক্ষে ছিলা দেবব্রত,—
কিন্তু হায়—পাণ্ডবের মত—
স্নেহপাত্র কেহ নাহি ছিল তাঁর ভবে।
তা যদি না হবে,—
বল তবে ইচ্ছামৃত্যু যাঁর এ ধরায়,
শরের শয্যায় তিনি কি হেতু শায়িত ?
ক্ষত্রকুলনাশী রামজয়ী যিনি,—
কি সাধ্য পার্থের তাঁরে নাশিতে সমরে ?

জয়দ্রথ। করি প্রাণপাত,
তব কার্য্য করি নরনাথ,
সুযশ—সুনাম তবু নাহি তব পাশে।
তবে কোন্ আশে—কার মুখ চেয়ে,
যাব ধেয়ে প্রাণ দিতে কুরুক্ষেত্ররণে ?

কেবা দিবে উৎসাহ এ প্রাণে ?
উত্তেজনা কিসে বা বল না
লভিব এ বিক্ষুব্ধ অন্তরে ?
ভীষ্ম বিনা বীরশূন্য কুরুকুল,—
ভীরু অপদার্থ আমরা সকলে,—
কেমনে বা বুঝিলে রাজন্ ?

দুর্য্যোধন। ত্যজ রোষ—ক্ষমা কর মোরে বীরগণ !
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য আমি,—
উঠে দিবাযামী প্রাণে অমঙ্গলকথা,
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত মুখে।
নিবিড় নিরাশা-মেঘে হৃদয়গগন,
সমাচ্ছন্ন হেরি অনুক্ষণ,—
কি কারণ—না পারি বুঝিতে !
বিলুপ্ত এ চিতে—
একাগ্রতা উদ্যম উৎসাহ।
দেহ আশা ভরসা আমায়,
বন্ধু বলি জানি হে সবায়,
করহ উপায় যাহে মানরক্ষা হয়।
হে আচার্য্য ! ধৈর্য্যহারা দেখি দুর্য্যোধনে,
মন্ত্রণা-প্রদানে আজি বিরত কি হেতু ?

কৃপাচার্য্য। নরনাথ !
আজীবন তব অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
তোমারি অধীন,
চিরদিন তব পাশে বিক্রীত জীবন।
কিন্তু—জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক আমার,

কভু দাস নহেকো কাহার।
আদেশে তোমার,
শতবার পশিব সমরে,—
অকাতরে রণক্ষেত্রে ত্যজিব পরাণ।
কিন্তু শুন মতিমান্!
চাহ যদি সুযুক্তি মন্ত্রণা
কহিব না চাটুকার-বাণী ;
করিব না বৃথা আস্ফালন—
বিশ্বজয়ী মহাবীর ভাবি আপনারে!
বারে বারে বলেছি তোমারে,
পাণ্ডবের সনে করিতে মিত্রতা,
সেই হিতকথা— কব চিরকাল!
হে ভূপাল! বাচালতা ক্ষম ব্রাহ্মণের।
আচার্য্যপ্রবর!
বুঝিতে না পারি অতঃপর,
কি কারণে কহ হেন হতাশ-বচন ?
হে সুধীর!
কেমনে জানিলে স্থির,
অজেয় পাণ্ডবশক্তি ধরণীমণ্ডলে ?
মহাবলে বলীয়ান্ রাজা দুর্য্যোধন,
অতুল সম্পদ—অদ্বিতীয় সৈন্যবল—
অধিকারে যাঁর,—
বল তাঁর কিসের ভাবনা ?
জানি না কি হেতু তুমি ভীত হে ব্রাহ্মণ!

কৃপাচার্য্য সিন্ধুপতি!

এত ভ্রান্ত-মতি তুমি কিসের কারণ ?
পাণ্ডব-শকতি কি হে অবিদিত তব ?
বিশ্বজয়ী যে শক্তিপ্রভাবে—
শক্তিমান্ সে পঞ্চ-পাণ্ডব,
মূল ভিত্তি তার—ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠির।
জেনো স্থির,
ভীম তার বাহুবল—তেজ ধনঞ্জয়,—
জ্ঞানময় প্রাণ তার আপনি শ্রীহরি !
বুঝ হে বিচারি—
যথা কৃষ্ণ—তথা ধর্ম্ম—জয় সেই স্থানে।
বল হে কেমনে—
পাণ্ডবের সনে রণে করি জয়-আশা ?

অশ্বত্থামা। হে মাতুল !
বাতুলের সম তব প্রলাপ-বচন,
শুনিবারে নাহি আকিঞ্চন।
জানি আমি বহুদিন হ'তে,
দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ-চিতে—
আধিপত্য সতত শঙ্কার !
নহে কেন হেন কথা উচ্চারিত মুখে ?
বিদ্যমান দ্রোণাচার্য্য পিতৃদেব মম—
যাঁর সম ধনুর্ব্বেদ নাহি ত্রিভুবনে ;
আছে কর্ণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ বীর,
শল্য, ভগদত্ত আদি রথীন্দ্র সুজন,
দিক্‌পাল সবে জনে জনে,—
ভীষ্মের বিহনে তারা নহে তো কাতর !

কুরুপক্ষে দেবব্রতে শ্রেষ্ঠ কেবা কহে ?
সম্বন্ধকারণে—
মানিতাম গুরু বলি তাঁয় ;
জ্ঞানে বিজ্ঞ— প্রবীণ বয়সে,
সম্মান প্রদান-আশে—
সেনাপতিপদে তাঁরে করিলা বরণ,—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর তিনি নন সে কারণ !
কৌশলে বিনাশি হেন বৃদ্ধ পিতামহে,
নহে ধনঞ্জয়—বীরনামযোগ্য কভু !
বুঝিতে না পারি কেন বা সকলে,
পার্থে বলে অদ্বিতীয় বীর !

কৃপাচার্য্য। বৎস !
দ্রোণপুত্র তুমি—পিতৃবলে বলী,—
মদগর্ব্বে গর্ব্বিত অন্তর,
নিরন্তর উদ্ধত যৌবন-তেজে,
তেঁই— যোগ্যজনে না দেহ সম্মান !
ঈর্ষানলে জ্বলে সদা প্রাণ—
হীনজ্ঞান কর তাই পাণ্ডুসুতগণে।
মনে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ জান ধনঞ্জয়ে,
তবু—সারহীন বাক্যরাশি ক'য়ে,
গাত্রদাহ কর নিবারণ !
বিস্মরণ কেমনে করিলে বৎস—
অর্জ্জুনের বীরত্বকাহিনী যত ?
ভাব একবার দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর,
সুভদ্রাহরণ—খাণ্ডবদাহন—

মনে মনে করহ স্মরণ !
পাশুপত অস্ত্রলাভ তুষিয়া মহেশে,—
অনায়াসে নাশিল যে নিবাতকবচে,—
নহে সে সামান্য বীর।
রাজসূয়যজ্ঞে দিগ্বিজয়,
কে করিল সম্পাদন—পড়ে কি হে মনে ?
দুর্যোধন চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের হাতে—
উদ্ধারিল বল কোন্ জন ?
বিনা বিন্দুরক্তপাতে—কৌরবকবল হ'তে—
অজ্ঞাতে বসতিকালে,
বিরাটের গোধন-উদ্ধার,—
কার্য্য কার জান না কি বীর ?

অশ্বত্থামা। ছি ছি ছি মাতুল—
বড় ভুল বুঝেছিনু এতদিন ;
কৌরবের হিতকারী তুমি,
হেন জ্ঞান ছিল সবাকার ;
এবে দেখি—পাণ্ডবে আসক্ত তব প্রাণ।

দুর্য্যোধন। ক্ষান্ত হও আচার্য্যকুমার !
বিতণ্ডার নাহি প্রয়োজন।
যূথপতিহীন করিদলসম,
মম সৈন্যগণ সবে বিশৃঙ্খল ;
বিদীর্ণ গগন—অরাতি হুঙ্কারে !
সেনাপতি বরিব কাহারে—
ত্বরা করি করহে নির্ণয়।

জয়দ্রথ। মহারাজ !

হের উপস্থিত কর্ণ মহারথী !

(কর্ণের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। এস সখে—
তোমা বিনা মীমাংসা না হয় কিছু।
বিলম্বে কি প্রয়োজন আর ?
লহ সৈন্যভার,
কুরুক্ষেত্রে কৌরবের রাখতে গৌরব !

কর্ণ। ত্যজ চিন্তা কৌরব-ঈশ্বর !
নাহি ডর—কার্য্য তব করিব সাধন,
যতক্ষণ দেহে প্রাণ মম।
কিন্তু– নিবেদন শুন হে রাজন্,
ক'র না বরণ মোরে সেনাপতিপদে !
সমর-কুশল-বীরেন্দ্র সকল,
বিদ্যমান তোমার সহায়,—
প্রাণ নাহি চায়—উপেক্ষিয়া সে সবায়,
লইতে নেতৃত্ব-ভার সমরপ্রাঙ্গণে।
যোগ্যজনে যোগ্যপদে স্থাপ' নরনাথ !

দুর্য্যোধন। জীবন-সুহৃদ !
সর্ব্বগুণে বিভূষিত তুমি,
উচ্চপ্রাণ তোমা সম কে আছে ধরায় ?
বীরত্ব মহত্ত্ব—
একাধারে কে দেখেছে এত ?
তোমাতেই সম্ভব কেবল !
কিন্তু বল সখা—
তোমা বিনা সেনাপতি বরিব কাহারে

মানি আমি,
বীরেন্দ্রমণ্ডলী যত সপক্ষে আমার,—
অযোগ্য নহেকো কেহ নিতে সৈন্যভার ;
কিন্তু বাসনা সবার—
অভিষিক্ত করিতে তোমায় উচ্চপদে।

কর্ণ। কৌরব-প্রধান !
বুঝিয়াছে দাস—অন্তরের কথা তব !
করিয়াছ অনুমান,
উচ্চপদ—না পেলে সম্মান,
প্রাণ দিয়া তব কার্য্য কর্ণ না করিবে।
এত ভ্রান্ত কেন মহারাজ ?
কেন আজ ভাবান্তর করি দরশন ?
হে রাজন্ ! কর্ত্তব্য-পালন—
এ জীবনে মানবের সারধর্ম্ম জানি।
প্রতিষ্ঠা,—সম্মান,—উচ্চপদ,—নাম,
অবিরাম কামনা যাহার,
সর্ব্বকার্য্যে স্বার্থসিদ্ধি চাহে যেই জন,—
তার সম হীন—নাহি ধরামাঝে।
রণক্ষেত্রে একজন মাত্র সেনাপতি,
লক্ষ লক্ষ বীর—অধীনে তাঁহার ;
নিজ নিজ পদ—সম্মান-ওজনে,
রণাঙ্গনে বীরগণে কার্য্য যদি করে,
সে সমরে সম্ভব কি জয় ?
নগণ্য সামান্য—অতি ক্ষুদ্র যে সৈনিক,
সেনাপতি সম রণে দায়িত্ব তাহার।

ব্যতিক্রম তার—করে যে পামর,
বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতী জানিও তাহারে!

দুর্য্যোধন। কহ বীর—কহ তবে,
এ আহবে বরিব কাহারে—
একান্তই অসম্মত তুমি হে যদ্যপি?

কর্ণ। কুরুপতি! যুক্তি এই মম—
গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য-বীরে,
অচিরে এ গুরুকার্য্যভার—করহ অর্পণ।
তাঁর সম যোগ্যজন বল কেবা আছে?

কৃপাচার্য্য। ধন্য অঙ্গরাজ!
মুগ্ধ আজ মোরা তব আচরণে।
মহৎ যে জন,—
মহতের রাখে সে মর্য্যাদা!
সদা নম্র ধার—উদারপ্রকৃতি,
রীতিনীতি তার অমর-সমান।
মহারাজ!
কালব্যাজে নাহি কাজ আর,
দ্রোণাচার্য্যে বর' ত্বরা সেনাপতিপদে,—
এ বিপদে কূল পাইবে নিশ্চয়!
যাও অশ্বত্থামা—
জনকেরে তব দেহ সমাচার।

দুর্য্যোধন। বড় ভাগ্য—গুরুদেব আসেন আপনি,
শুভ গণি এ প্রস্তাব তব অঙ্গপতি!

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

প্রণমি চরণে দেব!

অতি শুভক্ষণে আগমন প্রভু তব।
সর্ব্ববাদীসম্মত প্রস্তাবে—
এ আহবে সেনাপতি বরিনু তোমারে!
পুত্রাধিক প্রিয় মোরা চিরদিন,
তব স্নেহ-ঋণ,—এ জীবনে শোধিতে নারিব!

দ্রোণাচার্য্য। বৎস! করি আশীর্ব্বাদ,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ তব।
অভিলাষ যদ্যপি সবার,
সৈন্যচালনের ভার কুরুক্ষেত্ররণে,
হরষিত মনে আমি করিনু গ্রহণ—
শিষ্য তুমি—পুত্রাধিক প্রিয় মম,
তব কার্য্যে কভু না করিব হেলা!

দুর্য্যোধন। কৃপা করি যদি গুরো— হ'য়েছ সদয়,
এক ভিক্ষা আছে তব পাশে,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে—
জীবন্ত বন্ধন করি আনি দেহ মোরে;
অন্তরের এই মাত্র বাসনা পূরাও!
তুমি শক্তিমান্,—রথীন্দ্র-প্রধান,—
হেন কার্য্য অসম্ভব নহে তো তোমার!

দ্রোণাচার্য্য। শুন সুযোধন!
না কহিব অসত্য বচন,—
তব কার্য্যে এ জীবন ক'রেছি অর্পণ।
পুরাইতে তব মনোআশ,
প্রাণনাশ হয় যদি মম,
তিলমাত্র ক্ষতি নাহি তায়।

কিন্তু কি কব তোমায়—
ধনঞ্জয় যদি রয় রণস্থলে,
ছলে বলে অথবা কৌশলে—
কার সাধ্য যুধিষ্ঠিরে বন্দী করে রণে ?
হেন বীর কেবা ত্রিভুবনে,
অর্জ্জুনে বিমুখি রণে—
ধর্ম্মরাজ-অঙ্গ স্পর্শ করে ?

কর্ণ। হে আচার্য্য !
রাজকার্য্য করিতে সাধন—
সুনিশ্চয় উদ্ভাবন করিব উপায় !
দুর্জ্জয় ভীষণ—সংসপ্তকগণ—
প্রবৃত্ত হইলে রণে,—
অর্জ্জুন বিহনে কেবা রোধিবে তাদের ?
স্থানান্তরে গেলে ধনঞ্জয়,
ক্ষীণশক্তি হইবে পাণ্ডব,
বন্দী হবে যুধিষ্ঠির তব ইচ্ছামত।

দুর্য্যোধন। ভাল যুক্তি দেছ অঙ্গেশ্বর।
চলহ সত্বর ত্রিগর্ত্ত-অধীপ-পাশে !
সংসপ্তকগণে রণে করিতে নিয়োগ।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির

ভীম ও অভিমন্যু

ভীম। শুন বৎস ! ঠেকিয়াছি আজি মহাদায়ে;
নাহি জানি—কি উপায়ে হায়—
পাণ্ডবের যশোমান রক্ষিব আহবে !
বীরচূড়ামণি তব পিতা ধনঞ্জয়,
এ সময় নিয়োজিত সংসপ্তক-রণে !
সে বিহনে এ সঙ্কটে না দেখি নিস্তার।

অভিমন্যু। কহ আর্য্য !
কি কারণে হেন কাতরতা ?
কোথা কেবা বল হেন বীর—
অস্থির যাহার ভয়ে মধ্যম পাণ্ডব ?
ব্যাঘ্র হেরি বন্য পশু কাঁপে নিরন্তর,
কেশরীর কিবা ডর তায় ?
প্রবল বাত্যায়—
বনরাজী বৃক্ষচয় হয় উৎপাটিত !
কিন্তু কহ তাত—
সহস্র অশনিপাতে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে,
প্রকৃতি ভীষণ মূর্ত্তি করিলে ধারণ,
মত্ত প্রভঞ্জন—
অটল সুমেরু গিরি পারে কি টলাতে ?

ভীম। বৎস !
জানি আমি বহুদিন—

পাণ্ডুবংশে তুমি অমূল্য রতন !
বীরযোগ্য বচনে তোমার —
পূর্ণ হৃদাগার মম মহান্ হরষে।
শুন বৎস—যে কারণে চিন্তাযুক্ত আমি।
আজি রণে দুষ্ট দুর্য্যোধন—
দ্রোণাচার্য্যে ক'রেছে বরণ,
কৌরববাহিনীপতিপদে।
বীরমদে মত্ত সে ব্রাহ্মণ,
অপরূপ চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ,
ক'রেছে ভীষণ পণ বিনাশিবে রণে—
পাণ্ডব-পক্ষের মহারথী কোনজনে।
নহি আমি অবগত—
সমর-নীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব কিছু।
যুদ্ধের নিয়ম মম—
স্বতন্ত্র সবার হতে।
গদাহাতে রণক্ষেত্রে পশি—
নাশি অরিকুল সীমা হ'তে সীমান্তরে।
অবিরাম ভীষণ প্রহারে—
একাধারে চূর্ণ করি—সম্মুখে যা' হেরি—
রথ—অশ্ব—গজ—পদাতিক !
যুদ্ধসজ্জা,—সৈন্যসমাবেশ—
রণক্ষেত্রে ব্যূহ-ভেদ—ব্যূহের নির্ম্মাণ,
নাহি জ্ঞান মম—কি কৌশলে হয়।
তেঁই ভয়—দ্রোণের এ ব্যূহরচনায়।
বিনা ধনঞ্জয়—কেহ নাহি হায়—

ভেদিতে সে চক্রব্যূহ দ্রোণবিরচিত।
অস্থির এ চিত—
আজি রণে পরাজিত হইব নিশ্চয়।

অভিমন্যু। চিন্তা দূর কর দেব—
আমি জানি চক্রব্যূহভেদের কৌশল।
কিন্তু দুর্ভাগ্য অপার কি কহিব তাত,—
আগম ব্যতীত,
নহি জ্ঞাত নির্গমসন্ধান তার।

ভীম। অদ্ভুত রহস্য বৎস বুঝিতে না পারি।
শিখিয়াছ শুধু প্রবেশ-সন্ধান,
নিষ্ক্রমণ-উপায় না জান?
হেন অসম্পূর্ণ বিদ্যা কে দিল তোমায়?
শিক্ষাগুরু কহ কেবা তব?

অভিমন্যু। আর্য্য!
অত্যাশ্চর্য্য এ ঘটনা—
বিবরণ রহস্যে পূরিত।
আছিনু শায়িত যবে মাতৃগর্ভে আমি,
নিশিযোগে একদিন মাতা—
সমর-কৌশল-কথা—সুধান জনকে।
সুবিস্তারে বুঝালেন কতমতে পিতা,
যুদ্ধ-জয়-প্রণালী চাতুরী।
শেষে চক্রব্যূহ কথা হ'লে উত্থাপিত—
শুনি মাত্র ভেদতত্ত্ব নিগূঢ় জটিল,—
নিদ্রিতা হ'লেন দেবী;
আগম উপায় শুধু করিয়া বর্ণন,

নিরখিলা পিতৃদেব মম ;
নির্গম-উপায় তাই হ'ল না শ্রবণ।

ভীম। ধন্য নারায়ণ—
হ'ল মানরক্ষার উপায় !
বৎস ! ত্রিলোক-বিজয়ী তুমি পার্থের নন্দন,—
রক্ষা কর বংশের গৌরব,—
কলঙ্ক ভঞ্জন কর পাণ্ডবের।
জান যদি আগম-উপায়,—
তোমারে সহায় করি আজিকার রণে,
যুঝিব কৌরবসনে প্রাণপণে সবে।
ছলে বা কৌশলে ভেদ করি ব্যূহ,—
প্রবেশহ তার মাঝে বীরগর্ব্বভরে ;
যাব আমি তোমার পশ্চাতে,—
রব সাথে সাথে রক্ষিতে তোমায়।
গদাঘাতে ব্যূহভঙ্গ করি একাকার,
কৌরব-রথীন্দ্রে যত বিনাশি সদলে,—
কুতূহলে নিষ্ক্রমণ করাব তোমারে।
করি অনুরোধ,— রাখ এই দারুণ সঙ্কটে।

অভিমন্যু। পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত !
কি কারণে এত অনুরোধ মোরে ?
যখনি যা আদেশিবে দাসে,
উল্লাসে তখনি তাহা করিব সাধন,—
জেনো তাহে প্রাণ মম পণ !
ক্ষত্রিয়তনয়—যুদ্ধে কেবা করে ভয়—
কে হয় কাতর রণে ত্যজিতে জীবন ?

সাজি বীরসাজে—লয়ে তব আশীর্ব্বাদ
রণসাধ মিটাইব মম।
হেরি ব্যূহভেদ আশ্চর্য্য কৌশলে—
রণস্থলে চমকিবে সবে।
ব্যর্থ হবে দ্রোণাচার্য্য-সমর-চাতুরী।
দেখাইব জগতে প্রমাণ,
শক্তিমান্ ফাল্গুনীর যোগ্যপুত্র আমি।

ভীম। চিরজীবী হও বৎস—দেবতা-আশীষে,
ধর্ম্ম-রাজ পাশে গিয়ে কহি সমাচার। [প্রস্থান।

অভিমন্যু। মনস্কাম পূর্ণ এতদিনে—
ক্ষত্রিয়-জীবনে এ হ'তে সৌভাগ্য কিবা?
হব সপ্ত-অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক।
রক্ষি বাহুবলে পাণ্ডবগৌরব,
জগতে দুর্ল্লভ—বীরযশের সৌরভে—
আমোদিত করিব এ বিশাল ভারত।
কুরুক্ষেত্র আকেন্দ্র-পরিধি,
প্রলয়ের ভূকম্পনে করিব কম্পিত।
কৌরবের পাপরঙ্গভূমি,—
ধৌত হবে কুরুক্ষেত্র-শোণিত-প্রবাহে।

[রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী। কুমার!

অভিমন্যু। একি ভিখারিণি? তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাকে তো অন্তঃপুরে দেখ্‌তে পাইনি!

রোহিণী। আমি ভিখারিণী,—অন্তঃপুরে রাজমহিষী—রাজপুত্রবধূদের সঙ্গে বসবাসের তো যোগ্য নই। আমি নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেম।

অভিমন্যু। কেন সুন্দরি! তোমার কি এখানে আদর যত্ন হ'চ্ছে না? উত্তরা তো তোমায় আপন সহোদরার মতন ভালবাসে—

রোহিণী। সে আমায় ভালবাসে,—কিন্তু তাতে তো কোনও ফল নেই যুবরাজ! আমি তো তাকে সে ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারব না!

অভিমন্যু। কেন?

রোহিণী। কেন? সে কথার উত্তর তোমায় কি দোবো? তুমি আমার প্রাণের কথা কি বুঝবে? যদি বুঝতে পারতে, যদি বোঝবার হোতো,—তা হলে কখনো এমন প্রশ্ন ক'রতে না।

অভিমন্যু। তুমি কি বলছ ভিখারিণি! আমি তোমার এ অসংলগ্ন কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পারছি না। বল—আমায় সত্য ক'রে খুলে বল,—তুমি কি কাকেও ভালবাস?

রোহিণী। ভালবাসতুম—এখন আর বাসি না! বাসবার উপায় নেই, তাই ভালবাসি না। যে হৃদয়চাঁদকে ভালবেসেছিলুম—আমার হৃদয়গগন শূন্য ক'রে সে চাঁদ এখন রাহুগ্রাসে। জানি না, কবে সে রাহুমুক্ত হবে—আবার কবে সে চাঁদকে বুকে ধ'রতে পাব! এখন কেবল শূন্য আকাশের ঐ চাঁদের পানে চেয়ে থাকি! ঐ চাঁদকে ভালবাসি, ঐ চাঁদকে আড়াল থেকে দেখি—আর সকল দুঃখ ভুলি।

অভিমন্যু। বুঝেছি অভাগিনি—কোন নির্দ্দয় নিষ্ঠুরকে প্রাণ সমর্পণ ক'রে প্রতারিত হয়েছ;—তারই জন্য আজ তোমার এ দুর্দ্দশা—তুমি জ্ঞানশূন্যা পাগলিনী!

রোহিণী। না—না—তার দোষ নেই—সে আমার সঙ্গে কখনও প্রতারণা করেনি; প্রতারণা কেমন, তা সে জানতো না—কখনো কোন ছলনা কোরতো না—কেবল আমার কাছে কাছে থাকতো—

আমিও তার কাছে কাছে থাক্‌তুম। সে আমার মুখের পানে চাইলে বড় সুখী হ'ত, আমিও তার মুখের পানে চাইলে বিভোর হ'তুম। সেও আত্মহারা হ'য়ে সব ভুলে যেতো। আমিও তাকে দেখে আত্মহারা হ'য়ে সব ভুলে যেতুম।

অভিমন্যু। তবে কেন তার সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ হ'ল ভিখারিণি?

রোহিণী। অদৃষ্ট! তারও অদৃষ্ট— আমারও অদৃষ্ট। এত ভালবাসাবাসি,— এত সোহাগ কি পোড়া অদৃষ্টে সয়? কোথাও কিছু নেই— হঠাৎ একটা বিচ্ছেদের প্রকাণ্ড বাতাস উঠলো,—আর অমনি তাকে একদিকে টেনে নিলে,—আমায় একদিকে টেনে ফেল্লে। সে পুরুষ,—তার প্রাণের প্রেম আবার একজনকে অকাতরে দিয়ে আমায় জন্মের মতন ভুলে গেল,—আমি অবলা রমণী, তার জন্য কেঁদে কেঁদে পৃথিবীতে ছুটে বেড়াতে লাগলুম!

অভিমন্যু। এত স্থানে বেড়ালে—তবুও তার সন্ধান পেলে না?

রোহিণী। পেয়েছি। কিন্তু সন্ধান পেলে হবে কি? সে আমাকে চিন্‌তেই পারে না! সে আমাকে দেখিয়ে—আমার চ'খের সাম্‌নে আর একজনকে বক্ষে ধারণ ক'রে আমার বক্ষে শেলাঘাত করে।

অভিমন্যু। কে সে, আমাকে ব'ল্‌বে কি? আমি যেমন করে পারি— তোমার সঙ্গে তার মিলন করিয়ে দোবো! শোনো ভিখারিণি! তোমার এ মর্ম্মঘাতী দুঃখের কাহিনী শুনে আমার প্রাণে যে কি বেদনা উপস্থিত হ'য়েছে—তা আমি মুখে প্রকাশ ক'র্‌তে পাচ্ছি না। আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি,—যদি আমা হতে তোমার দুঃখের তিলমাত্র প্রতিকার হয়,—আমি প্রাণ দিয়েও তা করতে প্রস্তুত! বল—কে সেই ভাগ্যবান্‌ যার জন্যে তুমি পাগলিনী।

রোহিণী। এখন ব'ল্‌ব না,—ব'ল্‌লে তাকে পাব না,—সব গোলমাল হ'য়ে

যাবে। কুমার! আমি একজন দৈবজ্ঞের কাছে শুনেছি,—আমার দুঃখ তুমি ভিন্ন আর কেউ দূর ক'র্‌তে পার্‌বে না। কে সে—কি তার পরিচয়,—এখন তোমাকে ব'ল্‌লে তুমি কিছুতেই চিন্‌তে পার্‌বে না। যখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যাবে—সেই সময় সেইখানে তাকে দেখিয়ে দেবো! শুনেছি তুমি সেনাপতি হ'য়ে দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহভেদ ক'র্‌তে যাবে; তোমায় মিনতি করি কুমার—আমায় সঙ্গে নাও—আমি তোমার সঙ্গে যাব।

অভিমন্যু। কি বল্‌'ছ উন্মাদিনি! তুমি অবলা রমণী—রণক্ষেত্রে কোথায় যাবে?

রোহিণী। কেন বীরবর! পাণ্ডুবংশধর হ'য়ে তুমি এমন কথা ব'ল্‌ছ কেন? আমি ক্ষত্রিয়রমণী আমি রণক্ষেত্রে সারথির কার্য্য ক'র্‌তে জানি—তোমার সারথি হ'য়ে—তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যাব। রমণীর দ্বারা এ কার্য্য সম্ভব কিনা তা কি তোমার অবিদিত? বীরাঙ্গনা দ্রৌপদী, দেবী সুভদ্রা, এঁদের কথা বিস্মৃত হ'চ্ছ কেন যুবরাজ?

অভিমন্যু। যথার্থ কি তুমি কখনো যুদ্ধে সারথির কার্য্য করেছ?

রোহিণী। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আমায় পরীক্ষা ক'রে দেখলেই তো সমস্ত সন্দেহ দূর হবে। যদি আমি যোগ্যা হই—তখন আমায় সঙ্গে নেবে—প্রতিজ্ঞা কর! নইলে, আমি এই মুহূর্ত্তেই পাণ্ডব-আশ্রয় পরিত্যাগ করে যাব।

অভিমন্যু। তুমি অদ্ভুত রমণী! এমন তেজস্বিনী নারী আমি এ জীবনে আর কখনও কোথাও দেখিনি! সত্য যদি তুমি এ গুরুতর কার্য্যে পারদর্শিনী হও—তা' হলে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—এই কুরু-ক্ষেত্রসমরেই তুমি আমার রথের অশ্বপরিচালন ক'র্‌বে। কিন্তু যথার্থ কথা বল্‌তে কি ভিখারিণি—আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর

দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহভেদ ক'র্‌তে চলেছি,—কিন্তু তোমার বৃত্তান্তের রহস্যভেদ ক'র্‌তে কিছুতেই সক্ষম হ'লেম না।

রোহিণী। যখন শুন্‌বে—তখনই বুঝবে—তার জন্যে দুঃখ কি কুমার!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

জাহ্নবী-তীর

সূর্য্য-পূজায় রত কর্ণ

কর্ণ। "জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্
(প্রণামান্তে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানোপবিষ্ট)

[ধীরে ধীরে কুন্তীর প্রবেশ]

কুন্তী। কর্ণ!

কর্ণ (পূর্ব্বোক্তভাবে) প্রভু! ইষ্টদেব!
হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা!
এস—এস হেথা সম্মুখে আমার!
কহ কথা অমৃতপূরিত,—
জুড়াক্ শ্রবণ—ধন্য হ'ক্ এ জীবন!

কুন্তী। কর্ণ!
খোল আঁখি বারেকের তরে!

কর্ণ। (নয়ন উন্মীলন করিয়া,—স্বগত)
একি—একি—এখনো কি স্বপ্নরাজ্যে আমি?
কিম্বা—প্রত্যক্ষ নেহারি—
ইষ্টদেবে জননীর রূপে?

আরে রে নয়ন!
মম সনে হেন প্রতারণা ?

কুন্তী। কর্ণ—কর্ণ—

কর্ণ। (স্বগত) শান্ত হও অশান্ত অন্তর—
ধৈর্য্য ধর ক্ষণেকের তরে!
জননীর স্নেহ-কিরণ-সম্পাতে,
সূর্য্যকরাঘাতে শৈলতুষারের মত,
বিগলিত নাহি হও চিত্ত মোর!
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি ভগবান্!
শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে তব—
হে মাধব—মনোবাঞ্ছা পূরেছে আমার!
কোটী কোটী নমস্কার উদ্দেশে শ্রীপদে।

কুন্তী। কর্ণ!
দেখ চেয়ে বৎস চেনো কি আমায় ?

কর্ণ। জানি তুমি কুন্তীদেবী—অর্জ্জুনজননী!

কুন্তী। বৎস! সত্য বটে অর্জ্জুনজননী আমি!
আজি মনে পড়ে হস্তিনানগরে,
অস্ত্রপরীক্ষার সেই সে দিনের কথা!
যবে, ধীরে ধীরে তুমি প্রবেশিলে রঙ্গস্থলে,
যবনিকা-অন্তরালে নারীগণ মাঝে—
বাক্যহীনা যাহার নয়ন—
আশীষচুম্বন সর্ব্বাঙ্গে দানিল তব,
আমি সেই অভাগিনী অর্জ্জুনজননী!
যবে কৃপাচার্য্য আসি—
হাসি তীব্র বিদ্রূপের হাসি,

পিতৃনাম শুধায়ে তোমার
কহিলেন সবার সম্মুখে,
"রাজকুলে জন্ম নহে যার—
অর্জ্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার ;"
আরক্ত নয়নে তব—না সরিল বাণী,
অধোমুখে রহিলে দাঁড়ায়ে ;
সেই লজ্জানত বিশুষ্ক বদন—
করিল দহন বক্ষঃস্থল যার,
আমি সেই অভাগিনী—অর্জ্জুনজননী !

কর্ণ। বড় ভাগ্য মানি দেবী হতভাগ্য আমি—
অযাচিত কৃপা লভি তব !
কি অধিক কব আর—
সাক্ষাৎ করুণা তুমি ধরণীমণ্ডলে—
সূতপুত্র ব'লে ঘৃণা নাহি কর মোরে।

কুন্তী। ওরে বৎস ! ঘৃণা কি করিব তোরে ?
বিধাতার অধিকার ল'য়ে—
এই কোলে একদিন এসেছিলে তুমি।
বুঝেছি রে আমি—
অভিমানে পূর্ণ তোর প্রাণ।
ত্যজি লাজ ভয়—ভুলি মান অপমান,
আসিয়াছি করিয়া সন্ধান—
স্থান দিতে মাতৃক্রোড়ে তোরে,
ধরিতে আদরে—তৃষিত বক্ষের মাঝে।
আয়—আয়—বাপ !
জুড়াও সন্তাপ মম—ডাকি "মা-মা" বলি !

কর্ণ — দেবি! ধন্য তুমি বীর পঞ্চপুত্র লভি—
ভাগ্যবতী পাণ্ডব-জননী।
কুলশীল ক্ষুদ্র জন আমি,—
কোথা স্থান দিবে মা আমায়?

কুন্তী — পঞ্চ পুত্রোপরে বৎস তোমার আসন!
কর্ণ—কর্ণ—জ্যেষ্ঠ পুত্র তুই যে আমার!
এই দুঃখিনী উদরে—জনম যে তব!

কর্ণ — শুনি স্বপ্নসম দেবী ও মধুর বাণী!
হে জননি! বুঝিতে না পারি হায়,—
আনিলে আমায়—
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে বিস্মৃত আলয়ে,
অকস্মাৎ চেতনা-প্রত্যূষে!
যেন অতি পুরাতন সত্য সম,
তব বাণী স্পর্শিছে মা মুগ্ধচিত্তে মম।
যেন আজি অস্ফুট শৈশবকাল—
আইল আমার এতকাল পরে!
যেন ঘোর গর্ভের আঁধার—
আজি আচম্বিতে ঘেরিল আমারে!
রাজমাতা!
হোক্ মিথ্যা—সত্য হোক্—অথবা স্বপন,
এস স্নেহময়ী—
রাখ ক্ষণকাল—ও কোমল কর তব—
এ অভাগা সূতপুত্রশিরে!
কি কব তোমারে মাগো!
কতদিন হেরেছি স্বপনে—

জননীর সনে মম যেন দেখা কোথা,—
হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়ে তাঁরে—
কাতরে কাঁদিয়া বলেছি গো কত,
"খোল মা গুণ্ঠন—হেরি জননী বদন"
অমনি তখন,—ভঙ্গ করি সে সুখস্বপন,
ধীরে ধীরে মিলাইয়ে গেছে সে মুরতি!
সেই স্বপ্ন আজি—
সাজি পাণ্ডব-জননী-রূপে,—
এসেছে কি প্রতারণা করিতে আমায়?

কুন্তী। নহে বৎস—নহে প্রতারণা;
গর্ভজাত পুত্র তুমি মম,—
বিধি-বিড়ম্বনা,—মাতাপুত্রে বিচ্ছিন্ন দোঁহায়!

কর্ণ। সত্য তুমি জননী আমার?
সত্য—সত্য—নহি আমি সূতপুত্র রাধার নন্দন?
দেবী কুন্তী—পাণ্ডবজননী—
সত্য কি গো গর্ভে মোরে ক'রেছ ধারণ?
এ হেন বচন—কেমনে প্রত্যয় করি?
মাতাপুত্র সম্বন্ধ যদ্যপি
তোমায় আমায় দেবী,—
কেন তবে ফেলে দিলে মোরে—
দূরে অগৌরবে অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে!
কেন বা আমারে—
চিরতরে ভাসাইলে অবজ্ঞার স্রোতে?
ভ্রাতৃকুল হ'তে—
কেন গো মা দিলে নির্ব্বাসন?

সুধাময় মাতৃস্নেহ,—
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান এ বিশ্বসংসারে ;
কেন সেই দেবদত্ত ধন—
আপন সন্তান হ'তে করিলে হরণ ?
তুমি মা আমার ?
বল তার কিবা নিদর্শন ?
দিয়ে নিজ স্তন্যক্ষীর—
পুত্রের শরীর কি গো ক'রেছ বর্দ্ধন ?
"পুত্র" বলি সম্বোধন স্নেহমাখা স্বরে—
ক'রেছ কি কভু মোরে ?
শুনি ত্রিসংসারে কয়—
"কুপুত্র যদ্যপি হয়--কুমাতা কখনো নয়,"
কিন্তু হায়—
দুরদৃষ্টে মম—দেখি সব বিপরীত !
নহে কেন—জননী গো !
তুমি বর্ত্তমানে,—
মা ব'লে মা ডাকি গো অপরে ?

কুন্তা। বৎস ! অশনিসমান তব তিরস্কারবাণী,
বাজিছে এ পাষাণ অন্তরে।
হায় পুত্র—কি কহিব না সরে বচন,—
বর্জ্জন করিয়া তোরে—
পঞ্চ পুত্র বক্ষে ধ'রে,
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন।
তবু তোরি লাগি এ জগৎ মাঝে—
বাহু মোর ধায়—

খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে।
বঞ্চিত যে পুত্র—
চিত্ত মম তারি তরে দীপ্ত দীপ জ্বেলে—
আপনারে দগ্ধ করি অনিবার,
বিশ্বদেবতার করিছে আরতি।
ভাগ্যবতী আমি আজি—
পেয়েছি রে তোর দেখা!
বৎস! ক্ষমা কর কুমাতারে তব।

কর্ণ। জননী গো! অপরাধী করো না সন্তানে।
নহ তুমি দোষী—
ভুঞ্জি দুঃখরাশি অদৃষ্টের দোষে মম।
দেহ শিরে পদধূলি—
জীবন জনম হোক্ পবিত্র দাসের।

কুন্তী। বৎস!
বড় আশা ক'রে আসিয়াছি তব দ্বারে,
ফিরাতে তোমারে নিজ অধিকারে তোর।
দূর কর মান অপমান—
এস যেথা পঞ্চভ্রাতা তব।

কর্ণ। ক্ষমা কর মাতা—
অযথা আদেশ তব নারিব পালিতে।

কুন্তী। কর্ণ! এত কি নিষ্ঠুর তুমি?
জ্যেষ্ঠ হ'য়ে কনিষ্ঠেরে শস্ত্রাঘাত করি—
বাজিবে না অন্তরে তোমার?
পাণ্ডবশরীরে বহে যে শোণিত,
সে কি নহে প্রবাহিত তব দেহে?

হায় বৎস !
ভ্রাতৃভাব কেমনে বা ভোল—
বুঝিতে না পারি আমি।

কর্ণ। ধরাতলে বিচিত্র কি বল দেবি ?
লয়ে নারীদেহ—সন্তানের স্নেহ—
তুমি যদি পার মা ভুলিতে—
এ জগতে নহে অসম্ভব—
ভ্রাতৃস্নেহ ভুলে যাব আমি !
জননী হইয়ে—সদ্যোজাত পুত্রে লয়ে—
তুমি যদি দিতে পার ভাসাইয়ে—
অকাতরে গঙ্গাজলে মাতা,—
কাতরতা তবে কেন হবে মম—
ভ্রাতৃ-অঙ্গে করি শস্ত্রাঘাত ?

কুন্তী। পুত্র !
সর্ব্বশাস্ত্রে তুমি সুপণ্ডিত,—
বিহিত কি তব—
অবহেলা মাতৃ-অনুরোধ !

কর্ণ। বলেছি তোমারে দেবি—
অযোগ্য এ উপদেশ নারিব রক্ষিতে।
এ জগতে কভু—
হবে না পাণ্ডবসনে কর্ণের মিলন।
একদিন যে সম্পদে ক'রেছ বঞ্চিত,—
সাধ্যাতীত তব—
ফিরাইয়া দিতে মোরে তাহা।
মাতঃ !

সূতপুত্র আমি—রাধা মোর মাতা,—
এ হ'তে গৌরব—নাহি আকিঞ্চন।

কুন্তী। হায় পুত্র! চির অভাগিনী আমি!
শুনিয়াছি বহুদিন বাসুদেবমুখে,
একত্রিত না হেরিব ছয়পুত্রে মম।
হায় ধর্ম্ম—এ কি সুকঠোর দণ্ড তব!
দশমাস দশদিন ধরিয়া জঠরে,
কত ক্লেশে প্রসবিনু যে তনয়ে,—
এ জীবনে কোলে ল'য়ে তারে,
সাধ মিটাইয়ে মম নারিনু পালিতে।
বৎস! এইমাত্র তবে কর অঙ্গীকার,—
তোমা হ'তে পাণ্ডবের অনিষ্ট না হবে।

কর্ণ। মাতা!
নাহি কর ভয়;
জেনো স্থির—পাণ্ডবের জয় চিরদিন!
ওই রক্তময় পূরব গগনে,
রোষদীপ্ত নয়নের কোণে,
দিনদেব ধরাপানে চায়,—
হেরি তায় ব্যক্ত যেন,
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধফলাফল!
যে পক্ষের পরাজয়,—
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কেন বা আহ্বান?
জয়ী হোক—রাজা হোক্—পাণ্ডবসন্তান,—
আমি রব হতাশের দলে।
ধরাতলে জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে—

নামহীন গৃহহীন,—
আজিও তেমনি—
হে জননি ! ত্যজ গো আমারে—
দীপ্তিহীন কীর্ত্তিহীন পরাভব'পরে !
কর মাত্র এই আশীর্ব্বাদ,—
বীরের সদ্গতি লাভে না হই বঞ্চিত
দেহ মাতা—পদধূলি পুনঃ !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৌরব-শিবির

দুর্য্যোধন, কর্ণ, জয়দ্রথ ও দ্রোণাচার্য্য

কর্ণ। মহারাজ !
তব আজ্ঞা হ'য়েছে পালন।
সংসপ্তকগণ পার্থে আহ্বানি সমরে,
করে ঘোরতর রণ।
এইবার মিলেছে সুযোগ,
অর্জ্জুন-সহায়-হীন পাণ্ডবে নাশিতে।

দুর্য্যোধন। শুনেছ কি সখা—অদ্ভুত রহস্য কথা ?
শিশু অভিমন্যু পার্থের কুমার,
আজি যুদ্ধে পাণ্ডবের হবে সেনাপতি,—
যুঝিবারে শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যসনে।
যুদ্ধশ্রান্ত এত কি পাণ্ডব ?
যুধিষ্ঠির—ভীম—অশ্বিনীকুমারদ্বয়,—
বিনা ধনঞ্জয়—
সত্য কি সমরে সবে এতই অক্ষম ?
হে আচার্য্য ! বলুন আমায়,
একি হায়—পাণ্ডবের রীতি !
দুর্ব্বল শিশুর প্রতি এমন নিদয় !

দ্রোণাচার্য্য। বৎস ! ভ্রমপূর্ণ ধারণা তোমার।

অভিমন্যু বয়সে বালক—
কিন্তু বীরত্বে প্রবীণ।
হীন শিশুজ্ঞানে—উপেক্ষা না কর তারে।
পার্থের নন্দন—কৃষ্ণ-ভাগিনেয়—
শিশুদেহে কৃষ্ণার্জ্জুন দোঁহে বর্ত্তমান।
শক্তিমান্ কেবা তার সম ?

জয়দ্রথ। হে ব্রাহ্মণ !
আসন্ন সমরে আজি দেবব্রত সম—
কি কারণে পাণ্ডুকুলে এত অনুরাগ ?
হ'য়ে কৌরবের সেনাপতি—
এ হেন অরাতিপ্রীতি,
নহে শুভ-লক্ষণ-সূচনা।
একাদশ-অক্ষৌহিণী-সেনার নায়ক,
জয়-পরাজয়—নির্ভর তোমার 'পরে,
এই কি উচিত তব, আচার্য্য ধীমান্ ?
সুযোধন প্রতি—
এই কি হে রাজভক্তি-নিদর্শন ?

দ্রোণাচার্য্য। সিন্ধুরাজ !
সেনাপতি আমি আজি রণে—
মনে মনে ঈর্ষা তব জানি বহুক্ষণ !
তাই হেন পরুষ-বচনে,—
ব্রাহ্মণগুরুর এত কর অসম্মান।
হে বীরপ্রধান !
পাণ্ডবে যদ্যপি মম থাকে অনুরাগ,
নহে সে কলঙ্ক—জেনো গৌরব আমার !

দেবগণ তুষ্ট যাঁহাদের প্রতি,
তুচ্ছ নর রুষ্ট হ'য়ে—
কি অনিষ্ট করিবে তাঁদের ?
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ আমার—
কৌরব-পাণ্ডব দুই পক্ষ সনে।
সমান স্নেহের পাত্র ধর্ম্মতঃ আমার—
বিরোধী এ দুই পক্ষ,— কৌরব-পাণ্ডব !
তবু অবহেলি পাণ্ডুসুতগণে,—
মিলিত কৌরবসনে অনুরাগবশে।
অশ্বত্থামা হ'তে প্রিয় ফাল্গুনী আমার,
তবু অঙ্গে তার—কতশতবার,—
দুর্য্যোধন-হেতু অস্ত্র ক'রেছি আঘাত।
আজি পুনঃ তাঁহারি কারণে,—
দুগ্ধপোষ্য ধনঞ্জয়পুত্রের নিধনে,
চলি রণে বীরসাজে সাজি।

কর্ণ। ক্ষান্ত হও দ্বিজবর—
মান্য গণ্য তুমি গুরু—প্রাধান্য তোমার—
অস্বীকার কেবা করে কুরুদলে ?
ধরণীমণ্ডলে বল অবিদিত কা'র
হৃদয়ের স্নেহবৃত্তি তব পার্থমুখী ;
কিন্তু—অসুখী নহে তো কেহ তায় !
পাণ্ডবানুরাগে বল কি দোষ তোমার ?
সূর্য্যের কিরণ
সমভাবে বিতরণ সবার উপরে ;
প্রভাহীন দেখি তার—

পতিত মৃত্তিকাখণ্ডে হয় সে যখন।
কিন্তু পড়ি স্বচ্ছ স্ফটিকরতনে,
সমুজ্জ্বল শতগুণে সে তীব্র কিরণ।
সেই মত স্নেহ তব কৌরবপাণ্ডবে।

জয়দ্রথ। ক্ষমা কর অঙ্গরাজ!
তোষামোদবাণী—
শুনিবারে মম নাহি আকিঞ্চন;
পাণ্ডব-হিংসাই মম জীবনের ব্রত।
পাণ্ডবে যে করে স্নেহ—
শত্রু বলি জানি সেই জনে।

দ্রোণাচার্য্য। তবে—জান তুমি শত্রু মোরে সিন্ধুরাজ—
তিলমাত্র ক্ষতি নাহি গণি।
তোমা সম পাণ্ডবে বিরাগ—
কিবা হেতু হবে বল মম?
কুলবধূহরণের দোষে,
ভীমহস্তে হ'য়ে মুণ্ডিত-মস্তক—
লাঞ্ছিত নহি তো আমি তোমার সমান।

জয়দ্রথ। সাবধান আচার্য্য ব্রাহ্মণ!
অস্ত্রশিষ্য—মন্ত্রশিষ্য নহি আমি তব।
যাঁর অন্নদাস তুমি—সেই সুযোধন,
কত তোষামোদে—
এ যুদ্ধে সহায় হ'তে আনিলেন মোরে।
ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণের পাশে,—
অপমান-আশে আসি নাই হেথা
বীরের ঔরসে জন্ম মম,—

ক্রুদ্ধ ক্ষত্রে জেনো সদা কেশরীসমান ;
অক্ষুণ্ণ রাখিতে মান—আপন সম্মান,
ব্রহ্মহত্যা সংসাধনে নহে সে কাতর।

দুর্য্যোধন। হায়-হায়—দুরদৃষ্ট নিতান্ত আমার,
আর নাহি জয়-আশা পাণ্ডবসমরে।
শিয়রে আরতি—আহ্বানিছে রণে
নাহি মনে সে চিন্তা কাহার ;
আপনার মাঝে করি কলহ-বিদ্বেষ,
অশেষ দুর্গতি ঘটাইবে কুরুদলে।
যাই চলে একাকী সমরে,
কাজ নাই পরমুখ চাহি।

কর্ণ। ধৈর্য্য ধর কৌরব-ঈশ্বর !
তর্কচ্ছলে শুধু বাড়িয়াছে কথা,
হতাশ না হও তায়।
হে আচার্য্য ! কর ক্ষমা সিন্ধুরাজে !
পুত্র সম যেই জন—
তার প্রতি কদাচন ক্রোধ নাহি সাজে !
হে সৈন্ধব - রথীন্দ্র ধীমান্ !
চিরপূজ্য ব্রাহ্মণের সনে —
হেন আচরণে তব ব্যথিত সকলে।
কৌরবের সেনাপতি দ্রোণাচার্য্য রথী,—
অধীনস্থ যোদ্ধা মোরা সবে।
কৌরব-গৌরব রণে—অক্ষুণ্ণ রাখিতে,
সাধ যদি থাকে তব চিতে,—
করি ঈর্ষা বিদ্বেষ বর্জ্জন,

করহ যতন—সেনাপতি-আদেশ পালিতে।

জয়দ্রথ। হে আচার্য্য—ক্ষম মম অপরাধ।
বীরধর্ম্ম জানি—প্রতিজ্ঞাপালন ;
কৌরবের মঙ্গলকারণ,
স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আজি আমি।
প্রাণপণে যুঝিব সমরে,—
রণক্ষেত্রে প্রভু সম মানিব তোমায়!
নাহি ভয়,—
পাণ্ডব-বিজয় আজি হবে আমা হ'তে ;
লভিয়াছি বর শিবের সকাশে,'
অর্জ্জুন-বিহীন রণে জিনিব পাণ্ডবে!

দ্রোণাচার্য্য। সিন্ধুরাজ!
অবিশ্বাস নাহি মম ক্ষত্রিয়বচনে!
আজি হবে ভীষণ সমর,
সেই হেতু ব্যূহচক্র ক'রেছি নির্ম্মাণ।
ব্যূহদ্বারে স্থাপিব তোমারে বীর,—
দেখো যেন কোন শত্রু প্রবেশে না তায়।
তুমি অঙ্গরাজ—রহিবে দক্ষিণ পাশে,
ত্রাসে শত্রু না যাবে তথায়।
কুরুপতি! ব্যূহকেন্দ্রে আমার পশ্চাতে—
রণক্ষেত্রে তুমি রবে অক্ষত-শরীরে।

দুর্য্যোধন। যথা আজ্ঞা দেব— [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী

যুধিষ্ঠির। হায়! বৃথা ভুলি আশার ছলনে,—
জেনে শুনে হেন কর্ম্ম কেন বা করিনু?
কি বিচারে দুগ্ধের কুমারে—
আদেশিনু যাইতে সমরে?
এবে অনুতাপবিষে দহিছে অন্তর।
নিরন্তর মত্ত আমি ধনমান-আশে,—
জ্ঞানবুদ্ধিবিবেকহীন—
না ভাবিনু ভবিষ্যৎ বারেকের তরে!

ভীম। ধর্ম্মরাজ!
সজ্জিত সশস্ত্র রিপু সমর-প্রাঙ্গণে,
প্রতিক্ষণে আবাহন করিছে পাণ্ডবে!
উৎসাহিত অভিমন্যু বীরেন্দ্রকুমার,
অস্ত্রাগার হ'তে আসিছে এখনি,—
উন্মত্ত বাহিনী ল'য়ে ভেটিতে কৌরবে।
এ সময় হেন কাতরতা—
মায়া কিম্বা বাৎসল্য মমতা,—
নহেকো কর্ত্তব্য তব কহিনু নিশ্চয়।

দ্রৌপদী। একি কথা পাণ্ডব-ঈশ্বর!
হেন ভাবান্তর কিবা হেতু এ সময়ে?
উদ্যোগী হইয়ে নিজে,

যুদ্ধকার্য্যে নিয়োজিত ক'রেছ কুমারে ;
নিজমুখে তারে দিয়েছ আদেশ,—
অশেষ উৎসাহে পূর্ণ সবার অন্তর,
তোমারে কাতর হেরি,—
নিরুৎসাহ ভগ্নপ্রাণ হবে জনে জনে।
সুভদ্রার আচরণে বিস্মিত সকলে ;
ধরাতলে দুর্লভ সে রমণীরতন।
প্রাণের পুতলি তার স্নেহের নন্দন,
শুধু তোমারি কারণ,
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ—
নিজ-হস্তে সাজায়ে তনয়ে—
হাসিমুখে পাঠাইছে এ ঘোর সমরে।

যুধিষ্ঠির। জানি কৃষ্ণা—
কর্ত্তব্য নহেকো মম হেন কাতরতা!
কাল রণ আয়োজন আমারি কারণ ;
হত্যাকার্য্য প্রতিদিন, আমি মূল তার,—
অসার আমার হেন মায়া প্রদর্শন!
নরহত্যাকারী যেই জন—
স্বজন-নিধন হায় মূলমন্ত্র যার,—
বাৎসল্য মমতা তার কোথা স্থান হৃদে ?
ছার রাজ্যলোভ—
অবিরাম প্রলোভিছে মোরে।
কিন্তু নিজ-বুদ্ধিদোষে—
পড়িলাম অবশেষে বিষম বিপাকে!
হয় হোক্—অদৃষ্টে যা আছে!

চল বৃকোদর—লইয়ে সোদরগণে—
কুমারের সনে মিলি মাতিব আহবে।

ভীম। হের নৃপমণি—
সাক্ষাৎ বিজয়-মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,—
বীরপুত্র আসে বীরসাজে।

[অভিমন্যুর প্রবেশ]

অভিমন্যু। প্রণিপাত পূজ্যগণপদে
ধর্ম্মরাজ! যাই রণে—করুন আশীষ!

যুধিষ্ঠির। হায় বৎস!
নাহি জানি কি ভাবে বা আশীষিব তোরে
মানবভাষায়—
হেন শব্দ কি আছে কোথায়,
বুঝাব যাহায়—হৃদয়ের ভাব মম?
ভাবের তরঙ্গ বহে দুর্ব্বল-অন্তরে,
প্রতিঘাতে কণ্ঠ রুদ্ধ মম।
আশীর্ব্বাদ ধর হে কুমার—
অচলা শ্রীকৃষ্ণে মতি রহে যেন সদা।
ভুবনবিজয়ী পার্থ তব পিতা—
বীরত্বের সার্থকতা লভ তাঁর সম!

অভিমন্যু। দেব!
নাহি ভয়—সুনিশ্চয় জিনিব সমরে।
ভুজবলে চক্রব্যূহ করিব লঙ্ঘন,—
কিরাত-বন্ধন লঙ্ঘে যথা হরিশিশু।
বীরদর্পে প্রবেশিব কুরুসৈন্যমাঝে,—
পশে যথা মেষদলে কেশরীকুমার—

লঙ্ঘি অবরোধ আপন বিক্রমে।
দেখাইব পিতৃগুরু দ্রোণাচার্য্য বীরে,
উত্তপ্ত পার্থের রক্ত বহে এ শিরায়।
দেহ দাসে বিদায় এক্ষণে,
যাই রণে কৌরবে নাশিতে!

ভীম। মহারাজ!
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন!
সৈন্যগণ উৎকণ্ঠিত সবে—
কি জানি কি হবে কালব্যাজে!

যুধিষ্ঠির। আর নাহি শঙ্কা বৃকোদর!
ক্ষত্রধর্ম্মশাণিতকৃপাণে—
এ প্রাণের মায়াসূত্র ক'রেছি ছেদন।
বজ্র-ভিত্তি করিয়া নির্ম্মাণ,
সৃজি এক নব হিমাচল,—
এ হৃদয়ে করেছি স্থাপন।
এস অভিমন্যু—প্রাণের নন্দন—
প্রাণভরে আলিঙ্গন করি একবার!
ধর হে কুমার—
বীরবাঞ্ছনীয় এ শিরোভূষণ,—
সযতনে নিজহস্তে পরাই তোমারে।

অভিমন্যু। দেহ পদধূলি মাগো পাঞ্চালী জননি!
পাণ্ডব-বাহিনী আজি রক্ষিব আহবে।

দ্রৌপদী। অর্জ্জুনকুমার!
সত্য বটে সুভদ্রার গর্ভজাত তুমি!
কিন্তু নহে সে মানবী—

দেবী জননী তোমার।
ছার মায়াডোরে কভু নারিবে বাঁধিতে,
স্বর্গীয় সে দেবীর হৃদয়!
তাই—মাতা হ'য়ে—
অকাতরে পুত্রে রণে দিয়াছে বিদায়।
আমি প্রাণহীনা—পাষাণী রমণী,—
কিন্তু—নাহি জানি কি কারণে,
আজি এই শুভক্ষণে কাঁদে প্রাণ মম!
যুদ্ধযাত্রাকালে অশ্রুবিসর্জ্জন,—
জানি অশুভ লক্ষণ;
কোন মতে হায়—
নয়নে রেখেছি চেপে নয়নের বারি।
বৎস! ধর উপহার—এই বীরকণ্ঠহার,—
জনক তোমার—
লভেছিল পুরস্কার ইন্দ্রের সকাশে,
নিবাত-কবচ-দৈত্যে বিনাশি আহবে।

অভিমন্যু। শ্রীচরণে প্রণিপাত মাতা!
তব আশীর্ব্বাদে,
দানবদলন ইন্দ্র অরি যদি হয়,
তথাপি দলিব তাঁরে।
যাই—দেখি কোথা জননী আমার! [অভিমন্যুর প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। জয় নারায়ণ!
মুখরক্ষা হয় যেন আজিকার রণে।

[পাণ্ডবগণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বনপথ

সোমদাস

সোমদাস। ব্যাপার এখানকার বড়ই গোলমেলে! ঠিক, যে কিছু ঠাওর ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ব'—এমন তো বোধ ক'চ্ছি না। একটা অতি তুচ্ছ খবর—ওরই মধ্যে একটু চুপি চুপি গা ঢাকা হ'য়ে নিতে যাও,—ভেতোরে দেখ্‌বে, কল্‌মি শাগের মতন সব নানা রকমের খবর জড়াজড়ি হ'য়ে আছে,—সড় সড় ক'রে বেরুতে সুরু ক'রেছে! সন্ধান ক'র্‌তে গেলুম—মনিবঠাকৃরুণ পাণ্ডবশিবিরে কি ক'র্‌তে গেছেন,—খবর পেলুম—কুন্তীদেবীর অনেকগুলি উপাস্য দেবতা, দ্রৌপদী ঠাকৃরুণের পাঁচটি স্বামী, ইত্যাদি নানান্ রহস্য! জান্‌তে গেলুম কুরু-পাণ্ডবের ঝগড়ার কারণ,—শুন্‌লুম—চিরান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্মবৃত্তান্ত থেকে মায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পর্য্যন্ত যত গুহ্য কথা! বাবা রে বাবা! এই এত গোলমাল নিয়ে পৃথিবীর লোকগুলো থাকে কি ক'রে? ঝগড়ার কারণটা কি জান? একখণ্ড মেয়েমানুষ আর একটা তুচ্ছ সিংহাসন! এ কৌরব ব্যাটারা অতি ছ্যাঁচ্‌ড়া;—সোজায় মিট্‌মাট্ হয়—কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিলে;—তা দেবে না,—একবারে সর্ব্বগ্রাস ক'র্‌তে চায়! ব্যাটারা নামেও যেমন,—কাজেও তেমনি,—চেহারাতেও, ক'ম্‌তি যান্ না! এখন ঠাকৃরুণকে নিয়ে কি করা যায়? ব'ল্লেন,—প্রভুর সন্ধান পেয়েছি—তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হ'চ্ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি যত বাজে কথা! আরে যদি দেখাই পেয়েছিস্

তো—হাত ধরে টেনে ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চল্! তা নয়—কেবল বাঁকা পথ ধরে বাঁকা চাল চাল্‌ছেন! তা—চালুন গে,—মোদ্দাৎ সব বিগ্‌ড়ে না যায়!. বেণো জল হ'য়ে ঘোরো জল বার ক'র্‌তে গেছেন;—কিন্তু জানেন না তো ঠাকুরুণ,—এখানকার এক এক ব্যাটা এমন সেয়ানা আছে,—ঐ বেণো জলকেই কোন রকমে নিজের ঘরের ভেতোর আট্‌কে রেখে নিজেদের কাজকর্ম্ম সেরে নেয়। এখন ঠাকুরুণ যে আমায় ব'লে গেলেন—কোন গতিকে কৌরবশিবিরে ঢুকে তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'র্‌তে—মাখামাখি ক'র্‌তে—তার কি উপায় করা যায়? ও ব্যাটাদের তো সব ব্যাটাই "দু";—একজনও যে "সু" আছে—এমন তো বোধ হয় না! এ সময় বন্ধুটাকে পেলে তারই স্কন্ধে একটা আলাপ পরিচয়ের ব্যবস্থা করা যেতো! ভগবান্‌কে খুঁজ্‌ছে—একেবারে সব মূর্ত্তিমান্ ব্যোম দেখিয়ে দিতুম। ওরে বাবা—দুটো জগঝম্প গোছের কে আস্‌ছে না? একটু সরে থাকি। (অন্তরালে অবস্থান)

[শকুনি ও প্রবরের প্রবেশ]

শকুনি। আচ্ছা ঠাকুর—তোমার মতলবখানা কি—ঠিক্ ক'রে ভেঙ্গে বল দিকি!

প্রবর। বাবা—আমার দুঃখের কথা নেহাৎ শুন্‌বে? তা হ'লে বলি শোনো। আমি ব্রাহ্মণসন্তান—তা তো পৈতের গোছা দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছই!

শকুনি। তা হ'তে পারে!

প্রবর। আমি ব্রহ্মচারী—তা তো গেরুয়া জটা দেখেই বুঝ্‌ছ?

শকুনি। আচ্ছা তা-ও না হয় মেনে নিলুম—তারপর?

প্রবর। এই বয়সে অনেক যোগযাগতপস্যা ক'রে দেখ্‌লুম—ভগবান্‌কে

কিন্তু কিছুতেই ঠাওর ক'র্‌তে পাল্লুম না। চ'খে দেখা চুলোয় যাক্—একবার মনে মনেও এঁচে নিতে পাল্লুম না, তাঁর রূপটা কেমন! তিনি মানুষ—কি জন্তু—কি গাছপালা কি পাহাড় পর্ব্বত—কি পোকামাকড়,—আজ পর্য্যন্ত তারও একটা সঠিক মীমাংসা ক'রে উঠ্‌তে পাল্লুম না!

শকুনি। সত্যি নাকি? তোমাকে তা হ'লে বড্ড নাকাল ক'চ্ছে বল!

প্রবর। নাকাল ব'লে নাকাল? একেবারে সপ্ত কালে ধ'রেছে! জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত একজন গুরুর কাছে তল্পী ব'য়ে যে কতকাল কাটালুম, তার ইয়ত্তা নেই। মাঝ থেকে এক শালা বন্ধু জুট্‌লো,—ব'ল্লে,—তোকে ভগবান্ দেখাব—চল্! ব্যাস্ ভগবান্ দেখাবে কি? আমাকে বর্ত্তমান দেখিয়ে নিজে যে কোথায় স'রে পোড়লো তার ঠিকানা নেই! তারপর কত লোকে কত কথা ব'ল্লে,—সবারই কথামত কাজ ক'রে দেখিছি,—কিছুই কিছু না—সব ভোঁ-ভোঁ! কেউ ব'ল্লে—নিবিড় বনে অনাহারে অনশনে একাসনে বসে কেবল "ভগবান্ ভগবান্" কর, তাও দিন কতক ক'ল্লুম! সেখানে তো পোণেমরা হ'য়ে—বাকি প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসি। কেউ বল্লে—উঁচু পাহাড়ের মট্‌কায় গিয়ে তপস্যা কর,—তাও দিনকতক কল্লুম! পাহাড়ে উঠ্‌তে গিয়ে আছাড় খেয়ে গা হাত পা ছোড়ে তো একাকার হ'য়ে গেছে! কেউ ব'ল্লে—বাব্‌লা গাছের ডালে পা দুটো বেশ কোরে বেঁধে মাথাটা নীচুদিকে ঝুলিয়ে রাখ—ভগবান্ ছুটে এসে দেখা দেবে! ও বাবা! দুদিন তাই ক'রে তিন দিনের দিন মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত!

শকুনি। বাবা—তুমি যথার্থ একটী কই মাছ! এততেও যখন মর'নি—তখন তোমার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে! তা আমাদের

শিবিরের চাদ্দিকে ঘুচ্ছিলে কেন? ওখানে কি ভগবান্ ব'সে আছে?

প্রবর। যম জানে বাবা—ভগবান্ কোথায় ব'সে কি দাঁড়িয়ে—কি শুয়ে আছেন! একদিন বনে ব'সে ব'সে কাহিল হ'য়ে নিজের দুঃখ ভাবনা ভাবছি আর কাঁদছি,—একটী বৃদ্ধ লোক এসে ব'ল্লেন, "ভগবান্ এখন কুরুক্ষেত্রে লড়াই ক'র্‌তে ব্যস্ত আছেন।" আমি বল্লুম—"ভগবান্ কেমন ধারা দেখ্‌তে?" তিনি ব'ল্লেন, "এই তোমার আমার মতনই মানুষ—আর বিশেষ কিছুই নয়।" আর কি ব'ল্লেন জান?

শকুনি। কি?

প্রবর। ব'ল্লেন,—"ভগবানটা বড় লম্পট! যেখানে মেয়েমানুষের গাঁদি—সেইখানে তিনি আছেন; কারও কাপড় কেড়ে নিচ্ছেন—কারও গায়ে লাল রং দিচ্ছেন,—" এই সব যত নোংরা কথা! আমার তেমন বিশ্বাস হ'ল না। তবে আমার গুরু গর্গমুনি একদিন বলেছিলেন যে, "ভগবান্ এই যুদ্ধ বাধিয়েছে।" তাই বাবা তোমাদের শিবিরে একটু উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখ্‌ছিলুম—ভগবান্ সেখানে আছেন কিনা!

শকুনি। তাহ'লে তুমি চিন্‌বে কি ক'রে—যদি ভগবান্ সেখানে থাকে?

প্রবর। ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব!

শকুনি। (গম্ভীরভাবে) তা হ'লে বৎস! একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখ,—এতদিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে!

প্রবর। দ্যুর—কি বল! তুমি ভগবান্ নাকি?

শকুনি। হ্যাঁ বৎস! পাপমুখে আর কি ক'রে বলি!

প্রবর। সত্যি? মাইরি?

শকুনি। স্থির হও বৎস! তোমার জন্য আমি বড়ই কাতর!

প্রবর। এঁ্যা—তুমিই ভগবান? তা হ'লে একবার নেচে নিই! (নৃত্য) প্রভু! একবার তবে বিরাটরূপটা দেখিয়ে দিন!

শকুনি। ক্রমে দেখাব! ভক্ত রে! তোকে এক এক ক'রে আমি ছোট বড় সকল রূপই দেখিয়ে দেবো,—এখন এই একটা মোহনরূপ দেখে নে! (ত্রিভঙ্গিমভাবে ও হাস্যমুখে দণ্ডায়মান)

প্রবর। দেখুন প্রভু! যদিও আপনি মোহনরূপ না দেখালেন, তা একটা দেখ্‌বার জিনিষ বটে,—কিন্তু প্রাণটা আপনাকে ভগবান্ ব'লে তেমন খুসী হ'চ্ছে না কেন বলুন দিকি? আপনি যে ভগবান্— তা চেহারার একটু অপূর্ব্বত্ব দেখে—কিছু কিছু বিশ্বাস হ'চ্ছে!

শকুনি। দেখ, বৎস! এখন একটা কাজ কর দিকি—তা হ'লেই তোমার মনের গোলমাল সব কেটে কুটে যাবে—তুমি ভগবান্ দেখে খুব খুসীও হবে!

প্রবর। কি বলুন প্রভু! শুনলেন তো—আমি আপনার জন্যে কি না ক'রতে পারি?

শকুনি। দেখ,—যেমন রামের পাশে সীতা না হ'লে মানায় না,—তেমনি ভগবানের পাশে ভগবতী না হ'লে কিছুতেই আমাকে মানাচ্ছে না,—তোমারও দেখে সুখ হ'চ্ছে না! তোমাকে এই আদেশ ক'চ্ছি—তুমি চুপি চুপি একটা অতি সুন্দরী রূপসী যুবতীকে সঙ্গে ক'রে এনে আমার পাশে যেই দাঁড় করিয়ে দেবে—তখুনি অম্‌নি আমার বিরাট্ রূপ দেখ্‌তে পাবে! বৎস! এ কার্য্য পার্‌বে কি?

প্রবর। হুঁ—হুঁ—সে বুড়ো যা ব'লেছিল—এইবার একটু একটু মিল্‌ছে! এই বোধ হ'চ্ছে—নিশ্চয়ই ভগবান্! তা প্রভু—একটা মেয়ে-মানুষ কি,—আমি রাজ্যের সুন্দরী যুবতী সারি সারি আপনার পাশে এনে হাজির ক'চ্ছি।

শকুনি। ব্যাস্—ব্যাস্—তা হ'লেই তোমারও মনস্কামনা সিদ্ধি—আমারও ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'রে ভগবানের নাম সার্থক !

প্রবর। তা হ'লে—প্রভুর আবার দেখা পাচ্ছি কোথায় ?

শকুনি। যেখানে আজ পেয়েছিলে ! [প্রবরের প্রস্থান।

সংসারে থাজা মুক্ষু তো সব ব্যাটাকেই দেখ্‌ছি—আমি ছাড়া ! যাক্‌—ব্যাটা পাগ্‌লা মেয়েমানুষ আন্‌তে পারে—একটু নির্জ্জনে ভোগ বিলাস করা যাবে। ব্যাটা কেপেছে,—ভগবান্ ভগবান্ ক'রে ক্ষেপে উঠেছে ! বাম্‌নের ছেলে—ব্যাটাকে তো চাকর ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বো না—এই সব কাজেই লাগিয়ে রাখা যাবে ! মন্দ কি ? রাজারাজড়ার একটা ভাঁড় বিদূষক চাই তো ! চারটী চারটী খাবে—আর এই রকম পাগলামি ক'রবে ! দিনরাত্তির যুদ্ধ ক'রে ক'রে মন টন সব খিঁচ্‌ড়ে গেছে। পাণ্ডব ব্যাটারা তো নির্ব্বংশ হয় না ! এত রকম বুদ্ধি ক'চ্ছি,—তবু ব্যাটাদের কিছু ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি না ! পাশাটাশা খেলে ব্যাটাদের নাকাল ক'রে রাজ্য থেকে তো দূর করে দিয়েছিলুম,—ঐ বুড়ো ভীষ্ম ব্যাটাই তো আবার এনে জোটালে ! যাক্,—ভীষ্মটা নিপাত গেছে—কৌরবদের অনেকটা সুরাহা দেখ্‌ছি ! আছে আর এক ব্যাটা শত্রু বিদুর ! তা মরুক্‌গে,—সে ব্যাটাকে কেউ গ্রাহ্যও করে না ! আজ অর্জ্জুনের ছেলে অভিমন্যু যুদ্ধ ক'র্‌তে আস্‌ছে ! হা-হা-হা ! এই কুরুক্ষেত্রে কত মজাই দেখ্‌ছি। কোন্ দিন আতুড়ের ছেলে তীর ধনুক নিয়ে পাণ্ডবদের দল থেকে লড়্‌ই ক'র্‌তে না আসে ! তা—ভাল ভাল। পুত্রশোকটা বাণের চেয়েও অনেক বেশী লাগে !

[সোমদাসের পুনঃ প্রবেশ]

সোমদাস। তা লাগে।

শকুনি। কে রে ?

সোমদাস। আজ্ঞে—আমি আপনারই একজন ভক্ত! তবে ঐ বিট্‌লে বামুনের মতন আমি ভগবান্ খুঁজছি না; আমি একটা জাম্বুবানকে খুঁজছি!

শকুনি। কি আমার সঙ্গে পরিহাস ? জান আমি কে ?

সোমদাস। তা না জান্‌লে কি আর এসে দয়াময়ের কাছে শরণ নিইছি ? আপনি কৌরব কুলতিলক অন্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র!

শকুনি। না—না—ধৃতরাষ্ট্র নই—তবে হাঁ—

সোমদাস। তবে কি মহারাজকুমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী দুর্য্যোধন ?

শকুনি। আচ্ছা, কেন বল দিকি—আমাকে ঐ রকম গোছ ঠাওরাচ্ছ ? আমার চোখ জ্বল্ জ্বল্ ক'চ্ছে—তবু ব'ল্লে কিনা—অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র! তেমন ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে পোষাকও নেই,—কিসে ঠাওরাচ্ছ যে আমি দুর্য্যোধন ?

সোমদাস। রতনেই রতন চেনে প্রভু! এখানকার লোকজনকে সব আমি রাজামহারাজার মতনই দেখে থাকি! যে ব্যাটার কিছু নেই—কোনও ক্ষমতা নেই—যোগ্যতা নেই, সেও চাল চাল্‌ছে—যেন সমস্ত পৃথিবীটাই তার নিজের হাতের ভেতোর। আর চোক্ থাক্‌তে কাণা, এখানে ষোল আনার ওপোর আঠার আনা লোক। তার ওপোর,—আপনাকে কৌরবশিবিরে ঘুর্‌তে ফির্‌তে দেখি,—একটু বড়দরের লোক ব'লে খাতির ক'র্‌বনা ?

শকুনি। দেখ—তুমি ঠাওরেছ বড় মন্দ নয়! যদিও আমি নিজে ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধন নই,—কিন্তু কৌরবের ভেতোর আমি সকলের বড়! সকলেই আমার হুকুমে—আমার কথায় ওঠে বসে! এত বড় রাজত্বটা আমিই চালাচ্ছি! আমি কে জান ? আমি শকুনি!

সোমদাস। এ্যাঁ সে কি ? দোহাই বাবা ! এটা ভাগাড় নয় বাবা ! আমি বুদ্ধিতে গরু হ'লেও— এখনও মরিনি বাবা !

শকুনি। আরে অর্ব্বাচীন ! আমি কি শকুনি পক্ষী ? আমি কি ভাগাড়ে মরা খুঁজে বেড়াই ?

সোমদাস। তা—শকুনি আর কোন্ কালে শ্যামসুন্দর হয় বাবা ? শকুনি আর কবে ম্যাওয়া মোণ্ডা খায় বাবা ?

শকুনি। তুই কি বলিস্ নরাধম ? আমার কি শকুনির মত দেহের আকৃতি ?

সোমদাস। অনেকটা বাবা—অনেকটা !

শকুনি। আমার কি লম্বা ঠোঁট আছে ?

সোমদাস। ছিল বাবা ছিল—ঠোক্‌রাতে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে বাবা—তেবড়ে গেছে।

শকুনি। আমার কি ডানা আছে ?

সোমদাস। কাপড় চাপা আছে বাবা—কাপড় ঢাকা আছে !

শকুনি। কই দেখি—আমি কি উড়তে পারি ? (উড়িতে চেষ্টা ও পতন)

সোমদাস। ওরে বাবারে—পালাই রে—এখুনি আমায় মুখে ক'রে নিয়ে উড়বে রে ! [বেগে সোমদাসের প্রস্থান।

শকুনি। দাঁড়া তো শালা—আমার সঙ্গে নষ্টামি ? (পশ্চাদনুসরণ)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উপবন

সুভদ্রা ও শ্রীকৃষ্ণ

সুভদ্রা। একি ভ্রাতঃ ! অকস্মাৎ ত্যজি রণভূমি-
রাখি কোথা মিত্র ধনঞ্জয়ে,—
অসময়ে হস্তিনায় উপনীত আজি ?

শ্রীকৃষ্ণ। ভদ্রে! নাহি কোন চিন্তার কারণ;
ত্যজিয়া অর্জ্জুনে একা সংসপ্তকরণে,
নিশ্চিন্তে আসিনি হেথা।
গত যুদ্ধে শ্রান্ত অতি নারায়ণীসেনা,
রণে হানা এখনও দেয় নাই সবে,—
এখনও আহবে লিপ্ত নহে ধনঞ্জয়।
শিবিরে রাখিয়া তারে,—
সাক্ষাতের তরে এসেছি হেথায়।
আছে মম গোপনীয় কথা তব সনে,—
কহ ভগ্নি! উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হবে মম?

সুভদ্রা। সিদ্ধিরূপী তুমি ভ্রাতা—
সিদ্ধিদাতা সবাকার সর্ব্বসাধনায়,—
কি কারণে হেন প্রশ্ন জিজ্ঞাস আমায়,
না পারি নির্ণিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। সুভদ্রা ভগিনী!
অদ্বিতীয়া বুদ্ধিমতী বিদুষী লো তুমি,—
অবিদিত কি আছে তোমার?
দিবাঅবসানে রাত্রি হয় যেই মত,
রজনীর শেষে পুনঃ হয় দিবা,
আলোকের পরে যথা অন্ধকার,
জীবনের শেষে নিশ্চয় মরণ—
ধরণীর যেইরূপ স্বভাব নিয়ম,
যুগশেষে যুগান্তর—সৃষ্টিশেষে লয়,
তেমতি স্বভাবসিদ্ধ জেনো সুলোচনা!
ধর্ম্মবিপর্য্যয় হের ধরামাঝে,

যুগান্তর তেঁই প্রয়োজন,
নব ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন।
আদর্শ মানব ধনঞ্জয়,
যেই গীতাতত্ত্ব শিক্ষা দিছি তাঁরে,
সমগ্র ভারতে তাহা হইবে বিস্তৃত।
সে উদ্দেশ্যসাধনে আমার,
একমাত্র সাধনা অর্জ্জুন,
সিদ্ধি তুমি দেবী বীরাঙ্গনা!

সুভদ্রা। নহি ভ্রাতঃ! সিদ্ধি নহি আমি;
শক্তিহীনা অবলা রমণী,
সে ক্ষমতা কোথায় আমার?
একাধারে তুমি ব্রত, তুমি হে সাধনা,
তুমি বিনা কিবা সিদ্ধি ভবে?
মোরা সবে তোমারি অধীন।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন ভদ্রে! যেই মহাব্রতে ব্রতী আমি,
যতুকুল পাণ্ডুকুল না হলে মিলিত,
উদ্‌যাপিত না হবে সে ব্রত।
বলিয়াছি বার বার,—
এ ব্রতের সাধনা অর্জ্জুন।
তাই শক্তিদান করিতে তাহায়,
প্রেমাঞ্জলি দিয়ে তব করে,
তোমারে লো পার্থপদেকরেছি অর্পণ।
সখাসম্বোধন—সারথ্যগ্রহণ তার,
উদ্দেশ্য আমার পার্থে শক্তিদান।
জ্ঞাতিবন্ধুগুরুহিংসাভয়ে,—

পার্থের হৃদয়ে—
যে বীরত্বতেজ মুগ্ধ ছিল এতদিন,
শুনি গীতা উপদেশ গাথা—
যদিও সে তেজ লভেছে চেতনা,
পূর্ণ উদ্দীপনা তবু অভাব তাহার।
স্নেহ দয়া মায়া কাতরতা—
শক্তিহ্রাস কারণ জগতে।
তেঁই ভগ্নি—করি অনুরোধ,
তোমা হতে কোনদিন শক্তির লাঘব,
পাণ্ডুবংশে যেন না হয় কাহার।

সুভদ্রা। দুর্ভেদ্য রহস্য যদুপতি!
শক্তিহীনা আমি দুর্ব্বলা রমণী,
আমা হতে পাণ্ডুশক্তি কি হবে লাঘব?
সর্ব্বশক্তি মূলাধার তুমি হে মাধব!
রক্ষা কর সতত পাণ্ডবে,—
কেবা হেন ভবে—লাঘাবিবে সেই শক্তি?
আমি অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র নারী,—
বল হে মুরারি—
কেন মোরে অকারণ হেন অনুযোগ?

শ্রীকৃষ্ণ। সাধ্বী সতী ভগিনী আমার!
কি কারণ হইলে বিস্মৃত,
রমণীই পুরুষের শক্তির আধার?
বীরাঙ্গনা ধন্য সে ললনা,—
পতিপুত্রে বীরধর্ম্মপালনের তরে,
সমরে উৎসাহ দান করে যে সতত।

কিন্তু—বীরকার্য্যে ক্ষত্রবীরে অগ্রসর হেরি,
অধীরা কাতরা যেই নারী—
আঁখিবারি সদা করে বরিষণ ;
সর্ব্বকার্য্যবিনাশন স্নেহমায়াবশে,
পোষি হৃদে বাৎসল্য মমতা—
বীরপ্রাণে কাতরতা করে যে সৃজন,
তাহারি কারণ—
বীরগণ ধৈর্য্যচ্যুত হয় সেইক্ষণে ;
সেই নারী হতে,
এ জগতে পুরুষের শক্তির লাঘব।

সুভদ্রা। বুঝেছি হে চিন্তামণি—মনোভাব তব !
ছলনায় আর বৃথা ভুলায়ো না মোরে।
হে মধুসূদন—
শ্রীচরণে সকলি তো করেছি অর্পণ ;
অসার এ মোহমায়া মমতা বন্ধন,—
নারায়ণ ! তব ইচ্ছা কেমনে রোধিব,—
বাধা দিব তব কার্য্যে কেমনে শ্রীহরি ?
পতিপুত্র পেয়েছি হে তোমারি প্রসাদে,—
রাখিবে যাহারে তুমি,
সে রহিবে আমার হইয়ে !
নরনারী নিয়তির পরাধীন সবে,
সে নিয়তির নিয়ন্তা হে তুমি বিশ্বপতি—
শক্তি কার প্রতিকূল করে আচরণ ?
জনার্দ্দন ! তব ইচ্ছা হউক পূরণ,—
আমি কেন বাদী হব তায় ?

শ্রীকৃষ্ণ। বিস্ময় মানিনু ভগ্নি! তব আচরণে!
এ তিন ভুবনে, তোমা সম নাহি বীরাঙ্গনা!
ওহে ভদ্রে চির-আয়ুষ্মতী,
ধর্ম্মে মতি তব রহুক অটল।
আসি ভগ্নি—যেতে হবে সংসপ্তকরণে।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

সুভদ্রা। দূরে যাও দুর্ব্বলতা হৃদয় হইতে!
ব্যাকুলতা না কর আশ্রয় মোরে!
বাঁধি মায়াডোরে মমতা নিগড়ে,
অক্ষয় অমর করি কে রাখে কাহারে?
এ সংসারে ধন্যা সেই নারী—
স্বধর্ম্মপালনে সদা দৃঢ়মতি যার!

[যুদ্ধ-সাজে অভিমন্যুর প্রবেশ]

একি বৎস! অকস্মাৎ কেন রণসাজে?

অভিমন্যু। মা গো! আসিয়াছি শ্রীচরণে লইতে বিদায়—
রণে যেতে হবে মা এখনি!
জান না জননি!
পিতৃগুরু দ্রোণাচার্য্য বীর,
ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ,
ঘোরতর করিছে সংগ্রাম?
নিয়োজিত পিতা মম সংসপ্তকরণে,
সে কারণে—ধর্ম্মরাজ বরিলেন মোরে—
আজি যুদ্ধে সেনাপতিপদে।
আশীষ কর গো দেবি—
পিতার গৌরব যেন পারি রক্ষিবারে;

দেহ শিরে পদধূলি মাতা !

সুভদ্রা। বীর তুমি বৎস—বীরকার্য্যে ব্রতী,
এ হ'তে কি প্রীতি বল বীরজননীর ?
কোন্ প্রাণে নিবারিব রণে যেতে তোরে,-
বীরপত্নী আমি বীরাঙ্গনা !
কিন্তু—শুনিয়াছি কৌরবমন্ত্রণা,
বীরধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন,
ঘটাইবে রণে তব ঘোর অমঙ্গল।

অভিমন্যু। অন্ধের সন্তান মা গো পাপিষ্ঠ কৌরব—
পাপে অন্ধ চিরদিন সবে।
ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সার—
শুনেছি মা তোমার সকাশে ,
ধর্ম্মযুদ্ধে জয় সুনিশ্চয়—
ত্রিভুবনে কয় সর্ব্বজন।
করি প্রাণপণ—ধর্ম্মপথচ্যুত নাহি হব।

সুভদ্রা। বৎস ! এতক্ষণে বুঝেছি নিশ্চিত,
উপস্থিত পরীক্ষা ভীষণ—
অভাগিনী সুভদ্রাসম্মুখে।
পাষাণে বেঁধেছি প্রাণ,
নাহি স্থান তাহে মায়া মমতার.
বিধাতার লিপিপূর্ণ হইবে নিশ্চয় !
ক্ষত্রিয়তনয় !
যাও রণে—
বীরধর্ম্ম করহ পালন,
নিবারণ কভু না করিব !

যাও বৎস! নির্ভয়ে সমরে;
জননী-স্বভাব-জাত স্নেহ দয়া মায়া—
আবরিয়া সুকুমার কায়া তব,
অক্ষয় কবচ সম রক্ষিবে তোমারে।
অর্জ্জুনতনয় তুমি—
রণভূমি বীরদর্পে করি বিকম্পিত,
স্থাপিত অক্ষয়কীর্ত্তি কর ধরামাঝে।

[সুভদ্রার **প্রস্থান**।

অভিমন্যু। প্রসন্নবদনে মাতা দানিলা বিদায়,
বৃদ্ধি তায় শতগুণে যেন বাহুবল।
একি স্বপ্ন? পাণ্ডবের সেনাপতি আমি?
ধর্ম্মরাজ নিজহস্তে বরিলেন মোরে,—
রক্ষিতে সমরে পিতার সম্মান!
পাণ্ডব-বাহিনী কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা,
নাবিকবিহীনা বিপন্না তরণীপ্রায়—
ঝটিকায় ভাসে যেন অকূল সাগরে।
তার রক্ষাভার আজি আমার উপরে।
অর্জ্জুনের পুত্র আমি—সুভদ্রাকুমার—
শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য-ভাগিনেয়,
কি সাধ্য দ্রোণের—রোধিবে আমার গতি?
এই ভুজে মম—
দুর্জ্জয় পার্থের বল—শিক্ষা গোবিন্দের,
দ্রোণাচার্য্যে তবে কিবা ডর?
তুচ্ছ চক্রব্যূহ বালির বন্ধন,—
উড়াইব ফুৎকারপ্রদানে।

[উত্তরার প্রবেশ]

উত্তরা। শুনেছ কি প্রাণনাথ—
বজ্রাঘাত হইয়াছে আজি,
সংসার-উদ্যানে এক কোমল-কুসুমে ?

অভিমন্যু। সে কি প্রিয়তমে—
কেন হেন অমঙ্গল-বাণী বিধুমুখে ?
কিবা দুঃখে—বল কি বিষাদে,
কাঁদে প্রাণ—আঁখি ছল ছল প্রাণেশ্বরি ?

উত্তরা। আর কেন কর ছল বল প্রাণেশ্বর—
আর কেন মিষ্টভাষে ভুলাও দাসীরে ?
হেরি যোদ্ধ্‌বেশ—মস্তকে উষ্ণীষ,—
তীব্র আশীবিষ সম—কক্ষে দোলে অসি,
অঙ্গে বর্ম্মচর্ম্ম—পৃষ্ঠে তূণধনুর্ব্বাণ,—
কিসে প্রাণ উত্তরার মানিবে সান্ত্বনা ?

অভিমন্যু। বড় ভাগ্যবতী তুমি পুণ্যবতী সতি !
পতি তব সেনাপতি কুরুক্ষেত্ররণে !
হের আশীর্ব্বাদ উষ্ণীষে আমার.
দোলে গলে বীরবাঞ্ছনীয় হার,—
দ্রোণ-প্রতিদ্বন্দ্বী আমি !
ধর্ম্মরাজকৃপাগুণে—
লভিলাম আজি রণে দুর্ল্লভ সম্মান।

উত্তরা। না—না—প্রিয়তম—ভ্রমপূর্ণ তুমি !
প্রত্যয় না হয়—হইয়ে নির্দ্দয়,
ধর্ম্মরাজ দেছেন বিদায়—কালরণে।
কোমলাঙ্গে হেরি বীরসাজ,—

বাজ বাজে অধিনীর প্রাণে।
নহে শত্রুগণে,—বধিতে আমায়—
স্ব-ইচ্ছায় চলেছ সমরে !
হায়—হায়—কে জানিত তুমি এতই নিষ্ঠুর !
সুলোচনে ! সত্য আমি নিষ্ঠুর নির্ম্মম !
নহে,—কি হেতু বিলম্ব করি হেথা ?
সেথা কুরুক্ষেত্রে মম সৈন্যগণ—
অনুক্ষণ প্রতীক্ষায় আছে মোর তরে,—
গগন বিদরে—পাণ্ডবের হাহাকারে ;
হয় তো বা দ্রোণাচার্য্যশরে,—
এতক্ষণে হইয়াছে কত সৈন্যক্ষয় ;
সত্য আমি নির্দ্দয় উত্তরে !

উত্তরা। জীবনবল্লভ !
চপলা বালিকা দাসী—ক্ষম অপরাধ !
করুণার প্রস্রবণ দয়িত আমার,
দয়ার সাগর তুমি ;
নহে,—মরুভূমি হোতো উত্তরা-হৃদয়।
নিষ্ঠুর কে বলিবে তোমায় ?
নহ তুমি—বীরধর্ম্ম নিষ্ঠুর তোমার !
রাখ নাথ মিনতি আমার,—
কর পরিহার—নিষ্ঠুরতা উপাসনা হেন !

অভিমন্যু। একি লো উত্তরা—
কাতরতা কি হেতু এত যুদ্ধনাম শুনে ?
কহ বরাননে,—
নহ কি ক্ষত্রিয়া তুমি বিরাট-তনয়া,—

অর্জ্জুনের পুত্রবধূ—অভিমন্যু-প্রিয়া—
সুভদ্রাদেবীর শিষ্যা—পাণ্ডুকুলবধূ?
জেনেছ কি শুদ্ধ—কহ বিধুমুখি—
প্রেম বিনা এ ছার সংসারে,—
রমণীর নাহি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য অপর?
কল্পনানয়নে দেখ একবার,—
জনক আমার
বিরাজেন রণক্ষেত্রে হিমাদ্রির মত;
সহিছেন দেহে অবিরত,—
কত শত অস্ত্রাঘাত—বজ্রাঘাত সম।
কুরুরাজ করি কপটতা,
নিয়োজিত করিয়াছে পিতারে আমার,
ভীষণ সে সংসপ্তকরণে।
দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ—
বন্দী করিবারে চাহে ধর্ম্মরাজে।
সমূহ বিপদ চারিধারে;
উপেক্ষি সবারে—
রব অন্তঃপুরে রমণী-অঞ্চল ধরি?

উত্তরা। না—না—প্রাণনাথ!
যেও না আমারে ত্যজি!
আজি নাহি জানি কেন এত কাঁদে প্রাণ?
রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়পুত্র তুমি,
বীরত্ব তোমার নহে অবিদিত;
বীরেন্দ্র রথীন্দ্র নাথ—তুমি যাবে রণে,—
তব কেন ভয় মনে বুঝিতে না পারি!

হাসিমুখে নিত্য যাও—নিত্য কর রণ,
ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ রণস্থল তব ;
বল—বল হৃদয়বল্লভ !
আজি কেন অস্থির এ অবলা-অন্তর ?
পদে ধরি করি নিবারণ,
প্রাণধন ! রক্ষা কর অভাগীজীবন,
রণ সাধে কাজ নাহি আর।
ওহে প্রাণাধার !
আজি সাধে বাদ আমি সাধিব তোমার,—
শত্রু হব আশাপথে তব।
শত্রু-নাশ ক্ষত্র-ধর্ম্ম যদি—
নাশ গুণনিধি ! এই ক্ষুদ্র শত্রু নারী
খরতর তরবারি—
বিদ্ধ কর আমূল এ হৃদে !
স্বামিপদে মহাসুখে ত্যজি হে জীবন—
করি শব দরশন—
শুভযাত্রা কর প্রাণেশ্বর ! (পদমূলে পতিতা)

অভিমন্যু। ধৈর্য্য ধর চন্দ্রাননে—
শান্ত কর হৃদয়ের বেগ ;
মনের আবেগ বালা—
জানাইও পরমেশ পায়।
হায় প্রিয়ে ! কার সাধ হেন,
সযতনে রোপিতা লতিকা—
চরণে দলিত করে নিদয় হইয়ে !
প্রিয়ে ! আপন ইচ্ছায় কি লো ছেড়ে যাই তোরে ?

পরাইয়ে অশ্রুমালা গলে,
সবলে ছেদিয়া তব প্রণয়বন্ধন—
বিসর্জ্জন করিয়া মমতা, –
সাধে কি লো মাগি আজি বিদায় তোমার ?
কি করিব—কর্ত্তব্য কঠোর—
মায়াডোর ছেদিবারে কহে বার বার !
ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মপালন—
শিখিয়াছি এ জীবনে কর্ত্তব্য প্রধান !
তাই প্রাণ দিতে—চলেছি সমরে !
আরে আরে বসন্তের মাধবীলতিকা !
সবে তো তমালমূল করিয়ে বেষ্টন,
বর্দ্ধিত হইতেছিলি অতি ধীরে ধীরে,—
হায়—বুঝি বিধাতা বিমুখ ;
প্রভঞ্জনে উৎপাটিত হয় বুঝি তরু !
হায়—নাহি জানি—
যোদ্ধা কেন কণ্ঠে পরে রমণীরতন !
জীবনসঙ্গিনী ! মুছ আঁখিবারি,—
হেরি চারুমুখে হাসি—যাই রণাঙ্গনে !

(উত্তরার অধোমুখে রোদন ও অভিমন্যুর স্বহস্তে তাহার নয়নমার্জ্জন)

[পশ্চাদ্ভাগে রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী। (স্বগতঃ) কি সৌভাগ্য তোর লো উত্তরে !
কত পুণ্যে নাহি জানি তুই পুণ্যবতী !
দিবানিশি পতি ফেরে পায় পায়,
নাহি চায় তিলেক ত্যজিতে !

মুখে মুখে বুকে বুকে কতই সোহাগে,—
কত অনুরাগে—মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণে,
প্রেমের স্বপনে সদা রয়েছ বিভোর!
কিন্তু, নাহি জান— সুখনিশি ভোর হবে ত্বরা!

অভিমন্যু। (উত্তরাকে বাহুপাশে বেষ্টনপূর্ব্বক)
কথা কও অমৃতভাষিণি!
কি হেতু সাধের বীণা নীরব আমার?
কোথা হাসি—কোথা সেই বাশরীঝঙ্কার?
অশ্রুপারাবারে আজি—
নিমজ্জিত করিলে সকলে?
কেন এত আকুলি-বিকুলি প্রিয়ে?
আবার আসিব ফিরে জিনিয়া সমর।
পুনঃ—এই মত পবিত্র চুম্বনে,
সহাস্য-আননে তব—
মুছাইব আনন্দাশ্রুরাশি প্রিয়তমে! (চুম্বন)

(পশ্চাদ্ভাগে অকস্মাৎ রোহিণীর ভূতলে পতন)

(দ্রুতপদে অভিমন্যু ও উত্তরার রোহিণীর নিকটে গমন)

অভিমন্যু। একি—একি—ভিখারিণি?
ভূমিতলে মূর্চ্ছিতা কি হেতু?

উত্তরা। একি ভগ্নি! কেন হেন দশা?

রোহিণী। এঁ্যা—এঁ্যা—কোথা আমি?
না—না— বুঝেছি এখন—
রম্য উপবনে হেরি প্রেম-অভিনয়!
রাজপুত্র! বিরাটনন্দিনি!
ভাল দোঁহে শিখিয়াছ আচরণ!!

অভিমন্যু। কেন ভিখারিণি!
কিবা অপরাধ আমা দোঁহাকার?

উত্তরা। ক্ষমা কর—জ্ঞানশূন্যা আমি,
না জানি—না বুঝে কি করিয়াছি দোষ

রোহিণী। হে কুমার! ভিখারিণী মাগিছে বিদায়,—
হেন অবিচার,—সহা নাহি যায় আর!
ক্ষত্রবীর!
নিরন্তর প্রাণে যার প্রেমখেলা সাধ,
বিষাদপূরিত হৃদি রমণীরোদনে,
ক্ষণে ক্ষণে হয় যে জনের,—
কি কারণে তার যুদ্ধসাধ?
শুনিলে এ সমাচার ক্ষত্রিয়সমাজ,—
উপহাসে উপেক্ষিবে তারে।
বাজিছে সমর-বাদ্য গভীর নিক্কণে
রণাঙ্গনে শুন ওই।
মত্ত রণমদে সৈনিকনিচয়,—
ছুটিছে তুরঙ্গদল—
তরঙ্গ সকল সিন্ধুবক্ষে ছোটে যথা!
রথোপরি শোভে মহারথিবৃন্দ যত,
প্রকাণ্ড কোদণ্ড—টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ,—
রুদ্ধ কর্ণ ভীমশঙ্খনাদে—
জলদের গরজন শ্রাবণে যেমতি;
কহ রথী—এ হেন সময়ে তুমি;
কি করিছ উপবনে জায়াসনে মিলি?

অভিমন্যু। ভিখারিণি!

দেবী তুমি, জ্ঞানদাত্রী বীরের রমণী !
উত্তরা—উত্তরা—আর নাহি অবসর,—
না হব কাতর,আর আঁখিজল হেরি।

[অভিমন্যুর প্রস্থান।

উত্তরা। কোথা যাও—ক্ষণেক দাঁড়াও প্রাণেশ্বর !
ছি—ছি—কেমন রমণী তুমি—
প্রাণে তব নাহি কোমলতা ?
ব্যথা না লাগিল,—পতি-পত্নী-ভেদে ?
কহ ভিখারিণি ! কি কারণে শত্রু তুমি মম ?
যেই দিন দেখিনু তোমায়,
সেই দিন শিহরিল কায়,
কি জানি কি ভয় উপজিল মনে !
মনে হয়—ঈর্ষামাখা কটাক্ষ তোমার,—
অপ্রসন্ন যেন তুমি সদা মোর' পরে !
ভাসি আঁখিনীরে—
পতিরে বিদায় দিতে কুরুক্ষেত্ররণে,—
পশি উপবনে—কর্কশবচনে—
তিরস্কার করিলে দোঁহায় ;
শেলাঘাত করি বক্ষে মম,—
বিচ্ছেদ করালে পতিসনে মোর

রোহিণী। কেন সতি—অপরাধী করিছ আমায় ?
অন্যায় কেমনে দেখি চক্ষের উপর ?
এতকাল সুখে ছিলে পতিসনে—
মগ্ন কত প্রেম-আলাপনে,
সে সময়ে আমি— বাধা কি দিয়েছি কভু ?

হেন কোমলতা—দুর্ব্বলতা এত,
সাজে কি তোমারে বল ক্ষত্রিয়কুমারি!
আমি ভিখারিণী নারী—
বুঝিতে না পারি—
রাজার কুমারী—ক্ষত্ররাজপুত্রবধূ,
বীরকার্য্যসম্পাদনে—
কেমনে বা বাধা দেয় আপন পতিরে!
শত্রু যদি ভাব লো আমারে—
অন্তঃপুরে আর নাহি রব। [রোহিণীর প্রস্থান

উত্তরা। হায় ভগবান—বুঝিতে না পারি—
কি আছে তোমার মনে! [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুরুক্ষেত্রের একাংশ

রথোপরি অভিমন্যু ও রোহিণী

অভিমন্যু। অদ্ভুত কৌশল তব রথ-সঞ্চালনে,—
রণাঙ্গনে চারিধারে ফিরিনু নিমেষে!
দ্রোণ-সৈন্য-অভিমুখে—
এইবার রথ-অশ্ব করহ চালন।

রোহিণী। বীরবর! চক্রব্যূহ নেহার' অদূরে!
ভীমসেন-প্রমুখ পাণ্ডব,—
যুদ্ধার্থী সকলে হের ধায় দ্রোণ-প্রতি!
অবিরাম শরবৃষ্টি শন্ শন্ রবে—
রণবাদ্যসহ মিশি রোধিছে শ্রবণ!

শোন দূরে—উঠিল ভীষণ রব—
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল-জলধি কম্পিত ;
অধীর ভূধরব্রজ সে ভীম-নিনাদে।
দেখ— দেখ হে বীরকেশরি।
যেইরূপ জলস্রোত ভীষণ প্রবল,
দুর্ভেদ্য পর্ব্বত—
অতিক্রমে না হয় সক্ষম,—
পাণ্ডবীয় বীরগণ দেখ সেইরূপ,
দ্রোণাচার্য্যে কোনমতে নারে উল্লঙ্ঘিতে।

অভিমন্যু। নাহি শঙ্কা শুন ভিখারিণী—
চল দ্রুত চক্রব্যূহ-মুখে !
অনিবার্য্য বেগে মম—কুরুসৈন্যগণে,—
চৈত্রবায়ুবিতাড়িত তূলারাশি প্রায়,
নিক্ষেপিব চারিধারে !

রোহিণী। হে কুমার !
সত্য কি হে চক্রব্যূহ পারিবে ধ্বংসিতে ?
চতুরঙ্গে বিনির্ম্মিত—
ঝলসিত মহা-অস্ত্র কত ;—
কোটী কোটী ঘন অটবী-সজ্জিত যেন,—
শোভে হের এ ভীষণ ব্যূহ—
রবি-কর-দীপ্ত দূরে শৈল শ্রেণী সম !

অভিমন্যু। শৈশব-ক্রীড়ায় কাটায়েছি এতকাল,
আজি যুদ্ধ-ক্রীড়া দেখিবে আমার !
অসিমুখে অরাতি-শোণিতে—
কালের পাষাণ-বক্ষে করিব লিখিত,

ধনঞ্জয় পিতা মম,—গোবিন্দ মাতুল।
বজ্র যথা চূর্ণে গিরিমালা,—
অস্ত্রাঘাতে সেইরূপ
বিচূর্ণিব ব্যূহের প্রাচীর।
ধাও ইরম্মদ-বেগে হে সারথি!

[রথ লইয়া উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কুরুক্ষেত্র ব্যূহদ্বার

জয়দ্রথ

জয়দ্রথ। হে শঙ্কর—দেব ত্রিপুরারি!
আজি তব আশীষগৌরব—
ব্যাপ্ত হবে চরাচরমাঝে।
হিংসানলে তাপিত অন্তর,
পাণ্ডবশোণিতে আজি হবে সুশীতল,—
প্রতিবিন্দু যার—স্বর্গসুধাসম জ্ঞান হয় মম।
নাহি অন্য সুখ-আশা, শান্তির কামনা—
পাণ্ডবনিধন বিনা!
পাণ্ডববিনাশ—
ধর্ম্ম অর্থ চতুর্ব্বর্গ মম।
আরে আরে জঘন্যমূরতি ভীম!
শুধু তোরি তরে আছি অপেক্ষায়;
কৃপাময় হরের প্রসাদে,
মনোসাধে লব অপমান-প্রতিশোধ।

[দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ]

দ্রোণাচার্য্য। সাবধান সিন্ধুরাজ!
প্রাণপণে রুদ্ধ করি ব্যূহদ্বার—
রক্ষ আপনার পদ।
পশিয়াছে পাণ্ডব সদলে—
ধনঞ্জয়পুত্র অভিমন্যুসনে,—
হের দূরে রথধ্বজা সে সবার।
ভীমসেন গদাপ্রহরণ,—
বিনির্ম্মিত বৈদূর্য্যরতনে—
লোচনশোভিত মহাসিংহধ্বজ তার!
হের চমৎকার—ধর্ম্মরাজরথে,
সুবর্ণনির্ম্মিত গ্রহগণপরিবৃত,
চন্দ্রধ্বজ শোভিছে অদূরে!
বাজে তাহে সুমধুরস্বরে—যন্ত্রসহকারে—
নন্দ উপনন্দ দুই মৃদঙ্গ বিপুল।
মহাবীর নকুলের ধ্বজে—
অত্যুগ্র সুবর্ণপৃষ্ঠ শোভিছে সরভ!
হের হংসধ্বজ সহদেবরথে!
পঞ্চপুত্র দ্রৌপদীর পঞ্চধ্বজোপরে—
ধর্ম্ম—বায়ু—দেবরাজ—
অশ্বিনীকুমার দোঁহাকার,—
প্রতিমূর্ত্তি হের শোভমান!
বীরপুত্র অভিমন্যু সেনাপতি আজি—
আসে ঐ বিচিত্র স্যন্দনে,—
অপূর্ব্বসজ্জিত রথী রথের উপর।

সুমার্জ্জিত অস্ত্রোপরি রবির কিরণ—
ধাঁধিছে নয়ন !
হবে আজি সমর ভীষণ—
তিলমাত্র নাহিক সংশয় ।
বালক বলিয়া তাঁরে নাহি কর হেলা ;
যাই আমি ব্যূহকেন্দ্রে দুর্য্যোধনপাশে ।

[দ্রোণাচার্য্যের প্রস্থান

জয়দ্রথ । অসহ্য—অসহ্য এই বৃদ্ধের বচন ;
আসে অনুক্ষণ—
রণশিক্ষা দিতে জয়দ্রথে !
অকর্ম্মণ্য শক্তিহীন ভীরু,—
দুর্য্যোধনগুরু বলি সহি অপমান,—
নহে—রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়সন্তান—
না মানিত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে !

[অভিমন্যুর প্রবেশ]

অভিমন্যু । পিতৃস্বসৃপতি সিন্ধুরাজ !
হের আজ পুত্রতুল্য অর্জ্জুননন্দন—
রণস্থলে তোমার সম্মুখে ;
পূজ্যগুরু তুমি—প্রণমি হে পদে !

জয়দ্রথ । আরে আরে দুর্বৃত্ত বালক !
রণক্ষেত্রে পরিহাস জয়দ্রথসনে ?

অভিমন্যু । কহ তাত ! পরিহাস কি হেতু করিব ?
ক্ষত্রিয়তনয়—
দেবদ্বিজগুরুপূজ্যজনে,
ভক্তিপ্রদর্শনে সম্মান প্রদানে—

কভু নাহি করে অবহেলা !
কহ দেব—ব্যূহদ্বারে কি হেতু আপনি ?

জয়দ্রথ। আরে সর্পশিশু !
নবীন বয়সে তোর এতই ছলনা ?
ভেবেছ কি মনে—
মিষ্টভাষে প্রাণে মম মমতা জাগায়ে,
প্রাণ লয়ে নিরাপদে করিবি প্রয়াণ !
আরে রে অজ্ঞান !
নাহি জান জয়দ্রথে— পাণ্ডবশমনে।
আসিয়াছ রণে—
বীরবৃন্দসনে অস্ত্রক্রীড়াতরে ?
ক্ষুদ্র ক্ষীণ কলেবর তোর,—
তর্জ্জনী-আঘাতে তব নিশ্চয় মরণ,—
শস্ত্রের প্রহার হায়—কি করিব তোরে ?
যা'রে ফিরে জননীর কোলে,
স্তন্যপানে পুষ্ট হও আরো কিছুকাল !

অভিমন্যু। অধর্ম্ম-আচারী নীচ ক্ষত্রিয়জঞ্জাল !
এই কি রে বীরোচিত ভদ্র সম্ভাষণ ?
হলাহল পরিপূর্ণ ও পাপরসনা,
কেমনে বলনা হায়—
সুধাময় বাণী তায় হবে উচ্চারণ !
নিম্ববৃক্ষমূলে ঢালে যদি ক্ষীর,
বিনিময়ে মিষ্টফল দেয় কি সে তরু ?
নীচ সনে যেবা করে ভদ্র আচরণ,
মূর্খ সেই জন,—

উচিত এ কার্য্য নহে তার !
পশু-প্রাণ নরের আকার,—
জঘন্য ঘৃণিত ক্লেদ তুই বীরকুলে,
অনার্য্যের দলে আসন রে তোর,—
শিষ্টতা ভদ্রতা হায় তুই কি জানিবি ?
ঘোর অত্যাচারী—রমণীমর্য্যাদানাশী,—
কলঙ্কিত হবে মম অসি—
স্পর্শিলে ও পাপদেহ তব !

জয়দ্রথ। বাচাল বালক !
মহাকাল ধরিয়াছে জটে বুঝি তোর ?
কিম্বা—হইয়াছে ভারবোধ নবীন জীবন !
নহে, কি কারণ—পতঙ্গ পাবকে যথা,—
প্রজ্বলিত জয়দ্রথক্রোধানলে পড়ি,
পুড়িবারে এত সাধ ?
শোন হিতকথা—
যাও যথা নিরাপদ স্থান ;
প্রাণভিক্ষা দিনু তোরে কৃপাবশে আজি।

অভিমন্যু। সিন্ধুরাজ !
কৃতার্থ এ দাস তব কৃপাবিতরণে !
দম্ভের বচনে আর নাহি প্রয়োজন,
স্বকার্য্যসাধনে তবে হই অগ্রসর।

(উভয়ের যুদ্ধ ও জয়দ্রথের গদা কাড়িয়া লইয়া অভিমন্যু কর্ত্তৃক দূরে নিক্ষেপ ও তাহার গ্রীবাধারণ)

অভিমন্যু। বীরবর !
যাই আমি ব্যূহমাঝে ;

দেখ খুঁজে,—
তুমি যদি পাও কোথা নিরাপদ স্থান!

[জয়দ্রথকে ধাক্কা দিয়া ব্যূহমধ্যে অভিমন্যুর প্রস্থান।

জয়দ্রথ। একি স্বপ্ন? কিম্বা হেরি প্রত্যক্ষ ঘটনা?
একি বিড়ম্বনা—কহ আশুতোষ!
ছলনায় ভুলায়েছ মোরে এতদিন?
ভেকপদাঘাতে সিংহের পতন?
শিশুহস্তে এত অপমান?
গেল মান,—কেন প্রাণ রাখি তবে আর?
পশিয়াছে অভিমন্যু ব্যূহ-অভ্যন্তরে,—
ওহো—কে জানিত মিথ্যাভাষী দেবতামণ্ডলী!
ওই বুঝি আসে বৃকোদর—

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম। সমুদ্রতরঙ্গমুখে কেরে ক্ষুদ্র তৃণ—
এ হেন সময়ে ভীমের সম্মুখে?

জয়দ্রথ। আমি তব মূর্ত্তিমান কৃতান্ত ভীষণ!

ভীম। নির্লজ্জ কুক্কুর তুই সেই জয়দ্রথ—
মুণ্ডিতমস্তক সেই পাষণ্ড দুর্জ্জন?
বিদগ্ধ বদন—
কোন্ লাজে অনাবৃত করেছ সমাজে?
এই ভীম পদাঘাতে—
একদিন বিতাড়িত হ'য়ে,
প্রাণ লয়ে করেছিলি পলায়ন,
স্মরণ নাহি কি পাপী?
পুনঃ কেন রণবেশে সম্মুখে আমার?

মৃত্যু সাধ হীনপ্রাণে এতই প্রবল !
পিশাচকিঙ্কর—নরকের বিষ্ঠাচর !
যাও—দূর হও—
সারমেয়সনে যুদ্ধ না করে পাণ্ডব !

জয়দ্রথ। আরে দুষ্ট দর্পী বৃকোদর—
ভুলি নাই সেই অপমান !
তীব্র সেই হলাহল—
শিরায় শিরায় মম বহে দিবানিশি।
নাশি তোরে আজিকে সমরে,
অক্ষরে অক্ষরে তার লব প্রতিশোধ।
যেই পশুহস্তে ধরেছিলি কেশ মম,
সেই ঘৃণ্য বাহুদ্বয় কাটিয়া এখনি—
শকুনি—গৃধিনীদলে দিব উপহার !

(উভয়ের গদাযুদ্ধ ও জয়দ্রথের পশ্চাদ্‌পদ হওন)

ভীম। বৃথা এ কল্পনা তব আকাশকুসুম,
যমরূপে ভীম আজি উপনীত হেথা !
ক্ষুদ্র শিশুরণে ক্ষত দেহ তব,
হে সৈন্ধব ! তবু সাধ নিবারিতে মোরে ?
এখনও রয়েছ মূঢ় ব্যূহদ্বার রোধি—
বালুকাবন্ধন যথা সিন্ধুস্রোতমুখে ?
পশিয়াছে অভিমন্যু ব্যূহকেন্দ্রস্থলে,
যাব আমি তার পাশে ;

অভিমঃ বিন্ধ্যাচলসম—মিলি নীলগিরি সহ,
আনন্দে মথিব কুরুসৈন্যসিন্ধু আজি !

ছাড় দ্বার রাখ অনুরোধ,
আরে রে অবোধ !
কি হেতু বিধবা কর দুঃশলা ভগ্নীরে ?
ভগ্নীস্নেহে বীরধর্ম্ম না পারি লঙ্ঘিতে।
যাও চলে প্রাণ লয়ে সুদূর কাননে ;
নহে—বিচূর্ণিত ভীমগদাঘাতে—
হস্তপদ অষ্ট-অঙ্গ কাষ্ঠখণ্ড সম। (উভয়ের **পুনরায় যুদ্ধ**)

জয়দ্রথ। আরে আরে ক্ষিপ্ত কুন্তীসুত !
এই বলে ভাব মূর্খ জিনিবে সমর ?
স্নেহভরে উপেক্ষা করিয়ে,
ছাড়িয়া দিয়েছি পথ ক্ষুদ্র সে বালকে !
ভেবেছ কি গেছে শিশু ব্যূহকেন্দ্রস্থলে ?
এতক্ষণে চূর্ণ তার শীর্ণ কলেবর।
আরে রে বর্ব্বর ! এতকাল পরে,
ঘুচাব সমরসাধ তোমা সবাকার !
কোথা গর্ব্বী ধনঞ্জয়—সুরাসুরজয়ী,—
গোপাল গোপান্নভোজী কোথা সে তস্কর ?
এ সময়ে ডাক একবার ;
দেখি আজি কোন্ মায়াবলে,
মায়াময় কৃষ্ণ আসি রক্ষে পাণ্ডুসুতে !
[উভয়ের **পুনরায় যুদ্ধ**]

[রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী। ক্ষান্ত হও মধ্যম-পাণ্ডব !
জয়দ্রথসনে রণে নাহি প্রয়োজন !
দেবাদেশে নিবারণ করি হে তোমায়,—

দেববাক্য ক'র না লঙ্ঘন !
দেবতার বরে—
পাণ্ডবের ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায়,
জয়দ্রথসনে রণে তব পরাজয়,—
সুনিশ্চয় হবে জেনো বীর !
আজি রণে কুমার একাকী
পাণ্ডবের যশের পতাকা—
উড়াইবে কুরুক্ষেত্রে বীরত্বে আপন !
এস ত্বরা—ধর্ম্মরাজ বিপন্ন সমরে,—
শত্রু-করে রক্ষা কর তাঁরে।

ভীম। একি বিঘ্ন হেরি রণস্থলে !
প্রফুল্লকুসুম সম কে তুমি বালিকা—
ঘোর দাবানলমাঝে ?

রোহিণী। শিবের আদেশে আমি এসেছি হেথায় ;
চল হে ত্বরিতে—
রক্ষিতে বিপদে তব জ্যেষ্ঠ সহোদরে।

[ভীম ও রোহিণীর প্রস্থান।

জয়দ্রথ। প্রণিপাত শ্রীচরণে দেব দিগম্বর !
সন্দিগ্ধ অন্তর হেতু যাচি হে মার্জ্জনা !
আজি রণে জয়লাভ তোমারি প্রসাদে !

[জয়দ্রথের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডবশিবির সম্মুখ

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম। একি—কোথা সে বালিকা—
দিয়ে দেখা সৈন্যমাঝে চকিতে লুকাল ?
কোথা ধর্ম্মরাজ—খুঁজিয়ে না পাই ;
কারে বা শুধাই,—
কোথায় নকুল—সহদেব কোথা ?
ছি—ছি—বড় ব্যথা পেয়েছি অন্তরে !
দেবতার বরে—বলবান জয়দ্রথে,
কোন মতে নারিলাম পরাজিতে,—
প্রবেশিতে ব্যূহের ভিতরে !
সত্য কি এ দেবতা-আদেশ—
ক্ষান্ত দিতে জয়দ্রথ-রণে ?
ভীষণ এ কুরুক্ষেত্র-সমর প্রাঙ্গণে
কেমনে পশিল বালা ?
যেন মনে হয়—দেখেছি কোথায় !
কিন্তু হায়—আমি কেন নারীর কথায়,—
ত্যজিলাম ব্যূহদ্বার—না করি বিচার ?
হা কুমার—নয়ননন্দন !
অগণন অরাতিবেষ্টনে—
নাহি জানি কি দশা তোমার !
হায়—হায়—জানে সে নিশ্চয়,
আছি আমি সাথে সাথে পশ্চাতে তাহার !

কি করি—কি করি—
ব্যূহদ্বারে কোনমতে না পারি যাইতে !
যাই প্রান্তান্তরে,—
দেখি যদি ব্যূহভঙ্গ করিবারে পারি।

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির। একি—একি—ভাই বৃকোদর—
বলহ সত্বর—কি দশায় প্রাণের কুমার !
শুনি ব্যূহদ্বারে—জয়দ্রথে করি পরাজয়,-
গিয়াছে সে শত্রুদলমাঝে !
কেন তুমি নাহি তার সাথে ?

ভীম। হায় ধর্ম্মরাজ !
বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল আমার,—
তাই অকস্মাৎ রমণীকথায়—
করিয়াছি নিদারুণ সর্ব্বনাশ আজি।
ত্যজি জয়দ্রথে ব্যূহদ্বারে,
আইনু সত্বরে দেব—তোমার সন্ধানে,—
শুনি তুমি বিপন্ন সমরে !

যুধিষ্ঠির। কেবা দিল অলীক এ সমাচার ?
হায়—হায়—সর্ব্বনাশ ঘটেছে নিশ্চয় !
বুঝিতে না পারি—
নারী কোথা হ'তে এল বা সমরে !

ভীম। সুনিশ্চয় মায়ার ছলনা ;
নহে কেন হেন বিড়ম্বনা,
ঘটিল হে ধর্ম্মরাজ ?
কিম্বা আজি বৃকোদর আচ্ছন্ন কুহকে.—

পলকে ঘটিল তাই হেন অঘটন !

যুধিষ্ঠির। চল—চল—যাই ত্বরা করি ;
বুঝি আজি দৈবদুর্ব্বিপাকে—
কলঙ্ক-কালিমা মুখে হয় বা লেপিত !

[উভয়ের প্রস্থান।

[ভগ্ন-কুরুসৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ]

১ম। বাপ্—বাপ্—ছোঁড়ার কি বিক্রম ! যমের বাড়ী পাঠিয়েছিল আর কি !

২য়। আর ব্যূহ রচে কাজ নেই বাবা,—দেহখানা থাক্‌লে অনেক কাজে লাগ্‌বে !

১ম। হাজার হোক্ অর্জ্জুনের ব্যাটা কিনা—

২য়। রাধামাধব ! ওকি ব্যাটা ? ও অর্জ্জুনের পিসেমশাই ! বড় বড়—বুড়ো বুড়ো,—বীরবংশের বীরের ব্যাটা বীরেদের একেবারে ক্ষীর খাইয়ে ছেড়ে দিচ্ছে—

১ম। আর আমাদেরও হাঁড়ী চাটাচ্ছে ! আচ্ছা ভাই—কে একটা ছুঁড়ী চাদ্দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বল্ দেখি !

২য়। বুঝ্‌লিনি—উনিই পাণ্ডবদের জয়লক্ষ্মী ! ঐ ওঁরই জন্যে তো এই এতটা কাণ্ড ! নইলে—একটা ছোঁড়ার সাধ্য কি যে একা এতগুল লোককে হিম্‌সিম্ খাইয়ে দেয় !

১ম। ওরে দেখ্—দেখ্—আবার কে একজন ছুঁড়ী।

২য়। আরে এতো বড় খারাপ লক্ষণ দেখ ছি ! সরে পড়ি চল্—সরে পড়ি চল্— [উভয়ের প্রস্থান।

[উত্তরার প্রবেশ]

উত্তরা। কোথা যাব—পথ নাহি পাই !
জিজ্ঞাসিব কারে—কোথা প্রাণেশ্বর !

অগণন শর—
উল্কাসম নিরন্তর ছোটে চারিধারে !
বিন্ধে যদি মোরে ক্ষতি নাহি তায় ;
কিন্তু হায়—কি করি উপায়—
কোথায় বা দেখা পাব তাঁর ?
নাহি ক্ষুদ্রপথ,—
রণক্ষেত্র সমাকীর্ণ শবে,
একি দৃশ্য বিভীষিকাময় !
প্রশান্ত-বদনে—
অনন্ত-শয়নে হায়—কেহ বা নিদ্রিত !
ঘূর্ণিত নয়নে—
দন্তে দন্ত করিয়া ঘর্ষণ,
চারিধারে আছে পড়ে শোণিতকর্দ্দমে !
ছিন্ন-হস্তপদ-শির,—
অস্ত্রাঘাতে কেহ বা অধীর,—
শকুনি গৃধিনী কারে করিছে ভক্ষণ !
কি ভীষণ রণক্ষেত্র হত্যালীলাভূমি !
কোথা তুমি উত্তরার স্বামি !
দেখা দাও ভয়াকুলা পত্নীরে তোমার !

(ভূতলে উপবেশন ও রোদন)

[রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী। ন্যায়যুদ্ধে কে জিনে কুমারে ?
হাহাকারপূর্ণ কৌরবসমাজ !
একা বীর যোঝে যেন লক্ষ যোদ্ধা সম !
ছি ছি—কে জানিত কুরুবীরগণে—

শক্তিহীন জনে জনে দুর্ব্বল এমন !
হবে না কি তবে বাসনা পূরণ মম ?
একি---কে তুমি রমণী ধরাসনে ?

উত্তরা। ওগো আমি অভাগিনী—পতিকাঙ্গালিনী।
কেবা তুমি—কৃপা কর মোরে ;—
(উঠিয়া) চিনেছি চিনেছি নারী—চিনেছি তোমায়,--
সর্ব্বনাশমূলাধার তুমি মম,
কতই উদ্যোগে--ভুলাইয়ে কত ছলে,
আনিয়াছ রণস্থলে পতিরে আমার !

রোহিণী। কে তুমি ? উত্তরা ?
কুলবধূ—একা রণস্থলে ?
পাণ্ডবঘরণী—ছি—ছি কেমন আচার ?
কলঙ্কে না কর ভয় ?
একাকিনী গৃহবাস ত্যজি—
আসিয়াছ পতির সন্ধানে ?
ক্ষত্রিয়রমণী—বীরপত্নী হ'য়ে--
ভাল দিলে পরিচয় !

উত্তরা। হা নিষ্ঠুর নারি !
প্রাণের বেদনা মম তুমি কি বুঝিবে !
সতীর চরিত্র হায় কি জানিবে তুমি ?
পতিগতপ্রাণা সতী,—
নহে সে ক্ষত্রিয়—শূদ্র—চণ্ডাল—ব্রাহ্মণ,
পতি বিনা নাহি তার অন্য পরিচয়,
শূন্যময় ত্রিসংসার পতির বিরহে !
নাহি লাজ লজ্জা মান অভিমান,

পতির কারণে—
ছার প্রাণ অনায়াসে পারে বিসর্জ্জিতে !
সাধি করে ধরি, বল কোথা প্রাণেশ্বর মম !

রোহিণী। অবোধ রমণি !
এ ভীষণ স্থানে—বল লো কেমনে,
পাবে তুমি পতিদরশন !
করহ শ্রবণ—ভীষণ গর্জ্জন,—
সৈন্যকোলাহল—টলমল তাহে ধরা !
অস্থির বাসুকী আজি সহিতে সে ভার !
ভূচরখেচর প্রাণিবর্গ সবে—
ত্যজিছে জীবন—ভয়ে বিকট নিনাদে !
নির্ম্মল আকাশে হের শায়কসম্ভার—
ঢাকিল সূর্য্যের কর ;—
ক্রমে অন্ধকার আবরিল ধরিত্রীরে !
যাও গৃহে ফিরে—
স্বামীর কল্যাণতরে পূজ ইষ্টদেবে !
জিনিবে সমর,—বীরশ্রেষ্ঠ পতি তব ;
কালি প্রাতে বসিয়ে প্রাসাদে—
বিজয়বারতা সতি—পাবে লোকমুখে !

উত্তরা। কেন—কেন—লোকমুখে কেন ?
দলি রিপুদলে,—
কুতূহলে জয়সমাচার,
দিবে না কি প্রাণেশ্বর যাইয়ে আপনি ?
বীরত্বকাহিনী তাঁর—
পরমুখে কি হেতু শুনিব ?

বল বল—কতক্ষণে দেখা পাব তাঁর !
বল সত্য ভগিনী আমার—
হবে দেখা—হবে দেখা এ জীবনে আর ?
বল বল—ধরি লো চরণে—
রণ-অবসানে উত্তরার প্রাণাধার—
প্রাসাদে তো ফিরিবে আবার ?

রোহিণী। ছি ছি ছি ছি—বিরাটনন্দিনি !
আগে নাহি জানি—স্বার্থপর তুমি এত !
বীরব্রত-উদ্‌যাপনতরে—
সমরে গিয়াছে পতি,—
দিবারাতি অমঙ্গলকামনা তাঁহার ?
দৈহিক সম্বন্ধ শুধু পতিসনে তব ?
গৌরববিভব যদি লভে ক্ষত্রবীর,
পদ্মপত্রনীর সম—
ক্ষণস্থায়ী এ জীবন করি বিনিময়,—
দুঃখ কিবা তায় ?
অক্ষয় অমর বল' কেবা এ ধরায় ?
ছার দেহ-অবসানে—
অনন্তমিলনে স্বর্গে রবে পতিসনে।

উত্তরা। না না—না না -বোলো না ও কথা !
স্বর্গসুখ না করি কামনা—
গৌরববিভবে নাহিক বাসনা,
পতিসঙ্গ বিনা—উত্তরা জানে না কিছু !
চাই—চাই মাত্র স্বামীরে আমার !
ত্যজ মোরে করিব সন্ধান—

কোথা মম প্রাণ,—
কই— কোথা—কোথা প্রাণেশ্বর।

[উত্তরার বেগে প্রস্থান

রোহিণী। কতদূরে যাবে অভাগিনী !
সংজ্ঞাহীনা ধরাতলে পড়িবে এখনি !
তুলে লয়ে রথের উপর—
সত্বর আসিব রেখে পাণ্ডবশিবিরে !

[উত্তরার পুনঃ প্রবেশ]

উত্তরা। ওগো—ওগো—যেতে নাহি পারি—
পথ নাহি পাই—কেমনে বা যাই !
এই পথে—এই পথে—ঐ ঐ—প্রাণেশ্বর !

(মূর্চ্ছিতা হইয়া উত্তরার ভূতলে পতন)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নিবিড় অরণ্য

চন্দ্রলোকবাসিনীগণ

গীত

আমরা ঐ চাঁদের কোণা।
দেখ, চাঁদের মতন অঙ্গ শীতল—মুখখানি চাঁদপানা।
এই, নরম দেহে গরম হাওয়া সয় না ধরা'পর,
এই, কঠিন মাটিতে চলিতে চরণ হয় কত কাতর!
তোমরা—ঐ আকাশপানে চেয়ে থাক,
উদাস প্রাণে চেয়ে দেখ,—
ছোট ছেলের' দোহাই দিয়ে—হাত নেড়ে ডাক,—
তাই, ঢাল্‌তে সুধা মনমাতানো
করি হেথায় আনাগোনা॥

[সোমদাসের প্রবেশ]

সোমদাস। তাই তো বলি—এমন সময় অন্ধকার নিবিড় বনের ভেতর ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিলে কে? এ যে দেখছি আমাদের মূর্ত্তিমানেরা।

১ম চ। কি গো সোমদাস—ভাল তো?

২য় চ। কি গো—কথা কইছ না যে?

৩য় চ। কি গো—পৃথিবীতে এসে ব'দ্‌লে গেলে নাকি?

৪র্থ চ। কি গো আমাদের কি চিন্‌তে পাচ্ছ না?

সোমদাস। হাঁ হাঁ—থাম্‌লে কেন—চলুক্ চলুক্; এই তো সবে গণ্ডা ভর্ত্তি

হ'ল—এখনও এক ঝাঁক্ বাকী! বলিহারী বাবা তোমাদের জাতকে! একটু দয়া নেই—ধর্ম্ম নেই—মায়া নেই—মমতা নেই! একটী নিরীহ অবলা ব্যক্তিকে পেয়েছ—আর অমনি একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে গিল্‌তে এসেছ?

১ম চ। তা—কি ক'রব বল—তুমি যে কথার জবাব দিচ্ছ না—

সোমদাস। মুখ তো সবে একটা,—জবাব দিতে হবে দেড়বুড়ি! তা যাক্—এখানে কি মনে ক'রে বল দিকি?

১ম চ। আমরা রাণীঠাক্‌রুণকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে;—তিনি চন্দ্রদেবকে নিয়ে আজই চন্দ্রলোকে যাত্রা কর্‌বেন।

সোমদাস। হাঁ—তা অনেকক্ষণ বুঝেছি! রণচণ্ডী হ'য়ে মাগী যুদ্ধক্ষেত্রে যে রকম হাঁক্কাই হাঁক্কাই ক'রে বেড়াচ্ছে,—একটা কিছু কাণ্ড না করে আর ছাড়্ছে না।

২য় চ। তুমিও তা হ'লে আমাদের সঙ্গে আজ যাচ্ছ তো?

সোমদাস। না—আমার একটু কাজ আছে;—একবার নারায়ণ কি রকম ছ্যাঁচড়া নররূপ ধারণ করেছেন, সেইটুকু দেখে—একটা পেন্নাম ঠুকে—ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাব। নাও—আর ঝামেলা বাড়িও না—এখন তোমরা সরে পড় দিকি,—আমার এইখানে একটু কাজ আছে! আঃ—আবার তান ধ'চ্ছ যে? জ্বালালে বাবা!

চন্দ্রলোকবাসিনীগণের গীত

মেতেছে ঐ প্রেম-সমরে প্রেমিক অলি কলিসনে।
বিলাইছে সুধারাশি মলয় অনিল ফুল্লমনে।
ফুলে ফুলে করে আলিঙ্গন,
রেণু রেণু মিশাইয়ে সেজেছে কেমন;
অলি)—পায়নাকো ঠাঁই—একি বালাই, তবু ধায় ঐ মধুপানে।

গরবিণী ফুলরাণী,—
(তার) কিসের গরব নাহি জানি,
চায় না ফিরে নাগরে লো—হ'য়ে নারী কোমলপ্রাণী ;
যৌবনশেষে শুকিয়ে যাবে,
কে তখন ফিরে চাবে,
(ও সে) ভাস্‌বে নিজে নয়নজলে,
আপন জালায় জ্ব'লে প্রাণে ॥

[একদিক দিয়া চন্দ্রলোকবাসিনীগণের নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রস্থান ।

[অন্য দিক্ দিয়া প্রবরের প্রবেশ]

প্রবর। এঁ্যা—থেমে গেল ? এঁ্যা—এঁ্যা—চলে গেল যে—একটাও নেই ? সব কটাই চলে গেল ? এঁ্যা—ঝাঁকের ভেতোর থেকে দুটো চার্‌টেও প'ড়ে রইল না ?

সোমদাস। একটা তোমার উপভোগের জন্যে আছে বই কি !

প্রবর। এঁ্যা কৈ কৈ ? একটা—একটাই সই ! কই—কই—কোথা—

সোমদাস। (সম্মুখে আসিয়া) এই যে প্রাণনাথ—আমি !

প্রবর। আরে মর্—তুই কে ? তুই তো মদ্দ !

সোমদাস। মাদী করে নিতে কতক্ষণ বাবা ! তোমাদের পৃথিবীতে কি মাদী মদ্দে তফাৎ আছে ?

প্রবর। আরে তুমি,—তুমি ? আ—সর্ব্বনাশ ! তুমি এখানে কোথা থেকে ?

সোমদাস। আমাকে সীতার বনবাস দিয়ে গেছে দাদা ?

প্রবর। তারপর !

সোমদাস। তারপর আর কি ? তুমি বাল্মীকি এসে জুটেছ—এই বার তোমার কোলে একজোড়া লবকুশ প্রসব করে দিই আর কি !

প্রবর। আচ্ছা দাদা! বন্ধু! ভাই! তুমি তো বেশ আমোদে আছ? তবে কি ভগবানকে তুমি পেয়েছ?

সোমদাস। কেন ভগবানকে পাওয়া ছাড়া—আর কি পৃথিবীতে আমোদ কর্‌বার কোন ব্যবস্থা নেই? দিব্যি খাচ্ছি—দাচ্ছি—বেড়াচ্ছি—মেয়েমানুষের গান শুনছি—

প্রবর। আরে রাম-রাম! ভোগবিলাস—মেয়েমানুষ,—এই সবেতে লিপ্ত থাক্‌লে তুমি সাতজন্মেও ভগবানকে পাবে নাকি?

সোমদাস। না—তা পাব কেন? তোমার মতন ঐ ব্যাটা জোচ্চোর শকুনি-শ্যাল্‌নির পাল্লায় প'ড়লে একেবারে চতুর্ভুজ হয়ে ভগবানের কাঁধে হাত দিয়ে বেড়াতে পার্‌ব! আ মরি!

প্রবর। এ্যাঁ—শকুনি-শ্যাল্‌নি কে? হ্যাঁ হ্যাঁ—ঐ ব'লে—ঐ শকুনি মামা ব'লে—সকলে ভগবানকে ডাকে বটে!

সোমদাস। আচ্ছা হ্যাঁহে—সত্যি তুমি কি এম্‌নি ন্যাকা—না ন্যাকা সেজে কিছু মতলবে আছ বাবা—ঠিক্ ক'রে বল দিকি!

প্রবর। তবে সত্যি কথা বলি দাদা! প্রথম দিন ওর রকম সকম দেখে কেমন হ'য়ে গেছ্‌লুম! ভাব্‌লুম—হ'বেও বা ভগবান! কারণ—শুনেছিলুম ভগবান এখন পাণ্ডব-শিবিরে আছেন—

সোমদাস। তা ওটা কি পাণ্ডবশিবির?

প্রবর। তা তো নয় দেখ্‌লুম!

সোমদাস। তবে আবার তার কাছে প'ড়েছিলে কেন?

প্রবর। প'ড়েছিলুম কই! টেনে পাড়ি মেরে একেবারে অন্ধকারে বনের ভেতর! উঃ—ব্যাটা শকুনি মামা আমাকে আচ্ছা নাকাল করেছে! যা হোক্, খুব পালিয়ে এসেছি কিন্তু!

সোমদাস। তবে ছুঁড়িগুলোকে ডাক্‌ছিলে কেন?

প্রবর। একটু ফাঁকায় গিয়ে গান শু'ন্‌ব ব'লে! দুঃখের কথা কি

ব'ল্‌বো দাদা—প্রাণে সখ্‌ টুকু ষোলো আনা অথচ সব ছেড়ে ছুড়ে ভগবানকে পেতেই হবে!

সোমদাস। তোমার রোগ যা—তা বুঝিছি! শুধু তোমার কেন—পৃথিবীর লোকের সবারই দেখ্‌লুম—ঐ একই রোগ! বুড়ো হয়েছে,—যম এসে চুলে ধরেছে,—বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছে—শিগ্‌গীর যেতে হবে,—কাজেই কি করে—লোকদেখানো সব ছেড়ে ছুড়ে—নামাবলী গায়ে দিয়ে—কুঁড়োজালি হাতে ক'রে—মুখে ক'চ্ছেন 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ!' কিন্তু প্রাণটা প'ড়ে রয়েছে সমস্ত সংসার-টার ওপর! সুখসম্পদ ধনজন ছেলেপুলের ওপোর তখনও মনটা সাড়ে সতেরো আনা!

প্রবর। তা কি করা যায় ভাই—ভগবানকেও তো চাই,—তাঁকে তো একবার ডাক্‌তে হবে?

সোমদাস। কেন হবে? পৃথিবীতে এসেছ—তিনিই তো পাঠিয়েছেন—তাঁরই কাজ ক'চ্ছ! আবার মন না চাইলেও তাঁকে ওষুধ গেলার মতন জোর করে ডাক্‌তে হবে,—এই বা কোন্‌ দিশি কথা? ইচ্ছে হয়—মন যদি তাঁকে ডাক্‌তে চায়—ডাক্‌বে! না ডাক্‌তে চায়—না ডাক্‌বে! ভগবান অন্তর্য্যামী—তাঁর সঙ্গে জুচ্চুরী? মুখে ব'ল্‌ছ "ভগবানকে চাই,"—প্রাণ ব'ল্‌ছে "বেড়ে মেয়েমানুষ!" তিনি টের পাচ্ছেন না? বটে?

প্রবর। তুমি কি একবার তাঁকে দেখ্‌তে চাও না?

সোমদাস। এতদিন চাইনি,—এইবার ইচ্ছে হয়েছে—যাই দেখে আসি।

প্রবর। তাঁকে দেখতে পাবে? ভগবান তোমাকে দেখা দেবেন?

সোমদাস। তাঁর বাবা—বসুদেব নন্দ পর্য্যন্ত দেখা দেবেন,—তিনি তো ছেলেমানুষ!

প্রবর। দাদা! দোহাই তোমার, আমারও ঐ সঙ্গে কাশীবাসটা করিয়ে দাও দাদা! দোহাই বল্‌ছি,—আমাকে সঙ্গে নাও—

সোমদাস। চল—আমার আপত্তি নেই!

[উভয়ের প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুরুক্ষেত্র—ব্যূহাভ্যন্তর

কর্ণ

কর্ণ। কর্ত্তব্যনির্ণয়—
ভীষণ রহস্যময় কর্ণের জীবনে!
পড়ে মনে সে দিনের কথা,—
যবে ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে,
আসি মম বাসে অতিথির রূপে,
পরীক্ষা করিতে দাসে—করিলা আদেশ,
নিজহস্তে পুত্রশির করিতে ছেদন,—
পড়িলাম বিপাকে তখন!
একদিকে পুত্ররক্ষা কর্ত্তব্য মহান্,
অতিথিসৎকার—নিজ প্রতিজ্ঞাপলন,—
কর্ত্তব্য বিষম অন্যদিকে!
সেই দিন ঠেকেছিনু দায়!
শ্রীহরি-কৃপায়—
উত্তরিনু পরীক্ষাসাগরে।

যবে সেই পুণ্যদিনে—
জাহ্নবীর তীরে আসি মাতা কুন্তীদেবী,
করিলেন অনুরোধ, ত্যজিয়া কৌরবে—
মিলিবারে পাণ্ডবের সনে,—
কি কর্ত্তব্য নিরূপণে ঘটিল বিভ্রাট!
এক দিকে অন্নদাতা রাজা দুর্য্যোধন,
অন্যদিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা!
আজি হেথা পড়েছি সে দায়ে!
অমরনিন্দিত রূপ সৌন্দর্য্যপুতলি—
ভ্রাতুষ্পুত্র মম অভিমন্যু শিশু,
প্রাণাধিক বৃষকেতু সম—
স্নেহের আধার সেই নয়নরঞ্জন,
কর্ত্তব্যের অনুরোধে রণ তার সনে।
বদ্ধপরিকর আমি নিধনে তাহার!
কিন্তু হায়—অন্তর আমার—
কি জানি কেন বা ভাসে মমতার স্রোতে!
ছি ছি—বীরচিতে একি দুর্ব্বলতা?
অনলে কি হেতু শৈত্য বুঝিতে না পারি!

[রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী। অঙ্গরাজ!

কর্ণ। একি—একি জয়লক্ষ্মী মাতা!
পুনঃ দেখা দিলি মা অধমে?
কি আদেশ কহ কৃপা করি!

রোহিণী। বীরবর!
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধকালে হেরি ভাবান্তর,

কাতর অন্তর মম !
হেরি শিশু-পরাক্রম ভীত কি হে তুমি ?
রণভূমি ত্যজিবারে করেছ মনন ?

কর্ণ। অন্তর্য্যামী মাতঃ !
অবিদিত মনোভাব নহে তো তোমার !
সত্য বটে ভাবান্তর দুর্ব্বল হৃদয়ে,—
কিন্তু, ক্ষত্রধর্ম্ম বিসর্জ্জনে নাহি আকিঞ্চন !

রোহিণী। তবে কেন বৎস—বিষণ্ণ বদন ?
কি কারণ নিশ্চেষ্টতা—অবসাদ হেন ?
গ্রহফেরে একা যদি না পার নাশিতে—
রণক্ষেত্রে অরাতিরে,—
কেন না বিনাশ' তারে মিলি সপ্তরথী ?

কর্ণ। একি কথা কহ দেবি ?
ক্ষত্রিয় হইয়ে—
নিষাদের আচরণ কি হেতু করিব ?
কোন্ প্রাণে কলঙ্ক অর্পিব ক্ষত্রনামে ?
ধরাধামে চিরদিন নিন্দিবে সকলে !

রোহিণী। ধরা'পরে গাহিবে সুযশ—
ক্ষুদ্র বালকের রণে হ'লে পরাজিত ?
অঙ্গেশ্বর ! আছে কি স্মরণ,
একদিন করেছিলে পণ,
বঞ্চিতা না করিবে আমারে—
যেই ভিক্ষা তব পাশে যাচিবে এ দীনা ?
আজি এ প্রার্থনা—
নাশ' রণে অভিমন্যুবীরে,—

ন্যায় কিম্বা অন্যায় সমরে,
ছলে বলে যে কোন কৌশলে,
তিলমাত্র না করি বিচার !

কর্ণ। অনুমতি কর দাসে দেবি !
শস্ত্র করি করে—
ন্যায়যুদ্ধে বিমুখিব দেব বজ্রপাণি !
সম্মুখ-সংগ্রামে ভেটিব শঙ্করে,
মাতিব সমরে দেবসেনাপতি সনে !
কিম্বা কহ যদি,
পশিয়ে জলধি-গর্ভে অথবা অনলে—
অবহেলে তনু দিব বিসর্জ্জন !
শ্রীহরি-আদেশে—প্রতিজ্ঞাপালন-আশে—
অনায়াসে কেটেছিনু নিজপুত্রশির !
ধরি শ্রীচরণে
দেহ আজ্ঞা আজি অধম সন্তানে,
এই শাণিত কৃপাণে—বক্ষ বিদারি আপন,
ও যুগল রক্তিম চরণ,
রঞ্জিত করিয়া দিই উত্তপ্ত শোণিতে।
বিনিময়ে এই মাত্র দেহ ভিক্ষাদান,
এ অধর্ম্মে নিপাতিত কোরো না আমারে।
হোক্ মহাশত্রু ধনঞ্জয় মম,
আজীবন প্রতিদ্বন্দ্বী হোক্ সে আমার,—
তবু পুত্র তার—ভ্রাতুষ্পুত্র মম।
পিতৃসনে বিরোধকারণে—
পুত্র কেন হবে অপরাধী ?

বধি তারে কি ইষ্ট লভিব ?
মিটাইব কোন্ প্রতিহিংসাতৃষা ?

রোহিণী। মূর্খ !
নিতান্তই মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে তব !
নহে কেন রণস্থলে এ হেন প্রলাপ ?
আজীবন ছিল এ ধারণা,—
মহাযোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ দাতাকর্ণ তুমি,—
এবে দেখি— মিথ্যাবাদী হীন কাপুরুষ !
শিশুর বিক্রমে ভীত হয়ে রণাঙ্গনে,
ছলভাবে ভুলায়ে সবারে
চাহ বুঝি ক্ষান্ত দিতে রণে ?
বুঝিনু এক্ষণে—
বিশ্বাসঘাতক তুমি ক্ষত্রকুলগ্লানি !
ভুলেছ কি ধনঞ্জয় কি শত্রু তোমার ?
তার পুত্রে এত স্নেহ বিতরণ ?
আরে মূর্খ সূতের নন্দন !
কর তবে ভবিষ্যৎ চিত্র দরশন ;—
অর্জ্জুনের করে তব দুর্গতি ভীষণ—
কর নিরীক্ষণ কল্পনা-নয়নে। (কর্ণবধচিত্রপ্রকাশ)
খোল আঁখি—দেখ ঐ চিত্র ভয়ঙ্কর !
রথচক্র তব গ্রাসিয়াছে বসুমতী ;
বিরথী হে তুমি অঙ্গরাজ—
সাজসজ্জাহীন—কবচকুণ্ডলহারা,—
পার্থপাশে করযোড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাহ !
দেখ—দেখ—ন্যায় কি অন্যায়—

অসহায় তব কায়—বীর ধনঞ্জয়—
মৃত্যুবাণ হানে মহোল্লাসে !
হাসে দেখ নারায়ণ বসি রথোপরে। (চিত্র অদৃশ্য)
[রোহিণীর প্রস্থান।

কর্ণ। একি স্বপ্ন—কিবা হেরি প্রত্যক্ষ ঘটনা ?
একি দেবী—কোথায় লুকাল—
ছলনায় ভুলাইয়ে অকৃতী এ সুতে ?
তমসা-আবৃত চিতে—
প্রজ্বলিত করি দিব্য জ্ঞানের আলোক,—
আচম্বিতে কোথা মাতা করিলে প্রয়াণ ?
মা—মা—কর ক্ষমা অবোধ-সন্তানে,
কোটী কোটী প্রণিপাত চরণ-অম্বুজে !
ধনঞ্জয় কালসর্প—ক্রূর সে দুর্ম্মতি ;—
তার পুত্র অবশ্যই অরাতি আমার !
কেবা অভিমন্যু ?
কি সম্বন্ধ কর্ণ সনে তার ?
অর্জ্জুন-নন্দন—মহাশত্রু গণি তারে !
শার্দ্দূলের মৃগশিশু ভক্ষ্য চিরদিন,—
অবশ্য বধিব রণে পার্থের কুমারে !

[অভিমন্যুর প্রবেশ]

অভিমন্যু। অঙ্গরাজ !
বহুক্ষণ হ'তে করি তব অন্বেষণ !
বিরস বদনে কেন রয়েছ নিভৃতে ?
জয়দ্রথ-বীরত্বের দারুণ সংবাদ—

এসেছে কি তব পাশে ?
তাই ত্রাসে হেন দশা বুঝি বীরবর !

কর্ণ। আরে—আরে দুর্ব্বিনীত হীনপ্রাণ শিশু !
এত বাক্যরাশি কোথা করেছ সঞ্চয় ?
বুঝি, ধনঞ্জয় পিতার সকাশে ?
বাক্যের কৌশল—শুধু ছলনা চাতুরী,
জানি পাণ্ডবের বংশগত রীতি !
বীরত্বের পরিচয় দেছে তব পিতা—
বৃদ্ধ ভীষ্মে করিয়া নিধন ;
নপুংসক শিখণ্ডীরে রাখিয়া সম্মুখে—
বড় সুখে অস্ত্রহীনে বরষিলা শর !
হেন বীরবর পার্থপুত্র তুমি,—
রণভূমি ধন্য আজি তব পদার্পণে !
যাও,—রহ গিয়ে সুভদ্রা-অঞ্চল-আড়ে,—
বাড়ে দুঃখ তব দশা হেরি !

অভিমন্যু। সূতপুত্রে এত কোমলতা,—
আশ্চর্য্যের কথা—শুন অঙ্গপতি !
এবে দেখি একবার—
মহারথী নাম তুমি কেমনে পাইলে !

কর্ণ। কতক্ষণ রে অজ্ঞান রবে মর্ত্ত্যে তুমি,
অস্ত্রখেলা দেখিতে আমার !
জীবলীলা অবসান মুহূর্ত্তে হইবে,—
নয়ন মুদিবে হায় জনমের মত !

অভিমন্যু। কৌরবরথীন্দ্র যত—
প্রথম সাক্ষাতে মুখে আস্ফালন,

এই মত করেছিল সর্ব্বজন !
কিন্তু, যুদ্ধকালে পলায়ন—
প্রধান লক্ষণ দেখি কুরু-পক্ষীয়ের !

(উভয়ের যুদ্ধ ও কর্ণের পলায়ন)

অভিমন্যু। ধন্য বীর—
ধন্য শিক্ষা পাইয়াছ গুরুর সদনে। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কৌরবপ্রাসাদ—কক্ষ

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়

ধৃতরাষ্ট্র। হে সঞ্জয় !
কহ আজিকার যুদ্ধ-সমাচার !

সঞ্জয়। নরনাথ !
কহিবার নয় আজি যুদ্ধের সংবাদ।
অর্জ্জুনকুমার একা পশি রণভূমে,—
যে বীরত্ব করি প্রদর্শন,—
ভেদিল দ্রোণের চক্রব্যূহ,
ইতিহাসে সে কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে,—
অনন্ত—অনন্তকাল রহিবে লিখিত !
ভীত পরাজিত পুত্র তব—
ওই আসে জানাতে বারতা !

[দুর্য্যোধনের প্রবেশ]

দুর্য্যোধন। প্রণিপাত শ্রীচরণে পিতঃ !
সর্ব্বনাশ দেখি আজ রণে ;

মানপ্রাণ সবি যায় বুঝি !
কৌরবের গর্ব্বরাশি এতকাল পরে—
শিশু করে খর্ব্ব হয় আজি !
সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপী ধনঞ্জয়সুত,—
যুঝে একা চতুর্গুণ পিতার প্রতাপে ;
মহারথী অস্থির সকলে !
কি উপায় করি এবে আজ্ঞা দেহ দাসে !

ধৃতরাষ্ট্র। বৎস !
শক্তিহীন বৃদ্ধ চির অন্ধ আমি,—
বিপন্ন সময়ে হেন—
কি আদেশ করিব তোমারে ?
কি আদেশ এতকাল মেনেছ আমার,
তাই আজি আসিয়াছ—সুবোধ কুমার,
পিতৃ-আজ্ঞা লইবারে ?
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি চির-অভিমানী,
ঠেলি হিতবাণী—মম অনুরোধ,
আত্মীয়বিরোধ ঘটালে স্বেচ্ছায়,
কিবা সুখ লভিতেছ তায় ?

দুর্য্যোধন। সুখশান্তি প্রার্থী নহি পিতা !
মাত্র জয়-আশা প্রবল অন্তরে !
ক্ষুদ্র সুখে ক্ষত্রিয়হৃদয়—
পূর্ণ কভু হয় ?
জানি সুনিশ্চয়—
করি পান ঈর্ষাসিন্ধু-মন্থন-সঞ্জাত—
দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধাজয়রস,'

সুখী কভু হব না জীবনে ;
তবু সাধ মনে—জয়ী হই রণে,
সবংশে পাণ্ডবগণে করিয়ে নিধন,—
প্রতিদ্বন্দ্বী-শত্রুহীন করি আপনারে !

ধৃতরাষ্ট্র। ধিক্—ধিক্—তোরে ভ্রাতৃদ্রোহী !
পাণ্ডবের সনে হেন নীচ আচরণে,
আত্মজনবিদ্বেষকারণে,—
তব নিন্দাধ্বনি—
পরিপূর্ণ করিতেছে অম্বর অবনী—
সমুচ্চ ধিক্কারে !
জিনিয়া কপটদ্যূতে,
পাঠাইলে বনবাসে করি গৃহহীন,—
আজীবন এই ভাবে রবে কি শত্রুতা ?
কৌরবের পাণ্ডবের এক পিতামহ,
কেমনে বিস্মৃত হও বুঝিতে না পারি !

দুর্য্যোধন। বিস্মৃত কি হেতু হব মহারাজ ?
এক পিতামহ যদিও দোঁহার,—
তবু—ধনে মানে তেজে এক নহি মোরা
পর হ'ত যদ্যপি পাণ্ডব,—
ক্ষোভ নাহি ছিল মম তাহে !
রজনীর শশী—
মধ্যাহ্ন-তপনে হিংসা কভু করে ?
কিন্তু, প্রাতে এক পূর্ব্ব-উদয়-শিখরে,
দুই ভ্রাতৃ-সূর্য্য স্থান নাহি পায় !
বিতণ্ডার নাহিক সময়,

চাহি মাত্র রণজয়,
সেই হেতু আসিয়াছি তব পাশে !
দ্রোণাচার্য্য গুরুদেব,—কর্ণ মহাবীর,—
মম উপদেশে,—
নাহি চায়—অন্যায় সমরে,
নাশিতে সে কালসর্পশিশু !
মম অনুরোধে আসি সভাস্থলে,
আছে সবে তব আদেশ অপেক্ষা করি !

ধৃতরাষ্ট্র । কি কহ দুর্ম্মতি ?
ষোড়শবর্ষীয় হায় সে ক্ষুদ্র বালকে,
নাশিবে অন্যায় রণে,—
চিরজীবনের তরে কলঙ্ক লভিতে !

দুর্য্যোধন । বালকের রণে হ'লে পরাজিত,
হবে না কলঙ্ক পিতঃ—আমা সবাকার ?
লোকনিন্দা তুচ্ছ গণি মনে,—
ভ্রূক্ষেপ না করি তায় !
ন্যায়যুদ্ধে পাণ্ডব কি করে ?
অর্জ্জুনের করে ভীষ্ম নিপাতিত,—
নহে কি সে অন্যায় সমরে ?
ধরা'পরে কে কোথায় ন্যায়যুদ্ধ করি,—
পরাজিল শত্রুগণে ?
ত্রেতাযুগে—রামচন্দ্র অযোধ্যার পতি,—
কোন্ ন্যায়রণে,—
নাশিল রাবণে—কিম্বা কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে ?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে,—

কিবা যুদ্ধে ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ ?
তবে কেন হবে কলঙ্ক আমার ?
কলঙ্কে বা ভয় কিবা মম ?
নিবেদন শুন নরনাথ,
ন্যায়যুদ্ধ করিতে বারেক,
পাঠায়েছি রণে,—মম পুত্র কুমার লক্ষ্মণে,
অভিমন্যুসনে একা যুঝিবারে।
হোক্ যুদ্ধ সমানে সমান,—
দেখি ফল কিবা হয় তায় !

ধৃতরাষ্ট্র। সুযোধন !
লয়ে গেছ কুরুক্ষেত্রে কুমার লক্ষ্মণে,—
ভানুমতীসনে করি প্রতারণা ?
হায় বৎস—বুঝিনু এখন—
শেষচিহ্ন এ বংশের কিছু না রাখিবে !

দুর্য্যোধন। মহারাজ ! সহে না বিলম্ব আর !
মিনতি আমার,—
দেহ ক্ষান্ত বৃথা তর্কে আসন্ন সময়ে !
আজ্ঞা-অপেক্ষায় আছে সভাস্থলে,
সদলে বীরেন্দ্রগণে ত্যজি রণভূমি !
তিলমাত্র পুত্রস্নেহ,
থাকে যদি তব উদার-হৃদয়ে,
অন্যায় সমরে— নাশিতে অর্জ্জুনসুতে,
অবিচারে দেহ অনুমতি !
নহে,—কাজ নাহি রাজ্যসিংহাসনে,
বনে যাই পাণ্ডবেরে সর্ব্বস্ব প্রদানি

ধৃতরাষ্ট্র। হায় অভিমানী পুত্র !
বিষপূর্ণ কুম্ভে দিয়ে দুই বিন্দু সুধা,
হয় কি সে অমৃতে পূরিত ?
পুত্রস্নেহ মম হ'ত যদি হ্রাস—
মাত্র কয়দিন পূর্ব্বে আর,—
তোমার আমার তাহে হইত কল্যাণ,—
কুরুবংশে না ঘটিত এ হেন বিভ্রাট্।
শুধু স্নেহ তোর 'পরে মম—
অধার্ম্মিক জ্ঞানহারা করিয়াছে মোরে।
কৌরবের হেন সর্ব্বনাশ,—
মম তনয়-বাৎসল্য হেতু !
মণিলোভে কালসর্প করিলে কামনা,
নিজহস্তে ফণা ধরি তার,—
আদরে দিলাম তব করে।
অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে,
চলি তোরে ল'য়ে প্রলয়তিমিরে !
আত্মীয়স্বজন—হিতাকাঙ্ক্ষী জন,
হাহাকার রবে করে নিবারণ,—
শকুনী গৃধিনী করে অশুভ চীৎকার,—
পদে পদে সঙ্কীর্ণ হ'তেছে পথ,
কণ্টকিত কলেবর আসন্ন বিপদে ;
তবু চক্ষুহীন আমি—অন্ধ পুত্রস্নেহে,
দৃঢ়করে বক্ষে ধরি তোরে,
করাল কালের গ্রাসে ছুটি বায়ুবেগে !
নাই সম্মুখের দৃষ্টি,

পশ্চাতের নাহি নিবারণ,—
শুধু অন্তঃস্থলে ঘোর আকর্ষণ--
নিদারুণ নিপাতের হয় অনুভব !
স্নেহবশে তোঁরে সর্ব্বস্ব করেছি দান,
সামান্য কারণে ক্ষোভ না রাখিব মনে !
অধর্ম্ম অন্যায় পথ,
নির্দ্ধারিত কৌরবের তরে,—
অন্যায় সমরে তবে বল কিবা ভয় ?
চল সভাস্থলে,—
জানাইব আদেশ সবারে,
এ দগ্ধ অন্তরে,
পুত্রস্নেহ—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মম ?
লোকনিন্দা—লজ্জাভয় কিবা ?
কুরুবংশরাজলক্ষ্মী—কভু নাহি রবে !
সব যাবে—এ সংসার শূন্যময় হবে !
রবে শুধু অন্ধ পিতা,
বিধাতার শাপ—ভীষণ মমতা—
প্রজ্বলিত নিদারুণ শোকের অনলে !

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুরুক্ষেত্র—ব্যূহমধ্যস্থল

অভিমন্যু

অভিমন্যু। অত্যদ্ভুত ভাবান্তর—
চক্রব্যূহে রথীবৃন্দে কাহারে না দেখি!
জনে জনে ভঙ্গ দিয়ে রণে,
নাহি জানি কোথা করে অবস্থান!
নিগমের না জানি সন্ধান—
এবে চক্রব্যূহমধ্যস্থলে আমি!
গর্জ্জে হুহুঙ্কারে কৌরববাহিনী!
কই ধর্ম্মরাজ,—কোথা বৃকোদর তাত?
রক্ষিতে আমারে কেহ নাহি হেথা?
রথ-অস্ত্র লয়ে—
সারথী আমার গেল কোন্ পথে?
আহা—অবলা রমণী—অরাতির করে,—
নাহি জানি কি দুর্গতি হ'ল!
স্যন্দন-সারথি-হীন—শূন্যতূণধনু,—
অসি মাত্র সহায় আমার!
কতক্ষণ যুঝি এ দশায়?
যায় প্রাণ—ক্ষতি নাহি তায়!
তবু যুদ্ধে হব না কাতর!

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

অভিমন্যু। একি—একি—কুমার লক্ষ্মণ!

রণবেশে কোমল বয়সে—
তুমি কেন ভাই সমরপ্রাঙ্গণে ?

লক্ষ্মণ। যে কারণে তুমি হেথা আজি,
পিতার আদেশে—
আমিও এখানে সেই হেতু !
দেহ রণ মোরে করি হে মিনতি !

অভিমন্যু। লুপ্তমতি পিতার তোমার,—
নহে, জেনে শুনে কেন—
এ হেন দুর্গতি করে আপন সুতের ?
ভাই ! শৈশবের ক্রীড়াভূমি নহে রণাঙ্গন ;—
আদরের ধন তুমি যতনে লালিত,
কতই সম্ভোগে—পিতামাতাকোলে,—
যাও চলে—যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন !
ভীষণ এ সমর-অনল,
মহাবল রথীগণে নারিল সহিতে,—
কেন ঝাঁপ দিবে বল তায় ?
ধরাতলে কে রহে অমর ?
সম্পদবৈভবভোগ নহে চিরকাল !
বিশাল এ কুরুরাজ্যে,
দুইভাই কৌরব পাণ্ডব,—
দু'দিনের তরে স্থান হয় না দোঁহার ?
কেন তার তরে এ ভ্রাতৃবিরোধ ?
কি কারণে জ্ঞাতিহিংসা—
এ' গৃহবিচ্ছেদ ?
অস্ত্রে যদি না হয় সম্ভব,

ভ্রাতৃসনে ভ্রাতার মিলন,—
তুমি আমি দুই ভাই—
এস—বদ্ধ হই ভ্রাতৃস্নেহ-আলিঙ্গনে,
মনে নাহি রাখি শত্রুভাব !

লক্ষ্মণ। ভাই ! ক্ষমা কর মোরে !
এই সংসারে শ্রেষ্ঠ মানি পিতার আদেশ—
ভ্রাতৃ-উপদেশ হ'তে !
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি কিশোর বয়সে—
যোদ্ধবেশে যুদ্ধস্থলে তুমি,
বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত অন্তরে !
বীরশ্রেষ্ঠ ভাব হে যেমতি,
ধনঞ্জয় পিতারে তোমার,—
সেই মত মনে ভাবি আমি,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর মম পিতৃদেবে !
বৃথা অনুরোধ মোরে,
লহ অসি করে—দেহ ত্বরা রণ !
ভাল তবে—আক্রমণ অগ্রে করি আমি !

[অসি লইয়া অভিমন্যুকে আক্রমণ

অভিমন্যু। আত্মরক্ষা কর ভাই সাবধানে—

[যুদ্ধ করিতে করিতে লক্ষ্মণের পতন।

একি একি—ভাই—ভাই—কুমার লক্ষ্মণ !
কেন সাধ ক'রে—
মরণেরে দিলে আলিঙ্গন ?
উঠ ভ্রাতঃ বারেকের তরে,
অসি লয়ে করে—হান বক্ষে মর্ম্ম !

ভ্রাতৃঘাতী বধ এ দুর্জ্জনে !

লক্ষ্মণ। ভাই—ভাই ! কর শোক পরিহার !
রণমুক্ত আমি এ সংসারে,
দিব্যলোকে চলিনু পুলকে ! [লক্ষ্মণের মৃত্যু।

[দূরে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দ্রোণাচার্য্য, শকুনি এবং কৃপাচার্য্যের প্রবেশ]

দুর্য্যোধন। দেখ—দেখ বীরগণ !
বিগতজীবন মম প্রাণের লক্ষ্মণ।
ওহো—মহাশেল বিঁধিল এ হৃদে !
কৃতান্ত বালক—
পুত্রহারা করিল আমারে !
বেড়ি সবে মিলি এক সাথে,
বধ'—বধ' ত্বরা কালভুজঙ্গমে,—
বিন্ধ পুত্রশোকশেলে সুভদ্রা-অর্জ্জুনে !

[সপ্তরথীর অভিমন্যুকে আক্রমণ এবং যুদ্ধ]

অভিমন্যু। একি ? সপ্তরথী বেষ্টিল আমারে ?
অন্যায় সমরে নাশিবে কি শেষে ?

দুর্য্যোধন। আরে আরে পুত্রহন্তা—কালরূপী শিশু !
কোন মতে আজি নিস্তার না দিব তোরে !
ন্যায়যুদ্ধে পুত্রে দিছি জলাঞ্জলি,
অন্যায় সমরে—বিনাশিয়ে তোরে—
প্রতিহিংসাতৃষা মিটাব নিশ্চয় !
নাহি ভয় ওহে বীরগণ !
প্রাণপণে করি আক্রমণ,

করহ নিধন দুর্দ্দম এ অরাতিরে,—
নাহি কর পলায়ন ত্যজি রণস্থল !

[যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সপ্তরথীর প্রস্থান

অভিমন্যু। ধিক্ — ধিক্—কুরু-কাপুরুষগণ !
মাখিয়ে বদনে কলঙ্ককালিমা,
পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর বালকের রণে ?
কি করি— কি করি—উপায় না হেরি,
অবসন্ন দেহ অরাতি-প্রহারে !
ভগ্ন তরবারি—
কেমনে নিবারি অরি আক্রমিলে পুনঃ ?

[সপ্তরথীর পুনঃ প্রবেশ]

আরে ঘৃণ্য ফেরুপাল !
স্বপনেও ভাবি নাহি কভু—
ক্ষত্রবংশে জন্মে হেন কুলাঙ্গার !
বুঝিতে না পারি,
কোন মুখে রণে হানা দেহ বার বার !
উন্মুক্ত নরকদ্বার,
যাও সেথা নারকী সদলে,—
নিজ নিজ প্রেতমূর্ত্তি কর লুক্কায়িত !

[সপ্তরথীর পুনঃ আক্রমণ]

একি—একি—অস্ত্রপ্রহরণ নিরস্ত্র জনেরে ?
সপ্তরথী বেড়ি চারিধারে—
ঘৃণ্য নিষাদের প্রায় কর আচরণ ?
দোহাই ঈশ্বর—
ক্ষত্রবীর—ক্ষত্রধর্ম্ম দোহাই সবার !

মাত্র একখানি অস্ত্র ভিক্ষা দেহ মোরে,—
বধ' পরে ক্ষতি নাহি তায়!

দুর্য্যোধন। সাবধান রথীবৃন্দ সবে!
দুরন্ত শিশুর শুনি মায়া-কাতরতা,
আপনা বিস্মৃত নাহি হও!
হান অস্ত্র নির্ম্মম অন্তরে,—
যমপুরে প্রের' ত্বরা সর্ব্বনাশী অরি!

অভিমন্যু। (ভগ্নরথচক্র কুড়াইয়া)
পেয়েছি—পেয়েছি ভগ্নরথচক্র এক!
দেখ্‌রে পিশাচ—
বীরপুত্র মৃত্যুমুখে যুঝে বা কেমন!

[সপ্তরথীর পলায়ন এবং তৎপশ্চাৎ অভিমন্যুর ধাবিত হওন।

[রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী। বিলম্ব নাহিক আর;
সুনিশ্চয় এই বার—
ত্যজিবেন প্রাণেশ্বর এ নশ্বর দেহ!
বড় ভাগ্যে করিয়ে কৌশল—
পলাইয়েছিনু রথ-অস্ত্র লয়ে!
নহে,—কার সাধ্য নিবারিত অর্জ্জুনতনয়ে,
শস্ত্র লয়ে দাঁড়াইলে সমরপ্রাঙ্গণে?
একি—হেন হীনশক্তি সপ্তরথীগণ?
বার বার করে পলায়ন—
আহত—নিরস্ত্র এই শিশুর বিক্রমে?
অদ্ভুত এ বীরপণা—

অমরেও না সম্ভবে কভু।
ছি—ছি—
কেন বহে শস্ত্রভার দুর্ব্বল কৌরব? [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুরুক্ষেত্রের অপরাংশ

দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কর্ণ, দুঃশাসন,
শকুনি ও কৃপাচার্য্য

দুর্য্যোধন। হা হা হা হা কালসর্প হয়েছে বিনাশ,—
মনো-আশা পূর্ণ এতক্ষণে!
কুমার লক্ষ্মণে হ'য়ে হারা,
প্রজ্বলিত হৃদে যেই শোকানল,
কথঞ্চিৎ হ'ল সুশীতল—
বধি দুষ্ট অর্জ্জুনকুমারে,
তারস্বরে কর জয়ধ্বনি—
কৌরব সেনানী যত।
রুদ্ধপ্রায় মম কণ্ঠস্বর,—
আচ্ছন্ন অন্তর কুমারের শোকে!
ওহো—বুকে বাজ ধরিনু স্বেচ্ছায়!
দুঃশাসন। দেব! বিলাপের এ নহে সময়।
বীরের হৃদয় বজ্র হতে সুকঠিন;
দুর্দ্দিন সুদিন আছে মানবের,—
কর্ত্তব্যের পথে বাধাবিঘ্ন কত;
নিয়ত ঘুরিছে ভাগ্য-চক্র সবাকার!

বীরশ্রেষ্ঠ তুমি জ্ঞানের আধার,
পুত্রশোকে হাহাকার—
তোমারে না সাজে !

দুর্য্যোধন। পুত্রশোক—পুত্রশোক—বড় ভয়ঙ্কর !
সেই নিদারুণ শর—
হানিয়াছি মহাশত্রু সুভদ্রা অর্জ্জুনে,
দগ্ধপ্রাণে সান্ত্বনা পেয়েছি তাই !
ভাই এস যাই কুমারের পাশে !
চিরদিন শুনি এ সংসারে,—
পুত্র করে মৃত পিতার সৎকার !
ওহো—বিপরীত অদৃষ্টে আমার !
জন্মদাতা হয়ে—
নিজপুত্রে করি চিতায় শায়িত।

[দুর্য্যোধনের উন্মত্তভাবে প্রস্থান।

দ্রোণাচার্য্য। (অশ্বত্থামার প্রতি) যাও পুত্র—দুর্য্যোধনপাশে !
(দুঃশাসনের প্রতি) হে কুমার !
কর শান্ত সোদরে তোমার !

[অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও দুঃশাসনের প্রস্থান।

দ্রোণাচার্য্য। উথলিত পুত্রশোকপারাবার,—
নাহি জানি কি হতে কি হবে।

শকুনি। বলি ওহে বীরেন্দ্রবৃন্দ ! তোমাদের কাণ্ডকারখানা কি রকম বল দিকি ?

কর্ণ। কিবা চাহ পুনঃ হে রাজমাতুল ?
মিলি সপ্তরথী—হ'য়ে ধর্ম্মের বিরোধী,
হীন ঘৃণ্য অনার্য্যসমান—

যেই মহাকার্য্য সবে করিনু সাধন,—
ত্রিভুবন গাবে যশোগান তার,
যতদিন চন্দ্রসূর্য্য উদিবে গগনে !
কোন খেদ না রাখিব প্রাণে !
পাষাণে বেঁধেছি হিয়া—
দিয়া চিরতরে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন।
বিক্রীত জীবন পাপের চরণে ;
নহি যোদ্ধা—অক্ষত্রিয় ক্রূরহত্যাকারী !

শকুনি। সে বাবা যা বল,—তা বল ! কিন্তু আগুনের শেষ রাখা তো যুক্তিসঙ্গত নয় ! আমি দেখেছি,—সে ছোঁড়াটা এখনও মরেনি ! সে আস্ত কেউটের বাচ্ছা,—ঘা কতক খেয়ে যেই একটু অসাড় হ'য়ে পোড়লো,—তোমরা অমনি "মরেছে মরেছে" ব'লে—আহ্লাদে আটখানা হয়ে তা'কে ছেড়ে চলে এলে ! এতক্ষণে হাওয়া খেয়ে হয় তো চক্র ধ'রে ফের উঠেছে ! চল—আর একবার গিয়ে কাজটা শেষ করে আসি !

দ্রোণাচার্য্য। বৃথা চিন্তা কর পরিহার ;
দুগ্ধের কুমার সহি ভীষণ প্রহার,—
কভু কি সম্ভব হায়—এখনো জীবিত ?
মৃতে অস্ত্রপ্রহরণ—উচিত না হয় !

শকুনি। বামুনের ছেলে শাস্ত্রটাই বেশী বোঝেন—তাই কথায় কথায়—উচিত অনুচিত ঠাওরাতে বসেন ! আমি যাই,—দেখি কাউকে পাঠিয়ে যদি শেষপালাটা সাঙ্গ ক'রতে পারি ! [শকুনির প্রস্থান।

দ্রোণাচার্য্য। ধিক্—শত ধিক্ পিশাচের অবতার—
কালসর্প নরাকারে এ কৌরবকুলে !
শকুনিগৃধিনী হ'তে হীন আচরণ !

কর্ণ। যে বংশে মাতুল আসি লভেন আশ্রয়,
স্থনিশ্চয় ক্ষয় জেনো তার !
ত্রেতাযুগে স্বর্ণলঙ্কা হ'ল ছারখার,—
মূলে তার দুষ্ট কালনেমি !
কুরুবংশে উদয় শকুনি—
সর্ব্বপাপমন্ত্রণা-আধার,
পরিণাম তার বুঝিতে কি বাকি ?

দ্রোণাচার্য্য। যাই দেখি কোথা দুর্য্যোধন !
যতক্ষণ দাসত্ববন্ধন,
অবিচারে কর্ত্তব্য পালিব !
নিমজ্জিত সবে অকূল সাগরে—
গোষ্পদে কি ভয় হবে আর ! [দ্রোণাচার্য্যের প্রস্থান।

কর্ণ। অন্তর্যামী দিবাকর ভুবনপাবন !
কর অন্বেষণ হৃদয়-কন্দর মম ;
দেখ কোথা লুক্কায়িত তাহে—
হিংসাময় নীচ স্বার্থরাশি !
দেখ দেখ—করহে বিচার,
কুরুক্ষেত্রে এ ভীষণ পাপ,
মম ইচ্ছাকৃত,—
কিম্বা সংসাধিত শুধু কর্ত্তব্যতাড়নে !
অথবা হে সর্ব্বপাপনাশী—
গগনবিলাসী পূজ্য পিতৃদেব !
অগ্নিময় প্রদীপ্ত কিরণে তব—
ভস্ম কর অকৃতী সন্তানে,
মনে জ্ঞান যদি পাপী এ অধম !

লভেছি জনম ধরাতলে—
হে আদিত্য !
পরম পবিত্র ঔরসে তোমার,
বল দেব—বল কি বিচারে,
নিমজ্জিত করিলে হে কলঙ্ক-আঁধারে—
অভাগারে চিরজীবনের মত !
কিম্বা সূতপুত্র ব'লে—
তুমিও ত্যজিলে দাসে ওহে তেজস্কর ! [প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ব্যূহমধ্যস্থল

(আহত ও অচৈতন্য অবস্থায় অভিমন্যু পতিত এবং তৎপার্শ্বে রোহিণী উপবিষ্টা)

রোহিণী। মিল আঁখি, প্রাণেশ্বর, বারেকের তরে !
বহুকাল—বহুকাল পরে—
'প্রিয়া' বলি সম্ভাষণ কর একবার !
চাহ নাথ—দেখ চাহি দাসীরে তোমার !

অভিমন্যু। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) কে তুমি—উত্তরা ?
কই—কোথা তুমি,—এস—বক্ষে এস,—
বড় জ্বালা হৃদয়-ঈশ্বরি !

রোহিণী। আর কেন প্রাণনাথ অসারমমতা,
বৃথা মায়াপাশ—মোহের বন্ধন,—
শান্ত কর মন ;
সংসারের লীলাখেলা অবসান তব !

পূর্ণ আজি ষোড়শ বৎসর,
চল নাথ এবে আপন আবাসে !

অভিমন্যু। তুমি হেথা ভিখারিণি ?
কোথা ছিলে এতক্ষণ ত্যজিয়া আমায় ?
দেখ হায়—
রথ-অস্ত্রহীন হ'য়ে আজি রণস্থলে—
শত্রুকরে কি দশা আমার !
অন্যায় সমরে শেষে হারাণু জীবন,
পিতৃকার্য্য হলনা উদ্ধার !
কত সাধ ছিল এ অন্তরে,
যুদ্ধজয়পরে—
ফিরে গিয়ে জননীর বন্দিব চরণ !
কুসুমকলিকা—বালিকা উত্তরা,
ধ্রুবতারা সংসার-সাগরে মম,—
বিষম বৈধব্যশেল হানিনু সে বুকে !
শস্ত্রপ্রহরণজ্বালা—
দেহে নাহি করি অনুভব ;
জ্বলে মর্ম্মস্থল—উত্তরারে করিলে স্মরণ !

রোহিণী। বীরবর !
নাহি কর বিস্মরণ,
রণস্থলে আসিবার কালে—
কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে মম পাশে !
সেই আশে এসেছি হেথায় ;
কর কৃপা—আমি ভিখারিণী !
দেহ মম প্রাণপতিধনে !

অভিমন্যু। বড় অসময়ে এসেছ হেথায় ;
হায় অভাগিনি !
নাহি জানি কি উপায় হবে তব !
দেখ বিচারিয়া শক্তিহীন আমি,
অচল অবশ হস্তপদদেহ ;
ভীষণ শোণিতস্রোত বহে ক্ষতমুখে,—
কেমনে করিব মম প্রতিজ্ঞা পালন !

রোহিণী। ত্যজ খেদ ক্ষত্রিয়প্রধান—
বীরের প্রতিজ্ঞা কভু অপূর্ণ কি রহে ?
তব অনুগ্রহে—
পেয়েছি হে প্রাণেশ্বরে হৃদয়ে আমার !
কর ইহলোক-মায়া পরিহার,
জ্ঞানদৃষ্টি খোল একবার !
তুমি মম প্রাণধন—চন্দ্রলোকস্বামী,—
আমি দাসী রোহিণী তোমার !
গর্গমুনি-অভিশাপে—
ষোড়শবৎসরতরে,
ধরা 'পরে বাস তব—ত্যজিয়া আমায় !
আজি শাপবিমোচনে—
চল দুইজনে পুনঃ যাই চন্দ্রলোকে !

অভিমন্যু। হরি—হরি—ছিন্ন কর এ ভব-বন্ধন !
নারায়ণ ! ভুলো না হে অকৃতী এ সুতে !

রোহিণী। প্রণমি হে পদাম্বুজে পতিতপাবন ! (উভয়ের মৃত্যু)

(দিব্যরথে দিব্যদেহে রোহিণীর ও অভিমন্যুর শূন্যপথে গমন)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিজন প্রান্তর

সোমদাস ও প্রবর

সোমদাস। কিহে—তোমার যে বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে! কি ভাব্‌ছ?

প্রবর। ভাব্‌ছি আমার বরাতের কথাটা! জীবনটা আমার কি এই রকম ঠকে ঠকেই যাবে? যার কাছে যাই,—সেই আমাকে বোকা ঠাওরায়! যার পাল্লায় পড়ি,—সেই নাকে দড়ী দিয়ে কেবল দিনকতক বলদের মতন ঘোরপাক খাইয়ে,—তারপর কাহিল ক'রে ছেড়ে দেয়!

সোমদাস। আবার সেই সাবেক বুলি ধরেছ? তোমার মহিমার অন্ত পাওয়া ভার বাবা! এই ব'ল্লে—"তুমি যা বল্‌বে তাই কোর্‌বো—যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই যাব,—আর কথাটী পর্য্যন্ত কইবো না"। আবার অম্‌নি বক্ বক্ ক'র্‌তে সুরু ক'ল্লে?

প্রবর। বাবা! তোমার প্রেমে পড়ে এই অল্পদিনের মধ্যে বিস্তর জায়গা দেখে নিলুম—এখন বাকি কেবল এই নিরিবিলী নির্জ্জন স্থানটুকু। কি বোল্‌বো,—আমি নেহাৎ কপর্দ্দকশূন্য সন্ন্যাসী! নইলে, হাতে কিছু সংস্থান থাক্‌লে তোমার কাছ থেকে টেনে ছুট্ লাগাতুম বাবা!

সোমদাস। কেন বাবা—আমি কি তোমাদের দেশে এসে গাঁট্‌কাটা ব'নে গেছি নাকি?

প্রবর। গাঁট্‌কাটা—কি স্কন্ধকাটা—কি লোকের গলাকাটা তা মিতুই

জান। এখন কৃপা করে আমায় ছাড়,—আমি আপনার আস্তানায় রওনা হই! তুমি কেমন মাতব্বর, এতদিনে বেশ বুঝে নিয়েছি।

সোমদাস। ভগবানকে দেখ্‌বে না?

প্রবর। ভগবান তোমার আমার বাবার চাকর কি-না,—তাই তুমি ফুরসুৎ মাফিক ডাক্‌লেই—অমনি সুড় সুড় করে হাজির হবে!

সোমদাস। আরে—হয় কি না হয়—দেখই না! রাগ কর কেন বন্ধু? ভগবান্‌কে দেখ্‌বার জন্যে যদি তোমার প্রাণে যথার্থই বাসনা হ'য়ে থাকে,—তিনি যেখানেই থাকুন না, এখুনি ছুটে এসে প'ড়্‌বেন! ঐ দেখ—দয়াময় আমার প্রাণের কথা বুঝতে পেরেই এসে উদয় হয়েছেন—

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

সোমদাস। প্রভু! প্রণাম—(প্রণামকরণ) অধমের অপরাধ নেবেন না! পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি,—শ্রীচরণ দেখ্‌বার বড় সাধ হয়েছিল,—তাই একবার কষ্ট দিয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। কষ্ট কি সোমদাস! জান তো—আমি চিরদিন ভক্তেরই দাস! ভক্তের আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে আমি তো সততই প্রস্তুত!

সোমদাস। প্রণাম কর বন্ধু! রাঙ্গাচরণে প্রাণের জ্বালা জানিয়ে মানবজন্ম সার্থক ক'রে নাও! একি? আমার দিকে দেখ্‌ছ কি?

প্রবর। দেখ্‌ছি—তুমি সেই শকুনি ব্যাটার মেসো ডোমচিল! আপনা-আপনি কি ব'ক্‌তে আরম্ভ ক'ল্লে বল দেখি! এ আবার কি নূতন ঢং ধ'ল্লে?

সোমদাস। সেকি বন্ধু? তুমি এমন পাষণ্ড? হারানিধি হাতে পেয়ে—এমন তাচ্ছল্য ক'চ্ছ?

প্রবর। নিধি আর পেতে দিলে কই বাবা! মাঝরাস্তায় এসে এমন নিবান্ধাপুরীতে হঠাৎ বক্তার হ'য়ে প'ড়লে– নিধি ছেড়ে একটা মুড়ীও তো জুটবে না!

সোমদাস। প্রভু! হতভাগাটার এমন দুর্ম্মতি কেন হ'ল? দয়াময়! কৃপা ক'রে ওকে সুমতি দিন,—নইলে ওর কি দুর্গতি হবে!

শ্রীকৃষ্ণ। কি ক'র্‌ব সোমদাস—সকলি ওর কর্ম্মফল!

প্রবর। বলি ওহে বন্ধু। একটু ঠাণ্ডা হও দিকি! বলি—ওদিকে কি দেখ্‌ছ! কাঁ'র দিকে চেয়ে রয়েছ? কা'কে কি ব'ল্‌ছ?

সোমদাস। বো'ঝবো আর কাকে? যাঁর জন্যে এতকাল ছট্‌ফট্ ক'চ্ছিলে, যাঁকে দেখবার জন্যে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছিলে,—নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ ক'রেছিলে,—সংসার আত্মীয় পরিজন সব ছেড়ে ছুড়ে বনে বসে কতকাল ধরে তপস্যা যোগযাগ ক'রেছিলে,—তাঁকে!

প্রবর। এঁ্যা—ভগবান্‌কে?

সোমদাস। নয় তো আর কাকে?

প্রবর। এঁ্যা—বল কি? কই—কই ভগবান্?

সোমদাস। কই কি হে? এই যে বিশ্বপতি—বিশ্ববিমোহনরূপ নিয়ে—এই যে তিনি তোমার সামনে বিরাজ ক'চ্ছেন।

প্রবর। এঁ্যা বিশ্ববিমোহন রূপ? ভগবান্? কই—কই—কই তিনি?

সোমদাস। এই যে—এই যে দয়াময়! তুমি কি অন্ধ?

প্রবর। হ্যাঁ ভাই— আমি দারুণ অন্ধ! আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখ্‌ছি,—আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! বল ভাই, সত্য বল,—তুমি যথার্থ ই তাঁকে দেখতে পাচ্ছ?

সোমদাস। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি—এই যে ভগবান্!

প্রবর। তবে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমায় দেখা দিচ্ছেন না কেন? আমায় দেখাও ভাই,—আমি একটিবার—এক মুহূর্ত্তের জন্যে দেখবো!

সোমদাস। আরে—আমাকে এত মিনতি ক'চ্ছ কেন? তুমি নিজে একবার প্রভুকে বলনা! ব'ল্লে কি আঁর উনি থাকতে পারবেন?

প্রবর। হরি—হরি—জগন্নাথ—দীনবন্ধু—পতিতপাবন—নারায়ণ! এক-বার কৃপা কর! আমি অতি নরাধম—মহাপাতকী—ঘোর নাস্তিক! ভজনপূজন জানি না—স্তবস্তুতি জানি না। দয়াময়! আমার প্রতি নিদয় হোয়ো না! দাও—দাও দীননাথ! আমায় রাঙা-চরণে স্থান দাও,—নইলে আমি এইখানেই আত্মহত্যা ক'র্‌ব!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রবর! এই দেখ আমি তোমার সম্মুখে।

[শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।

[পটপরিবর্ত্তন]
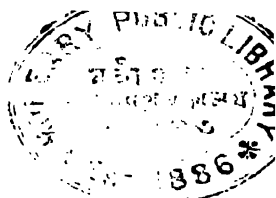
ক্রোড় অঙ্ক

গোলোকধাম

সিংহাসনে লক্ষ্মীনারায়ণ আসীন

করযোড়ে গোলোকবাসী ও গোলোকবাসিনীগণ
পদতলে উপবিষ্ট

প্রবর। আহা—আহা—কি দেখ্‌লুম—কি দেখ্‌লুম!

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

গোলোকবাসী ও গোলোকবাসিনীগণ

গীত

স্ত্রী—শ্রীহরিপদপঙ্কজে মনভ্রমর মধু পিও।
পু—নামরসে মজ, হরষে প্রেমগুণ গাও।
উভয়ে—হরি হরি বল রে॥
স্ত্রী—নবজলদকায়, বিজলী খেলে তায়,
পু—মনোমোহন ভক্তরঞ্জন রূপে প্রাণ মাতায়;
উভয়ে—হরি হরি বল রে॥
পু—অসুরঘাতন জনার্দ্দন ত্রিলোকশাসনকারী,
স্ত্রী—গোলোকপতি বিশ্বগতি জয় হে মুরারি।
উভয়ে—হরি হরি বল রে॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর—পথ

কপিধ্বজরথোপরি—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

শ্রীকৃষ্ণ। করি অশ্ব সংযত হেথায়,
স্নিগ্ধ বটবৃক্ষছায়,
এস সখে—দোঁহে ক্ষণ লভিব বিরাম!
নেহার অদূরে পাণ্ডবশিবির,—
ত্যজ চিন্তা বীর,
উত্তরিব নিমেষে এখনি!

(উভয়ের রথ হইতে অবতরণ)

কহ বীরমণি!
বিষণ্ণবদন তব হেরি কি কারণ?

অর্জ্জুন। নারায়ণ!
বিস্ময় মানিনু আজি তব আচরণে।
আকুল পরাণে সুধাইনু বার বার,
'কহ কৃষ্ণ কি হেতু বিকার—
আজি অকস্মাৎ অন্তরে আমার;
কেন হেন অন্ধকাররাশি,
পশিল এ হৃদে অকারণ?'
হে মধুসূদন!
কি উত্তর দিয়েছ তাহার?
নিবেদিনু শ্রীচরণে তব,
অপার যন্ত্রণা প্রাণে করি অনুভব,

হে মাধব ! কর্ণপাত নাহি করি তায়,
নানা ছলভাষে ভুলাইলে সারাপথ ;
এবে রথ উপনীত শিবিরের দ্বারে,
জানিবারে এতক্ষণে হ'ল অবসর,
কি হেতু কাতর মন বিষণ্ণ বদন !
জনার্দ্দন !
সত্য বটে অন্ত নাহি তব মহিমার !

শ্রীকৃষ্ণ। সখা !
অদ্ভুত অদৃষ্ট মম—নহে আচরণ !
বিচরণ করি ধরা'পরে,
বহিবারে শুধু কলঙ্কগঞ্জনাভার !
হিতাকাঙ্ক্ষী আমি যার,
অমঙ্গলকারী ভাবে সে আমারে ।
প্রাক্তনের ফলে—নিজকর্ম্মদোষে,
দুঃখক্লেশে পড়ে যে যখন,—
কহে—নারায়ণ সর্ব্বদোষে দোষী !
সরল অন্তরে যারে চাহি তুষিবারে,
ছল ব'লে সন্দেহ সে করে মোরে !
ত্যজি নিজ রাজ্যধন আত্মীয়স্বজন,
আত্মকার্য্য করিয়া বর্জ্জন,
বৃন্দাবনবাস করি পরিহার,
সারথ্য—দাসত্ব করি তোমা সবাকার,—
দুর্দ্দৈব অপার,
সুনাম আমার সথে—নাহি তব পাশে !

অর্জ্জুন। যদুনাথ !

সত্য কি হে পাণ্ডবের কালপূর্ণ ভবে ?
পাণ্ডুকুলে সৌভাগ্যের রবি,
ডুবিল কি এতদিনে অনন্ত আঁধারে ?
বিশ্বদাহী সেই দীপ্ত-তেজ-বহ্নি-রাশি,
ছিল প্রজ্বলিত পাণ্ডবের তরে,—
যে শক্তিপ্রভাবে,
আহবে দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডুসুতগণে—
অবহেলে দিগ্বিজয় করে অনায়াসে,—
দুরদৃষ্টবশে,
নিভিল কি অবশেষে সে তীব্র অনল ?
নহে কেন—হে ভক্তবৎসল !
বলবুদ্ধি সহায়সম্বল,
ভরসার স্থল তুমি হে যাদের,
সেই পাণ্ডবের প্রতি এ হেন বিরাগ ?
যাগযজ্ঞেশ্বর ওহে বিশ্বের আধার !
অপরাধ আমাসবাকার—
ও রাঙ্গা চরণতলে আজি কি নূতন ?
শ্রীমধুসূদন !
চিরদিন অত্যাচারে দিয়েছ প্রশ্রয়,
শতদোষে অবিচারে ক'রেছ মার্জ্জনা,
অসহ্য যন্ত্রণা কত—
সহেছ হে অবিরত পাণ্ডবের তরে ;
অত্যধিক তাই সে আদরে—
করি মান অভিমান কথায় কথায় !
দয়াময় ! সে দোষ কাহার ?

পাণ্ডবের ? কিম্বা হরি তোমার আপন ?
ভুবনমোহন !
তিনলোকে তুমি লোকেশ্বর,—
স্বর্গবাসী দেবতামণ্ডলী,—
হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
প্রভু বলি সদা পূজে হে তোমারে ;
ছার তুচ্ছ নর পাণ্ডবেরে,
স্বেচ্ছায় কেন বা এত দিয়েছ সম্মান ?
অজ্ঞান অধম মোরা হীনজন,
সখাভাবে সমজ্ঞান করিয়া তোমায়,
রাঙ্গাপায় অপরাধ করি বার বার।
মোহের বিকার প্রভু ! ঘুচেছে আমার,
পাপবুদ্ধি আর না করিব,
পশিব বিজন বনে প্রায়শ্চিত্ত হেতু !

(গমনোদ্যোগ)

শ্রীকৃষ্ণ। হে ফাল্গুনি !
কোথা যাবে ত্যজিয়ে আমারে ?
ধরা'পরে "কৃষ্ণধনঞ্জয়,"—
এক আত্মা দুই দেহ—ভিন্ন হয় কভু ?
কায়া ছাড়ি ছায়া রহে দেখেছ কি কোথা ?
অসংলগ্ন হেন প্রলাপ বচন,
অকস্মাৎ কহ আজি কিসের কারণ,
বুঝিতে না পারি কোনমতে ?
করি পরাজয় নারায়ণীসেনাগণে,
ভীষণ সে সংশপ্তক রণে,—

সমরপ্রাঙ্গণে অত্যধিক শ্রমে,
বীরত্বের উত্তপ্ত শোণিত—
মস্তিষ্কে কি হইল সঞ্চার ?
তাহ কি বিকারগ্রস্ত করিল তোমায় ?
হে বিজয় !
কেবা ভৃত্য—প্রভু কেবা নশ্বর জগতে ?
কার্য্যক্ষেত্রে—কার্য্যসাধনের তরে,
ধরা'পরে আসিয়াছি সবে ;
শ্রেষ্ঠ ভবে সেইজন,
শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পাদন করে যেই সদা !
মান্য গণ্য বরেণ্য সুধীর,
বিশ্বজয়ী তুমি পার্থ মহাবীর ;
দেবনরগন্ধর্ব্বসমাজে,
শৌর্য্যে-বীর্য্যে ইন্দ্রিয় বিজয়ে,—
শ্রেষ্ঠ কয় তোমারে হে ত্রিভুবনময় !
কহ ধনঞ্জয় !
কিবা পরিচয় এ সংসারে মম ?
কেন ভ্রম করি—প্রভু কহ মোরে ?
গোপের নন্দন—
আশৈশব বসবাস রাখালের সনে ;
বনে বনে গোচারণে—উচ্ছিষ্টভোজনে,
কত কাল করেছি যাপন !
স্মরণ করিত মোরে কেবা বিশ্বমাঝে,—
অর্জ্জুনের সারথ্য না করিলে গ্রহণ ?
হে বীররতন !

তোমারি গৌরবে শুধু গৌরব আমার,
তিরস্কার কোরো না হে মোরে !

অর্জ্জুন। মায়াময় !
কি অদ্ভুত মায়ার সৃজন—
করেছ হে নশ্বর সংসারে !
মায়ায় আচ্ছন্ন জীব,
ঘোরে ফেরে মায়ার কুহকে,—
মায়ায় পলকে পলকে ভোলে শোকতাপজ্বালা ;
মায়ার ইঙ্গিতে—
অনিত্য অসার সৃষ্টি—ভাবে নিত্য সার।
বার বার বুঝে প্রতারণা,
পদে পদে সহে বিড়ম্বনা,—
কিন্তু—কি সুন্দর মায়ার ছলনা,
তবু মন মায়াকার্য্যে রত !
পদানত দাস মোরা হে নিখিলপতি !
এই মাত্র মিনতি আমার,—
আর ছলে ভুলায়ো না অধম পাণ্ডবে !
কৃপা করি কহ এবে,
কেন ঘোর অমঙ্গল-ছায়া পূর্ব্বগামী—
হেরি আমি আজি চারিধারে !
কেন প্রাণ চাহে কাঁদিবারে !
স্বতঃ অশ্রুভারে—কি কারণে আক্রান্ত নয়ন ?
বল—বল—নারায়ণ !
শিবিরে ফিরিতে—মিলিতে সোদর সনে,
কেন হরি—চরণ না চলে ?

মঙ্গলের চিহ্ন কেন না করি দর্শন !
জনার্দ্দন ! ধরি শ্রীচরণ—
বল বল—কি হেতু এ ভাবান্তর ?

শ্রীকৃষ্ণ। মিত্রবর !
কেন ভ্রান্ত হও পলে পলে ?
যেইদিন কুরুক্ষেত্র-সমর প্রাঙ্গণে—
কৌরবপাণ্ডবপক্ষ হেরি সমাবেশ,
অস্ত্র ত্যজি—নিরস্ত্র হইলে রণে,—
পড়ে নাকি মনে—
মোহভ্রান্তি ঘুচাইনু কেমনে তোমার ;
আজি কহি পুনর্ব্বার,
সুখদুঃখ শুভাশুভ অলীক সংসারে !
স্বার্থের সমষ্টিময় মানবজীবন,—
স্বার্থের অনিষ্টে দুঃখ—ইষ্টে সুখোদয় !
স্বার্থশূন্য হয় যে বা এ জগতে,
পরমার্থপদে আত্মা করে সমর্পণ,—
অবিচ্ছিন্ন সুখভোগী যেই জন,—
শোকদুঃখ অমঙ্গল গ্রাহ্য নহে তার !
অপার আনন্দস্রোতে ভাসে সে নিয়ত,—
উদ্ভাসিত চিত জ্ঞানের আলোকে,
পরম পুলকে পূর্ণ হেরে সে ধরণী !
হে ফাল্গুনি !
কার্য্যস্রোতে নশ্বর জগতে,
ভেসে আসে জীব—যায় ভেসে পুনঃ—
তবে কেন সুখদুঃখ জনমে মরণে ?

এস বীর রথোপরে ;
আজি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাব তোমারে,
যাদৃশী ভাবনা যার সিদ্ধি সেই মত।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডবশিবির

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর !
উন্মত্ততা কর পরিহার !
বিধাতার লিপি অবশ্য ফলিবে,—
কি হইবে বৃথা আর্ত্তনাদে !
কেঁদে কেঁদে অন্ধপ্রায় আমি—
সিক্ত ভূমি আঁখির প্লাবনে !
বঞ্চিত যে অমূল্য-রতনে,—
রোদনে কি পুনঃ পাইব তাহায় ?
হায়—হায়—
স্বেচ্ছায় এ সর্ব্বনাশ কেন বা ঘটানু,
অণুমাত্র ফলাফল না করি বিচার ?

ভীম। কহ আর্য্য—
কিসে ধৈর্য্য মানে দগ্ধপ্রাণ ?

কি সান্ত্বনা করিবে প্রদান ?
বিদ্যমান মোরা চারি সহোদর,—
তবু হায়—নারিনু রক্ষিতে,
শার্দ্দুল-কবল হ'তে প্রাণের কুমারে ?
চক্ষের উপরে—
চক্রব্যূহ কালচক্রে করিয়া বেষ্টন,
কৌশলে ভুজঙ্গদল দংশিল বালকে,
স্ত্রীলোকর প্রায় —
শক্তিহীন রহিনু দাঁড়ায়ে ;
ব্যূহ ভেদি রহিয়া পশ্চাতে—
কোনমতে উদ্ধারিতে নারিলাম তারে ?
কোথা স্থান রাখিবারে এ কলঙ্কভার !
ধিক্—ধিক্—ছার প্রাণ কেন রাখি আর ?
আত্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত মম !
হায়—হায়,—
নরাধম আমি মৃত্যুর কারণ তার ;
আপনি উদ্যোগী হ'য়ে—
পাঠাইনু রণক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সে বালকে !
দলিয়া পলকে শত্রুদলে,
অবহেলে পশিল সে ব্যূহমাঝে ;
বীরের সমাজে ঘৃণ্য আমি কাপুরুষ,
পরাজিত ব্যূহদ্বারে জয়দ্রথকরে,
প্রাণ ল'য়ে আইলাম ফিরে—
অগ্নিকুণ্ডে ডালি দিয়ে ননীর পুতলী !
ছি ছি—মাখিয়ে কলঙ্ককালি কুৎসিত বদনে,

কেমনে অর্জ্জুনে কব এ বারতা !
"কোথা অভিমন্যু মম"—
জিজ্ঞাসিবে যবে ধনঞ্জয়,
সে প্রশ্নের কি দিব উত্তর ?
ওহো—পুত্রশোক—
দারুণ সে শেলাঘাত,—
বজ্রাঘাত হ'তেও ভীষণ !

নকুল। কর দেব আত্মসম্বরণ,
অদৃষ্টলিখন কভু খণ্ডন না হয় !
রক্ষিতে তাহায়—করিয়াছ প্রাণপণ,
কিসের কারণ তবে বৃথা হেন ক্ষোভ ?
যুদ্ধফল অনিশ্চিত চিরদিন,
মৃত্যুর অধীন জীবমাত্র সবে !
কালাকাল কাল কভু করে কি বিচার ?
বাড়াইতে পাণ্ডবগৌরব,
অভিমন্যু পাণ্ডুবংশে লভিলা জনম !
বীরধর্ম্ম করিয়া পালন,
কীর্ত্তিস্তম্ভ ধরাতলে করিয়া স্থাপন,
দেবলোকে করেছে গমন,
শাপভ্রষ্ট দেবসেনাপতি
মহামতি !
কিবা হেতু কাতর অন্তর তব—
লিপিপূর্ণ হেরি বিধাতার ?

ভীম। বিধিলিপি ? কেবা সে বিধাতা ?
বিচারসূক্ষ্মত্ব কিসে বল তার ?

পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ করিতে সাধন—
কেন এত ষড়্যন্ত্র তার চিরদিন ?
কুরুকুল অধীন কি নহে সে বিধির ?
কোন্ বিধিমতে—
অধর্ম্মের করে হয় ধর্ম্মের বিনাশ
দুগ্ধের কুমারে,—
নাশি ঘোরতর অন্যায় সমরে,
শোকের সাগরে,
নিমজ্জিত করিল পাণ্ডবে,—
এ কেমন বিধাতার মঙ্গল-বিধান ?

যুধিষ্ঠির। ভাই !
সর্ব্বদোষমূলাধার আমি—
নহে অন্য কেহ দোষী তায় !
ভুঞ্জে দুঃখরাশি পাণ্ডুকুল,
মূল তার আমি পাপাচার !
বিশ্ব জুড়ি ক্রন্দনের রোল,
অবিরল সমুত্থিত আমারি কারণে ;
স্বার্থপর আমি ঘৃণিত পিশাচ,
মম রাজ্যলিপ্সা-পরিতৃপ্তিহেতু,
এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড কুরুক্ষেত্রে আজি !
কৌরবের প্রতিপত্তি পাণ্ডবের ক্ষয়,
হয় দেখি আমারি কৌশলে।
প্রবল সে শত্রুদলমাঝে,
রণসাজে নিজহস্তে করিয়ে সজ্জিত,
অভিমন্যু প্রাণের নন্দনে—

মৃত্যুমুখে করিনু প্রেরণ!
নহে জয়দ্রথ,—নহে সপ্তরথী,—
ভ্রাতুষ্পুত্রঘাতী আমি নারকী দুর্জ্জন!

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। হে কেশব!
সন্দেহ যে পলে পলে বর্দ্ধিত আমার!
একি চমৎকার—
শব্দাচ্ছন্ন নীরব শ্মশান যেন,—মনে হয় পুরী!
শোভাশূন্য বাক্যহীন—ম্রিয়মাণ সবে;
নিরানন্দময় পাণ্ডবশিবির,—
বিজয়াপ্রদোষে শূন্য পূজাগৃহ সম!
এই যে হেথায়—মম চারি সহোদর!
ধর্ম্মরাজ—একি? একি নব ভাব?
কেন নিরুত্তর হেরিয়া আমায়?
কহ বৃকোদর—কেন বসি অধোমুখে?
সংশপ্তকসমরবারতা—
কেন ভ্রাতা না শুধাও মোরে?
হে নকুল—সহদেব—
একি—স্বপ্ন দেখি আমি?
না—না—অশ্রু ঝরে সবার নয়নে?
কোথা পুত্রগণ?
কোথা মম প্রাণের নন্দন—
জীবনসর্ব্বস্ব অভিমন্যু বীর?
কহ কৃষ্ণ—কেন রুষ্ট সবে মমোপরে?

কেন নাহি কেহ সম্ভাষে আমারে ?
কি কারণে হেন আচরণ সবাকার ?
কে আছ শিবিরে—
ত্বরা ক'রে অভিমন্যু কুমারে আমার,—
দেহ সমাচার মম আগমন !

যুধিষ্ঠির। নারায়ণ—নারায়ণ !
এই ছিল তব মনে প্রভু ?
ভাবি নাই কভু—
এ হেন সঙ্কটে দেব—ফেলিবে আমায় !

অর্জ্জুন। সাধি তব শ্রীচরণে ধরি—
ধর্ম্মরাজ—ত্বরা করি কহ বিবরণ ;
নহে—প্রাণ এখনি ত্যজিব,—
ভ্রাতৃহত্যাপাপী হবে তুমি।

যুধিষ্ঠির। হে অর্জ্জুন !
ধর্ম্মরাজ বলি মোরে—
বারে বারে কেন কর সম্ভাষণ ?
হত্যাকারী আমি নরকের কীট,
পুণ্যধর্ম্ম চিরতরে করেছি বর্জ্জন !
ভ্রাতুষ্পুত্রে মম করেছি নিধন,—
ভ্রাতৃহত্যাতরে এবে হয়েছি প্রস্তুত !

অর্জ্জুন। বল বল ধর্ম্মরাজ !
বল ত্বরা কিবা বিবরণ ?
নিদারুণ সন্দেহতাড়না,—
সহে না এ আকুল অন্তরে আর !
ভ্রাতুষ্পুত্র কেবা ? কহ কার কথা ?

প্রাণ যায়—প্রাণকুমার বিহনে !
ধরি শ্রীচরণে সখে—
এনে দাও তারে বারেকের তরে !
বল—বল মহারাজ,—বল বৃকোদর,—
হেন শক্তিধর কেবা সেই জন,—
নিপতিত যার শরে অভিমন্যু মম !
করাল কৃতান্তরূপী কোন্ দুষ্ট অরি,
পুত্রহারা করি ধনঞ্জয়ে,—
হৃদয়ে হানিল হেন মৃত্যুবাণ !
শূরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
রণক্ষেত্রে ছিলে বিদ্যমান,—
অমিতবিক্রম ভীম বীর অবতার,
নিরন্তর সহায় যাহার,—
হেন বীরেন্দ্রকুমার,
কাহার কৌশলে রণে হারাল জীবন ?
বীরকুলচূড়ামণি তুমি হে নকুল,—
অসমসাহসী শূর ভাই সহদেব !
কেহ কি তাহারে রক্ষিতে নারিলে ?

নকুল। আর্য্য !
অত্যাশ্চর্য্য কি কব কাহিনী—
নাহি জানি শাপভ্রষ্ট কোন্ দেবতারে—
পুত্ররূপে লভেছিলে তুমি !
ধরাবাসী নরে—
এ বীরত্ব না সম্ভবে কভু !
যদুপতিসহ যদ্যপি তুমি দেব,

সংশপ্তকরণে করিলে গমন,—
দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ করিল নির্ম্মাণ,
পরাজয় করিতে পাণ্ডবে,—
ল'য়ে যেতে বন্দী করি' জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজে !
বীরপুত্র তব—
রথীবৃন্দে যত—একা করি পরাভূত,
ভেদি ব্যূহ পশিল তাহার মাঝে ;
কিন্তু হায়—দুরদৃষ্টবশে,
নির্গম অজ্ঞাত ছিল তার,—
সে কারণে হেন দুর্ঘটনা ।
ব্যূহদ্বারে বৃকোদরে রোধি জয়দ্রথ,
সিংহশাবকেরে জাল বদ্ধ করি,—
দ্রোণ কর্ণ কৃপ আদি মিলি সপ্তরথী,
বিনাশিল বীরপুত্রে অধর্ম্ম সমরে ।

ভীম । ধনঞ্জয় !
বিদরে এ বিদগ্ধ হৃদয়—
মনে হয় যবে ব্যূহ-ভেদ কথা !
দেবের ছলনা বিনা
হেন বিড়ম্বনা ঘটিত কি কভু ?
পশিল কুমার ব্যূহমাঝে যবে,—
দ্রুতগতি পশ্চাতে ধাইনু তার ;
দ্বারে পাপী জয়দ্রথ রোধিল যখন,
করি প্রাণপণ—
বিমুখিতে দুরাত্মারে করিনু যতন !
কিন্তু হায়—বিফল প্রয়াস,—

সর্ব্বনাশ সাধিল দেবতা !
কোথা হ'তে রণস্থলে আসিয়া রমণী,
কহিল তখনি—
"ধর্ম্মরাজ বিপদে পতিত !"
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নরাধম আমি,—
হায়—হায়—
কালের কবলে রাখি প্রাণের কুমারে,
কলঙ্কের ভার শিরে করিনু বহন।

অর্জ্জুন। হে মুরারি !
মৃত পুত্র জয়দ্রথ পাপীর কৌশলে !
শৃগালের দলে—
ছলে বিনাশিল সিংহের শাবকে !
অধর্ম্মের প্রতিপত্তি এত ?
আরে আরে পুত্রহন্তা দুষ্ট জয়দ্রথ !
পরাজিত করিয়াছ বৃকোদরে,—
দেখি তোরে পার্থশরে কে করে নিস্তার !
ক্রোধবহ্নি মম করি প্রজ্বলিত,
প্রলয় অনলে ক্ষুদ্র পতঙ্গসমান—
বিদগ্ধিব পাপদেহ তব !
ভূলোকে দ্যুলোকে শূন্যে স্থলে জলে,
দেবদৈত্যপুরে কিম্বা রসাতলে,
রহ যদি লুক্কায়িত ক্ষত্রকুলাধম,—
তবু মম শরে কালি সুনিশ্চয়—
ছিন্নমুণ্ড তব লুটাবে ধূলায় !
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর,

কিম্বা চতুর্দ্দশভুবননিবাসী,
জলচর ভূচর খেচর,
স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণীবর্গ সবে,
একত্রিত যদি রক্ষে তোরে,—
অথবা যদ্যপি—
শূলপাণি কিম্বা শ্রীহরি আপনি—
করে তোরে সহায়তা দান,—
তথাপি অর্জ্জুনকরে প্রাণনাশ তোর,
কেহ নাহি পারিবে রোধিতে !
বিফল যদ্যপি হয় প্রতিজ্ঞা আমার,
যদি কল্য দিবাভাগে,
অস্তাচলে না যাইতে রবি,—
মহাপাপী সিন্ধুরাজে না পারি নাশিতে,—
রক্ষিতে প্রতিজ্ঞা মম না হই সক্ষম,—
নিজ হস্তে জ্বালি চিতানল,
প্রবেশিব সমক্ষে সবার।
যদি কোনমতে ব্যর্থ হয় দৃঢ়পণ,
তবে হে মধুসূদন—
অনন্ত—অনন্তকাল তরে
নরককুম্ভরে যেন রহি নিমজ্জিত।

[সুভদ্রার প্রবেশ]

সুভদ্রা। (শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক)
প্রণমি হে বিশ্বপতি পতিতপাবন !
সংশপ্তকরণ হ'তে তব মিত্রবরে—

অক্ষত-শরীরে দেখি ফিরায়ে এনেছ ;
রেখেছ করুণাময় করুণা প্রকাশি,
সুভদ্রার সিঁথির সিন্দুর !
ভাই ! ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিতে ভারতে--
সাধিতে হে উদ্দেশ্য আপন,
ধনঞ্জয়রথে করিয়াছ আরোহণ !
ধর্ম্মরক্ষার কারণ—
অনুক্ষণ প্রাণীক্ষয় কর অগণন !
কিন্তু হে জনার্দ্দন !
মা'র বক্ষে শেলপ্রহরণ বিনা,—
সে কার্য্য সাধন হ'ত না কি যদুনাথ ?
বজ্রাঘাত করি নিজ ভগিনীর শিরে,—
নিলে হ'রে প্রাণের দুলালে তার,—
চমৎকার লীলার মাধুরী তব হরি !
কত ছলে কতশত করিয়া উদ্যোগ,
বিধিমত করি যোগাযোগ,—
আপন সুযোগমত—নরহত্যা সাধিছ ধরায় ;
হায় হায়---
ভুলেও কি না ভাবিলে বারেকের তরে,
পুত্রহারা করি দুঃখিনী মাতারে,
কোমল অন্তরে তার—
কি বেদনা বাজিবে শ্রীহরি ?
(অর্জ্জুনের প্রতি) হে বীরকেশরী !
পারের কাণ্ডারী হরি—
দীনবন্ধু—চিরবন্ধু তব !

বীরত্বগৌরববৃদ্ধি হেরি দিন দিন,
দীনদুঃখহারী কৃষ্ণে পাইয়ে সারথি !
হায় রথিবর।
বন্ধুত্বের পুরস্কার লভিলে কি শেষে,
বন্ধু-চক্রে চক্রব্যূহে হারায়ে নন্দনে !
বল বল কোন্ অমৃতবচনে,
সুহৃদ্প্রবর প্রিয় নটবর,
ভুলাইল প্রাণনাশী পুত্রশোক আজি !
পূজিতেছ চিরদিন ও রাঙ্গা-চরণ,
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি তায়,—
তাই কি হে সে পূজায় দিলে বলিদান,
বংশের প্রদীপ—অভিমন্যুপ্রাণ ?
এবে, দক্ষিণান্ত কর তবে হে গাণ্ডীবধারী—
ল'য়ে সুভদ্রার অসার জীবন !

অর্জ্জুন। হরি—হরি—রক্ষা কর এ মহা সঙ্কটে,—
ফেটে যায় প্রাণ সুভদ্রাবিলাপে ;
বাজে শেলসম বুকে মর্ম্মভেদী কথা !

শ্রীকৃষ্ণ। ভগ্নি !
জানি তুমি বীরাঙ্গনা—বীরের জননী !
বীরপুত্র তব গেছে বীরলোকে,—
তিনলোকে গাবে বীরত্বকাহিনী তার,
যতদিন বীরত্বের রবে সমাদর।
তবে, কি হেতু কাতর দেবি দৈবদুর্ঘটনে ?
হেন ব্যাকুলতা সাজে কি তোমারে ?
বারে বারে ব'লেছ আমারে,—

প্রাণ চায় তব বীরমাতা হ'তে,
সেই মহাসাধ পূর্ণ এতদিনে ; --
কিসের কারণে বল এ বিষাদ হৃদে ?
এ জগতে শ্রেষ্ঠ সেই নারী,—
অক্ষয় বীরত্বমালা—
শোভে যার পতিপুত্রগলে !
ধরাতলে ধন্য জন্ম তার—
সমরে যে করে তনুত্যাগ,
অক্ষয় অনন্ত স্বর্গভোগী সেইজন !
কহ ভগ্নি
মৃত্যু কভু স্পর্শে কি লো বীরে ?
কীর্ত্তি যার—অমর সে চিরদিন হেথা !
রাখ কথা—বৃথা শোক কর পরিহার ;
অভাগিনী উত্তরার সান্ত্বনার তরে,
ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সবাকার কর্ত্তব্য প্রধান !
গর্ভে তার পৌত্র তব—পাণ্ডুবংশধর,
নহে কি উচিত—রক্ষিতে সে সুকুমারে ?

[আলুলায়িতকেশা—বিস্রস্ত-বসনা উত্তরার প্রবেশ]

উত্তরা। মা—মা !
একা রেখে এলে কার কাছে মোরে ?
আছে সেথা সহস্র সহস্র নরনারী,—
তবু যেন শূন্যময় পুরী—কারেও না দেখি !
হ্যাঁ মা—তুমি কাঁদ, কাঁদেন পাঞ্চালী মাতা,
কাঁদে যত পাণ্ডুকুলনারীগণ সবে,

তবে,—আমি কেন না পারি কাঁদিতে ?
কি জানি মা কেন—
যেন কেবা আসি কোথা হতে,—
রোধে কণ্ঠ মম—চাপিয়ে বদন !
কেন মা এমন ?
মা গো !
সত্য কি মা পুত্র তোর আসিবে না আর ?

সুভদ্রা। (সরোদনে) অভাগিনী—উত্তরা আমার !
ওমা—এই শেষে ছিল তোর ভালে !
(ভূতলে পতন)

অর্জ্জুন। ভদ্রে ! ভদ্রে !
নিতান্ত কি আত্মঘাতী করিবে আমায় ?
এ ধরায় কে সান্ত্বনা দিবে বল মোরে ?
কার মুখ চেয়ে তবে—
ভস্মাবৃত রাখি পুত্রশোকানল !
হায়—হৃষীকেশ !
এ দৃশ্য দেখাতে কি হে বাঁচাইলে রণে—
হতভাগ্য ধনঞ্জয়ে তব ?

উত্তরা। একি পিতা ?
কেন এত অশ্রুরাশি চোখে ?
বীরের হৃদয়ে আছে কি গো কাতরতা ?
কোমলতা—বাৎসল্য মমতা,—
যুদ্ধব্যবসায়ী—জানে কি গো ক্ষত্রবীর ?
পিতা—পিতা ! শোক কার তরে ?
গিয়াছে সমরে পুত্র তব,

ক্ষত্রধর্ম্ম করিতে পালন,—
পুনঃ কি সে না আসিবে ফিরে ?
আর তারে পাব না দেখিতে ?
পিতা—পিতা—প্রত্যয় না হয় কথা !
মনে হয় ওই সে রয়েছে ;
শুনি যেন ওই সে ডাকিছে !
ভাবি পলে পলে—ওই বুঝি হাসিমুখে আসে—
বাহুপাশে বেঁধে মোরে আদর করিতে !
পিতা ! বল একবার,—
সত্য কি গো ভেঙ্গেছে কপাল মোর ?
সত্য—অতি সত্য তবে,—
না ফুরাতে পুতুলের খেলা,
এ পাপজীবনমেলা—হ'ল অবসান ?
(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)
একি দেখি নব লীলা—প্রভু লীলাময় !
কেন ছল ছল নয়ন-যুগল,—
ঢল ঢল অশ্রুজল তায়—মুকুতা যেমন ?
রাধিকারঞ্জন !
শুনি কহে ত্রিভুবন—
বড় ভালবাস তুমি কাঁদাইতে জগজনে !
ধরার রোদনে নাকি,হে দ্বারকাপতি—
বহু প্রীতি পাও নারায়ণ ?
জনার্দ্দন !
উত্তরার হেন শাস্তি করিয়া বিধান—
তৃপ্ত কি হইল প্রাণ ?

কিম্বা আরো সাধ আছে মনে মনে—
হেরিতে ও বঙ্কিম নয়নে,
সজ্জা-আভরণ-সিন্দুর-বিহীনা—
বালিকা বিধবাসাজে—সে দৃশ্য কেমন!
(উত্তরার নিজহস্তে অলঙ্কারাদি উন্মোচন)

শ্রীকৃষ্ণ। মা মা—কর সম্বরণ—
হেন দৃশ্য আর সহিতে না পারি!

উত্তরা। (অলঙ্কারাদি লইয়া)
পতিতপাবন!
করেছি শ্রবণ—তুমি মঙ্গলনিধান!
জানি না কি মঙ্গল কারণে,
মম প্রাণধনে—জনমের মত করেছ হরণ!
শ্রীমধুসূদন!
মনোবাঞ্ছা তব হউক পূরণ!
বেশভূষা তবে কি কারণ রাখি আর?
অসার এ ছার অলঙ্কার কাঞ্চনবলয়,
দয়াময়! পদমূলে করিনু অর্পণ!
(শ্রীকৃষ্ণের পদতলে অলঙ্কার রাখিয়া)
দেখ দেখ ভুবনমোহন!
উত্তরা বিধবাবেশে সেজেছে কেমন!
জগৎজীবন—ওহে শ্রীমধুসূদন!
কুরুক্ষেত্রে শোকক্ষেত্র কর নিরীক্ষণ!!!

শিবমস্তু

সমাপ্ত